দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। সাধুপৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ॥

১। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—[হে] ভাগবতোত্তম, মহাভাগ [পরীক্ষিৎ] ত্বয়া সাধু (উত্তমং) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতম্)। যৎ মুহুঃ (নিরন্তরং) ঈশস্য কথাং শৃণ্বন্ অপি নূতনয়সি (অশ্রুতচরীমিব করোষি ইতি)।

১। মূলানুবাদ ঃ হে মহাভাগ! হে ভাগবতোত্তম। তোমার প্রশ্নটি অতি সমীচীন হয়েছে। যেহেতু মুহুর্মুহু আস্বাদিত কৃষ্ণকথাকেও নবনবায়মান করে তুলছে।

১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ হে মহাভাগেতি—গর্ভেঽপি তেন শ্রীভগবতো দর্শনাৎ। হে ভাগবতোত্তমেতি—তৎকথৈকরসিকত্বাৎ। তথা দ্বিঃসম্বোধনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তত্বাৎ প্রেম্ণৈব, যদ্‌যস্মাৎ ঈশস্য স্বপ্রভোঃ॥ জী° ১॥

১। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ হে মহাভাগ ইতি—মাতৃগর্ভে থাকা কালেও শ্রীভগবানের দর্শন পেয়েছিলেন তাই শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে 'মহাভাগ্যবান্' বলে সম্বোধন করা হল। হে ভাগবতোত্তমমেতি—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কৃষ্ণকথা রসিক বলে তাকে এইভাবে সম্বোধন। তথা রাজা কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত থাকা হেতু প্রথম ডাকে চেতনা আসে নি, তাই প্রেমে দুইবার সম্বোধন। **যৎ**—যে কারণে। **ঈশস্য**—নিজ প্রভুর॥ জী° ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ জেমনং বৎসতৎপালহরণং ব্রহ্মমোহনং। স্বভূতবৎসবিষ্ণ্বাদিপ্রাদুর্ভাবস্ত্রয়োদশে॥ বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিবিমোহনাদ্যৈশ্বর্যং যদংশাংশভবং স কৃষ্ণঃ। বিষ্ণ্বাদিসৃষ্টিং বলদেবমোহং স্বৈশ্বর্য্যমত্রৈক্ষয়তাত্মযোনিম্॥ যে ভাগবতেষূত্তম, কথং মে ভাগবতোত্তমত্বং? তত্রাহ—যদিতি। নূতনয়সি নূতনীকরোষি। শ্রুতাং মুহুরাস্বাদিতামপিকথামশ্রুতচরীমিব করোষীতি কথায়ামনুরাগো ব্যঞ্জিতঃ॥ বি° ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ত্রয়োদশে বলা হয়েছে—বন ভোজন, গোবৎস ও গোপবালক হরণ, ব্রহ্ম মোহন, কৃষ্ণের নিজের থেকে আবির্ভূত গোবৎস-বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব। বিশ্বের সৃষ্টি

২। সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তা॥

২। অন্বয় ঃ যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসাং (যা অচ্যুত বার্ত্তৈববিষয়ঃ যেষাং তানি বাক্যশ্রবণ মনাংসি যেষাং তথাভূতানাম্) সারভৃতাং (সারগ্রাহিণাং) সতাং অয়ং নিসর্গঃ (স্বভাবঃ) যৎ অচ্যুতস্য বার্ত্তা বিটানাং (কামুকানাং) স্ত্রিয়াঃ [বার্ত্তেব] প্রতিক্ষণং সাধু [যথা স্যাত্তথা] নব্যবৎ (নবীনা ইব [ভবতি]।

২। মূলানুবাদ ঃ শ্রীকৃষ্ণকথা যাঁদের বাণী-শ্রুতি-চিত্তের বিষয় সেই সারগ্রাহী সাধুদের স্বভাবই এই প্রকার। এই স্বভাব বশেই কামুকদের কামিনী কথার মতো এই সাধুদের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান্ হয়ে উঠে।

প্রভৃতি ও বিমোহনাদি ঐশ্বর্য যাঁর অংশের অংশ থেকে হয় সেই কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বিশ্বাদিসৃষ্টি, বলদেব-মোহ ও নিজ ঐশ্বর্য এখানে দেখালেন।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করছেন—হে ভাগবতের মধ্যে উত্তম! পরীক্ষিতের প্রশ্ন, কি করে ভাগবতের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠত্ব হল? এরই উত্তরে—**যদ্ ইতি**—এর কারণ তোমার কৃষ্ণানুরাগ **নূতনয়সি**—কৃষ্ণ কথাকে নূতন করে তোলে। **শৃণ্বনপি**—শোনা হলেও অর্থাৎ মুহুর্মুহু আস্বাদিত হলেও যেন শোনা হয় নি এরূপ করে দেওয়া হয় কৃষ্ণ কথাকে—এতে কৃষ্ণকথায় অনুরাগ ব্যঞ্জিত হল॥ বি০ ১॥

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অশ্রুতঞ্চ নূতনয়সীতি কিং বক্তব্যম্? যতো মুহুর্মুহু শ্রুতমপি নূতনয়সীত্যেতদপ্যুচিতমেবেত্যাহ—সতামিতি। কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কস্মাচ্চিদপি চ রসাৎ ন চ্যবত ইতি অচ্যুতস্তস্যেতি তদ্বার্ত্তায়া অপি তাদৃশত্বমভিপ্রেতম্। অতএব সাধু যথা স্যাত্তথা প্রতিক্ষণং নব্যবদ্ভবতি, স্বাদুবৈশিষ্ট্যেনাপূর্ব্ববজ্জায়তে; তদেকলাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্তঃ—স্ত্রিয়া ইতি; তদেবং পরমঘৃণাস্পদস্যাপি স্ত্রী-পদার্থস্য নবনবমধুরতাস্ফূর্ত্তৌ অনুরাগ এব কারণং চেন্নিত্যনূতনায়মানপরমানন্দৈকরসস্য শ্রীভগবতঃ কিমুতেতি ভাবঃ॥ জী০ ২॥

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ না-শোনা কথাকে যে নবনবায়মান করবে, সে আর বলবার কি আছে? যেহেতু মুহুর্মুহু শোনা কথাকেও নবনবায়মান করে, এও উচিতই বটে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সতাম্ ইতি। অর্থাৎ সাধুদের ইহা নিসর্গ অর্থাৎ স্বভাব। **অচ্যুতস্য**—কখনও কোনও প্রকারে এবং কোন কারণেই রসের থেকে চ্যুত হন না শ্রীভগবান। অর্থাৎ রস বস্তু বলে তিনি কখনও-ই রস-রহিত হন না, অচ্যুত নামের ইহাই ব্যঞ্জনা। অচ্যুতের নামরূপগুণলীলা শ্রীঅচ্যুত থেকে অভিন্ন কাজেই তাঁর কথারও অর্থাৎ নামরূপাদিরও তাদৃশত্ব অভিপ্রেত। অতএব শ্রীহরিকথা **সাধু**—সুন্দর, উপযুক্ত রূপে ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান হয়ে থাকে—স্বাদ-বৈশিষ্ট্যে অপূর্ববৎ হয়, অর্থাৎ পূর্ব হতে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হয়। একমাত্র লাম্পট্য-অংশে ইহার দৃষ্টান্ত—স্ত্রিয়া ইতি। পরমঘৃণাস্পদ স্ত্রী পদার্থের ক্ষেত্রে নবনব মধুরতার

৩। শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥

৪। তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরিৎ পুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥

৩। **অন্বয় ঃ** [হে] রাজন্ অবহিতঃ (সাবধানঃ সন্) শৃণুষ্ব, গুহ্যম্ অপি (গোপনীয়মপি) তে বদামি, গুরব গুহ্যম্ অপি উত (গোপনীয়মপি তত্ত্বং) স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য ব্রূয়ুঃ।

৪। **অন্বয় ঃ** অথ ভগবান্ মৃত্যোঃ (মরণরূপাৎ) অঘবদনাৎ বৎসপালকান্ রক্ষিত্বা সরিৎ পুলিনম্ আনীয় ইদম্ অব্রবীৎ।

৩। **মূলানুবাদ ঃ** হে বুদ্ধিদীপ্ত মহারাজ! মন দিয়ে শোন। বিষয়টি গুহ্য হলেও তোমাকে বলব। কারণ গুহ্য হলেও তা স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট গুরুগণের ব্যক্ত করা উচিত।

৪। **মূলানুবাদ ঃ** ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বোক্ত প্রকারে মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের বদন থেকে গোবৎস ও ব্রজবালকদের রক্ষা করত যমুনাপুলিনে নিয়ে এসে এইরূপ বলতে লাগলেন—

স্ফূর্তিতে অনুরাগই যদি কারণ হল, তবে নিত্যনবায়মান্ পরমানন্দৈকরস শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে যে নবনব মধুরতার স্ফূর্তি হবে এতে আর বলবার কি আছে, এরূপ ভাব॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সারভূতাং সারগ্রাহিণাময়ং নিসর্গঃ যদ্‌যতঃ অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে সাধু যথাস্যাত্তথা নব্যবদ্ভবতি। তৃষ্ণাধিক্যাদপূর্ব্ববজ্জায়তে যদর্থানি অচ্যুতবার্ত্তাপ্রয়োজনানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথা ভূতানামপি তদেকলাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্তঃ। বিটানাং কামুকানাং স্ত্রিয়া বার্ত্তেব কামিনীকথেব ॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সারভূতাং**—সারগ্রাহিদের ইহা নিসর্গ অর্থাৎ স্বভাব। **যদ্**—যেহেতু তাঁদের নিকট অচ্যুতের বার্তা অর্থাৎ নামরূপাদি **প্রতিক্ষণং**—ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণার উপযুক্ত যাতে হয় সেই ভাবে নূতনের মতো হয়—তৃষ্ণাধিক্য হেতু অপূর্বের মতো হয়ে উঠে। **যদর্থ**—যাঁদের শ্রীকৃষ্ণকথাই প্রয়োজন এবং যাঁদের **বাণী ইত্যাদি**—বাণীশ্রুতিচিত্তও সদা কৃষ্ণকথা তৎপর সেই সাধুদের। লাম্পট্য-অংশে ইহার দৃষ্টান্ত—**বিটানাং**—কামুকদের **স্ত্রিয়া বার্তা ইব**—কামিনী কথার মতো (এই সাধুদের কৃষ্ণ কথায় আসক্তি)॥ বি০ ২॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অবহিতঃ সন্নিতি বক্ষ্যমাণস্য পরমদুরবগাহত্বাৎ, রাজন্ হে বুদ্ধ্যাদিনা প্রকাশমানেত্যর্থঃ। উতেতি বিতর্কে, বয়মিদং বিচারয়াম ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রীভগবতি ব্রহ্মণি চ যদসম্ভবং বহুবিধমেবাশ্চর্য্যমায়াস্তুতি, তৎ খলু ন সর্ব্বেষাং সুবোধমিতি গুহ্যমিত্যুক্তম্॥ জী০ ৩॥

৫। অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্॥

৫। অন্বয় ঃ [হে] বয়স্যাঃ স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালি পত্রিক-ধ্বনিপ্রতিধ্বনিলসদ্দ্রুমাকুলং (প্রফুল্ল-কমলপরিশোভিত সরোবর পরিমলাকৃষ্ট ভ্রমরবিহঙ্গকুলকূজন প্রতিধ্বনি মুখরিত তরুরাজিবিরাজিতং) স্বকেলিসম্পৎ (অস্মাকং ক্রীড়োপকরণ ভূষিতঃ) মৃদুলাচ্ছ বালুকম্ (কোমল নির্ম্মল বালুকাময়ং) পুলিনং অহো অতিরম্যং [বর্ততে]।

৫। মূলানুবাদ ঃ হে বয়স্যগণ! অহো, অতিশয় রমণীয় পুলিন—ইহা পঙ্‌ক্তি-ভোজন ক্রীড়ার সম্পদে শোভমান, কোমল নির্মল বালুকাময়। আরও, ইহা প্রফুল্ল বহুল পদ্মময় হওয়ায় অলিকুল ও পাখীসব ফুল্ল রসাল ভ্রমে আকৃষ্ট হয়ে এখানে যমুনাজলে এসে নানাবিধ ধ্বনি উঠাচ্ছে। এর প্রতি ধ্বনিতে বৃক্ষ সকল উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ছে—আর এই বৃক্ষ সকলের দ্বারা স্থানটি ছেয়ে আছে।

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অবহিত সন্ ইতি—মন দিয়ে শোন—কারণ বক্তব্য বিষয়টি পরম দুরবগাহ অর্থাৎ অতি দুর্বোধ্য। **রাজন্**—হে বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা দীপ্ত। **উত ইতি**—বিতর্কে অর্থাৎ আমরা এইসব বিচার করব। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকটও যা অসম্ভব মনে হল ও বহুবিধ আশ্চর্যজনক হল, তা সকলের নিশ্চয়ই সুবোধ্য হবে না· তাই এখানে বলা হল 'গুহ্য'॥ জী০ ৩॥

৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তথা তেন প্রকারেণাঘাসুরবদনরূপান্মৃত্যোর্বৎসপালকান্ বালাংশ্চ ভগবানপি॥

৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তথা ইতি—সেই প্রকারে অঘাসুরের বদনরূপ মৃত্যু থেকে গোবৎসপাল এবং গোপবালকগণকে রক্ষা করে **ভগবান্**—ভগবানও (বললেন)॥ জী০ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ হে বয়স্যা ইতি—মম সখীনাং ভবতামেব ভোজনযোগ্য-মেতদিতি ভাবঃ। তদেব দর্শয়তি—স্বেষাং কেলেঃ পঙ্‌ক্তিভোজননিযুদ্ধাদিক্রীড়ায়াঃ সম্পৎ সম্পত্তির্যাভ্যস্তথা-ভূতা মৃদুলাচ্ছবালুকা যস্মিন্নিতি উপবেশসুখম্; স্ফুটৎসরোজগন্ধেতি—ভোজনাপেক্ষ্যং ধূপবৎ সৌগন্ধ্যম্, এতেন শরৎকালো লক্ষ্যতে; তথা গীতমিব ভ্রমরাদিধ্বনিবিলাসঃ, ভোজনপাত্রঞ্চ পদ্মপত্রাদিকং, সুবাসিত-শীতলাচ্ছজলঞ্চ শরত্তাপনিবারণার্থ-ঘনবৃক্ষচ্ছায়া চ ইতি সুখভোজনসামগ্রী দর্শিতা; তত্র প্রতিধ্বানেতি-পর্যন্তঃ সপ্তম্যন্তপদার্থো বহুব্রীহিঃ, লসদ্দ্রুমাকুলমিতি তৎপুরুষঃ, তয়োঃ কর্ম্মধারয়ো জ্ঞেয়ঃ॥ জী০ ৫॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ হে বয়স্যা ইতি—এই স্থানটি আমার সখা তোমা-দের ভোজন যোগ্য স্থানই বটে, এইরূপ ভাব এই সম্বোধনের। সেই যোগ্যতা দেখান হচ্ছে—**স্বকেলি সম্পৎ**—নিজেদের পঙ্‌ক্তি ভোজন-নিযুদ্ধাদি ক্রীড়ার সম্পত্তি অর্থাৎ শোভা উচ্ছলিত হয়ে উঠার উপযুক্ত মৃদুল নির্মল বালকাময় পুলিন—এতে উপবেশন সুখ প্রকাশিত হল। **স্ফুটৎসরোগন্ধ**—বিকসিত পদ্মের গন্ধ—ভোজনকালে আকাঙ্ক্ষণীয় ধূপবৎ সৌগন্ধ্য—এর দ্বারা শরৎকাল উদ্দিষ্ট হল। আরও তৎকালে

৬। অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দ্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্॥

৬। অন্বয় ঃ অত্র অস্মাভিঃ ভোক্তব্যং দিবা আরূঢ়ং (দিবাকরঃ ঊর্দ্ধাকাশমারূঢ়ং) [বয়ম্ ক্ষুধার্দিতা। বৎসাঃ অপঃ (জলং) পীত্বা সমীপে শনকৈঃ (মন্দং মন্দং) তৃণং চরন্তু (ভ্রমন্তঃ তৃণং ভক্ষয়ন্তু)।

৬। মূলানুবাদ ঃ অতএব এ-স্থানেই ভোজন করা সমীচীন। বেলা হয়ে গিয়েছে। ক্ষুধায় আমরা কাতর। গোবৎস সকল জল পান করে নিকটেই ধীরে ধীরে ঘাসে চরতে থাকুক।

আকাঙ্ক্ষণীয় গীত যেন হল ভ্রমরাদির ধ্বনি বিলাস, ভোজন পাত্র হল পদ্মপত্রাদি, পাণীয় হল সুবাসিত শীতল নির্মল জল এবং শরতের সূর্যতাপ নিবারণের জন্য ঘন বৃক্ষ ছায়া—এইরূপে সুখ-ভোজনের অনুকূল সামগ্রী দেখান হল॥ জী০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভোজনার্থং তদুচিতং স্থলং স্তৌতি—অহো ইতি। স্বকেলীনাং বহুপঙ্‌ক্তিমদ্ভোজনক্রীড়ানাং সম্পদো যত্র তদিতি স্থানবিস্তীর্ণত্বম্। মৃদুলা অচ্ছা বালুকা যত্র তদিত্যুপবেশসুখং প্রফুল্লবহুলসরোজবত্বাৎ স্ফুটতঃ সরস এব গন্ধেন হৃতা আকৃষ্টা অলয়ঃ পত্রিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয় তেষাং প্রতিধ্বানাস্তৈর্লসন্তোদ্রুমাস্তৈরাকুলং ব্যাপ্তমিতি-ভোজনাপেক্ষণীয়ধূপাদিসৌরভ্যবীণাদিবাদ্যসুবাসিত-শীতলজল-স্নিগ্ধচ্ছায়াদিসামগ্রী দর্শিতা॥ বি০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভোজনের জন্য তদুচিত স্থানের গুণ কীর্তন করা হচ্ছে—অহো ইতি। বহুলোকের পঙ্‌ক্তি-ভোজন ক্রীড়ার সম্পদ যেখানে আছে, সেই পুলিন— সম্পদ' পদে স্থানের বিস্তীর্ণতা বুঝানো হল। মৃদুল নির্মল বালুকাময়—এতে পুলিনের উপবেশন সুখ, **স্ফুটৎ সরো গন্ধ ইত্যাদি**—এই পুলিন প্রফুল্ল বহুল পদ্মময় হওয়ায় অলিকুল ও পাখীসব ফুল্ল রসাল ভ্রমে আকৃষ্ট হয়ে এসে 'কে' যমুনা জলে নানাবিধ ধ্বনি উঠাচ্ছে—এই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে বৃক্ষসকল **লসৎ**—উল্লসিত হয়ে উঠছে—আর এই বৃক্ষ সকলের দ্বারা স্থানটি ছেয়ে আছে॥ বি০ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ হে ক্ষুধার্দ্দিতাঃ, যদ্বা, যতঃ ক্ষুধার্দ্দিতা বয়ং, তত্র হেতুঃ—দিবারূঢ়ম্, অঘতুণ্ডান্তঃপ্রবেশাদিনা বিলম্বাপত্তেঃ; যদ্বা, ক্ষুধেতি বৎসানাং বিশেষণম্; অতো ন নিজভোজন-সুখার্থমত্র নিরুধ্য রক্ষ্যাঃ, কিন্তু চরন্ত্বিত্যর্থঃ। শনকৈরিতি, জলপানেনাপ্যায়িতত্বাৎ। যদ্বা, অস্মৎসুখভোজন-সিদ্ধ্যর্থমধুনা সমীপে শনকৈশ্চরন্তু, পশ্চাদ্‌যথেষ্টং চরিষ্যন্ত্যেবাতোঽত্রৈবান্তিকে নিরুধ্যন্তামিতি ভাবঃ॥ জী৬॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণা টীকানুবাদ ঃ হে ক্ষুধার্দ্দিতাঃ— হে ক্ষুধাপীড়িত সখাগণ! অথবা, যেহেতু আমরা ক্ষুধার্দিতা (তাই এখানে খেয়ে নেওয়া উচিত)। ক্ষুধা লাগার কারণ, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে—অঘাসুরের মুখের ভিতরে প্রবেশাদিতে বিলম্ব হেতু। অথবা 'ক্ষুধা-পীড়িত' পদটি গোবৎসদের বিশেষণ, অতএব নিজেদের ভোজন সুখের জন্য এদের এখানে ধরে রাখা উচিত নয়, কিন্তু চরতে পাঠিয়ে

৭। তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্যশাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥

৭। **অন্বয় ঃ** অর্ভাঃ (বালকাঃ) তথা ইতি বৎসান্ পায়য়িত্বা শাদ্বলে (তৃণ ক্ষেত্রে) আরুধ্য শিক্যানি মুক্ত্বা ভগবতা সমং (সহ) মুদা (হর্ষেণ) বুভুজুঃ (ভুক্তবন্তঃ)।

৭। **মূলানুবাদ ঃ** গোপবালকগণ সানন্দে তাই হোক বলে গোবৎসদের জল পান করিয়ে কচি কচি সবুজ ঘাসময় মাঠে তাদের আটকে রেখে নিজ নিজ ছিকা গাছের ডাল থেকে পেড়ে এনে পরমানন্দে খেতে লাগলেন কৃষ্ণের সঙ্গে।

দেওয়াই ঠিক। **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে চরতে থাকুক—ধীরে ধীরে কেন? জলপান করে পরিতৃপ্ত থাকার দরুণ। অথবা, আমাদের সুখভোজন সিদ্ধির জন্য এখন নিকটে ধীরে ধীরে চরুক। পরে যথেচ্ছ চরে বেড়াবে, অতএব এখন নিকটেই ঠেকিয়ে রাখ ॥ জী০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দিবা রূঢ়ং দিবাকর ঊর্দ্ধাকাশমারূঢ় ইত্যর্থঃ ॥ বি০ ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দিবারূঢ়াং**—সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আরূঢ় ॥ বি০ ৬ ॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তথৈবমেবেতি তদুক্তং সংশ্লাঘ্য ইত্যর্থঃ। শাদ্বল ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং, শাদ্বলজেমনঞ্চ ইতি বক্ষমাণত্বাৎ। যদ্বা, শাদ্বলান্তিকে জেমনং শাদ্বলজেমনমিতি মধ্যপদলোপঃ, প্রায়ো বালুকাময়প্রদেশ এব, বক্ষমাণতত্তদ্ভোজনপাত্রাদ্যপ্যপেক্ষণাৎ। শাদ্বলঞ্চাত্র সূক্ষ্মদূর্ব্বাময়ত্বেন জ্ঞেয়ম্; শিক্যানি স্বস্বগৃহাৎ প্রাতরানীতানি। মুক্ত্বেতি—অঘোদরান্তঃপ্রবেশতঃ পুরস্তাদেব তানি ক্রীড়াসৌকর্য্যায় বৃক্ষাগ্রে ধৃতানি ইতি জ্ঞেয়ম্; কিংবা অঘোদরান্তঃপ্রবেশেঽপি শ্রীভগবৎপ্রভাবেণ বালকানামিব তেষামবৈকল্যং জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৭ ॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তথেতি**—শ্রীকৃষ্ণের কথাকে বহু প্রশংসা করত বালকগণ বললেন, তাই হোক। **শাদ্বলে**—কচি কচি ঘাসময় মাঠে। এই 'শাদ্বল' পদটিকে আগে-পরে দুই দিকে অন্বয় করে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রথম ব্যাখ্যা—'বৎসান্ আরুদ্ধ শাদ্বলে' অর্থাৎ বৎসগণকে কচিঘাসময় মাঠে অবরুদ্ধ করে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—'শাদ্বলে বুভুজুঃ' এই ভাবেও অন্বয় করণীয়, কারণ 'শাদ্বল জেমনঞ্চ' এরূপ বলা আছে। এখানে মধ্যপদলোপ সমাস ধরে অর্থ আসবে, কচি ঘাসময় মাঠের নিকটে বালকেরা বনভোজন করতে লাগলেন। কচি ঘাসের মাঠের নিকটে হওয়ার কারণ পুলিন ভোজন স্থানটি প্রায় বালুকাময় প্রদেশ, কাজেই ভোজন পাত্রের প্রয়োজনেই কচি ঘাসের মাঠের নিকটেই স্থান বেছে নেওয়া হয়েছে। **শিক্যানি**—নিজ নিজ গৃহ থেকে প্রাতঃকালে আনিত ছিকাগুলি। **মুক্ত্বা**—খুলে নিয়ে, অঘাসুরের পেটের ভিতরে প্রবেশের পূর্বেই খেলার সুবিধার জন্য গাছের আগডালে বেধে রাখা হয়েছিল, তাই খুলে নিয়ে। কিম্বা অঘাসুরের পেটে প্রবেশেও শ্রীভগবৎ প্রভাবে বালকদের মতোই ছিকায় ঝুলানো খাদ্য গুলি অবিকৃতই ছিল, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৭ ॥

৮। কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥

৮। অন্বয় ঃ কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ (পরিতঃ) পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ (বহুপংক্তিমণ্ডলৈঃ) সহোপবিষ্টা অভ্যাননাঃ (শ্রীকৃষ্ণাভিমুখানি আননানি যেষাং তেঃ) ফুল্লদৃশঃ (প্রফুল্লিতনয়নাঃ) ব্রজার্ভকাঃ বিপিনে অম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ছদাঃ যথা (পদ্মকর্ণিকায়াঃ পত্রাণি ইব) বিরেজুঃ।

৮। মূলানুবাদ ঃ কৃষ্ণের সম্মুখের দিকে মুখ করে চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বহু শ্রেণীতে পাশাপাশি ঘেষাঘেষি করে বসা প্রফুল্ল নয়ন ব্রজবালকগণ বৃন্দাবনে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন,ঠিক যেমন শোভা পায়, কমল-কর্ণিকার চতুর্দিকে তার পাপড়িগুলি।

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শাদ্বলে হরিত তৃণবহুলদেশে আরুধ্যেতি তেষাং তত্তৃণলোভাদেবান্যত্র গমনাসমর্থমননাৎ ॥ বি০ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শাদ্বলে—কচি কচি সবুজ ঘাসময় মাঠে **আরুধ্য**—ঠেকিয়ে রেখে—এই কথা বলার কারণ, সেই ঘাসের লোভ হেতুই অন্যত্র যেতে পারবে না, এইরূপ মাননা ॥বি০৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অভ্যাননাঃ—অভি শ্রীকৃষ্ণসম্মুখ আননং যেষাং তে, অতএব ফুল্লদৃশঃ, তচ্চ তৎপ্রীত্যর্থমচিন্ত্যশক্ত্যৈব। বিপিনে শ্রীবৃন্দাবনে ইতি বিশেষশোভাযোগ্যতোক্তা ॥জী০৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অভ্যাননাঃ—কৃষ্ণের সম্মুখের দিকে মুখ করে বসা (ব্রজবালকগণ)। অতএব উৎফুল্ল নয়ন। বসার এই বিন্যাসও কৃষ্ণ প্রীতির জন্য অচিন্ত্য কৃষ্ণশক্তিদ্বারাই কৃত। বসলেন তাঁরা **বিপিনে**—শ্রীবৃন্দাবনে, এইরূপে বৃন্দাবনের বিশেষ শোভা সম্পাদন যোগ্যতা বলা হল ॥ জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তেষাং ভোজনোপবেশপরিপাটীমাহ—কৃষ্ণস্য বিশ্বক্পরিতঃ পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ "সুপাংসুপ" ইতি তৃতীয়া। বহুষু পঙ্‌ক্তিমণ্ডলেষিত্যর্থঃ। অভ্যাননাঃ প্রেম্না সর্ব্বসাম্মুখ্যস্পৃহাবতো ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যৈবোদ্গারিতেনাচিন্ত্যবৈভবেন নিষ্পাদিতাং মুখাভঙ্গানাং সর্ব্বদিক্ষু প্রকাশাৎ। কৃষ্ণস্যাভিমুখে সন্নিহিতপঙ্‌ক্তৌ বয়মেব বর্ত্তামহে অন্যেতু ব্যবহিতপঙ্‌ক্তিষু পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চোপবিষ্টা ইতি সর্ব্বএবাভিমানবন্ত ইত্যর্থঃ। তেন চ, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ" মিতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। সহ নৈরন্তর্য্যেণোপবিষ্টাঃ। ছদাঃ পত্রাণি যথা কমলকর্ণিকায়াঃ পরিতো মিলিতীভূয় বহুপঙ্‌ক্তিষু তিষ্ঠন্তি তথেত্যর্থঃ ॥ বি০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণসহ সখাগণের ভোজন পরিপাটি বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের চতুর্দিকে বহুপঙ্‌ক্তি মণ্ডলীতে বসে গেলেন। **অভ্যাননাঃ**—কৃষ্ণের সম্মুখের দিকে মুখ করে বসা বালকগণ—প্রেমে সর্বসাম্মুখ্য স্পৃহাবান্ ভগবান্ কৃষ্ণের সত্যসঙ্কল্পতা শক্তিতে উদ্ভাবিত অচিন্ত্য বৈভবের দ্বারা নিষ্পাদিত

৯। কেচিৎ পুষ্পৈর্দ্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ॥

৯। **অন্বয়** ঃ কেচিৎ পুষ্পৈঃ কেচিৎ দলৈঃ (পত্রৈঃ) পল্লবৈঃ অঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ শিগ্‌ভিঃ (শিক্যাভিঃ) ত্বগ্‌ভিঃ (বৃক্ষবল্কলৈঃ) দৃষদ্ভিঃ (প্রস্তরৈঃ) চ কৃতভাজনাঃ (কল্পিতানি ভোজনপাত্রাণি যৈঃ তাদৃশাঃ) বুভুজুঃ।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ কোনও কোনও বালক পুষ্পের দ্বারা, কোনও কোনও বালক পত্রের দ্বারা, কোনও কোনও বালক পল্লবের দ্বারা, কোনও কোনও বালক অঙ্কুরের দ্বারা, কোনও কোনও বালক ফলের দ্বারা, কোনও কোনও বালক ছিকা দ্বারা, কোনও কোনও বালক বৃক্ষবল্কল দ্বারা এবং কোনও কোনও বালক পাথরের দ্বারা ভোজনপাত্র নির্মাণ করে তাতে ভোজন করতে লাগলেন।

হল, কৃষ্ণের মুখাদি অঙ্গের সকল দিকে প্রকাশ; আর সেই হেতু কৃষ্ণসখাগণ সকলেই মনে করতে লাগলেন —আমরাই তো কৃষ্ণের অভিমুখে নিকটস্থ পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট, অন্যে তো ব্যবধান বিশিষ্ট পঙ্‌ক্তিতে পার্শ্বতঃ এবং পৃষ্ঠতঃ উপবিষ্ট, এর দ্বারা শ্রুতির অর্থ দেখান হল, "শ্রীভগবানের সর্বদিকে হস্তপদ, নয়ন, মস্তক, মুখ ও কর্ণ ইত্যাদি" সহ—পাশাপাশি ঘেষাঘেষি করে উপবিষ্ট। **ছদাঃ**—কমল-কর্ণিকার চতুর্দিকে কমল-পাপড়ি যেমন মিলিত হয়ে বহু পঙ্‌ক্তিতে থাকে সেই ভাবে॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ কেচিদিতি পুনরুক্ত্যা পুষ্পৈরিত্যাদিভিঃ প্রত্যেকমন্বয়ং বোধয়তি, অন্যথা সমুচ্চয়োঽপি বুধ্যেত। পুষ্পাদিভোজন-পাত্রাণাং বৈচিত্রী বালকানাং প্রত্যেকাপূর্ব্বরচনা-কৌতুকেচ্ছয়া স্বস্বরোটিকৌদনাদিযোগ্য-বৈচিত্র্যাপেক্ষয়া বা॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **কেচিৎ ইতি**—'কোনও কোনও' কথাটির পুনরুক্তিদ্বারা পুষ্প-পত্রাদি বাক্যের সহিত প্রত্যেক কেচিৎ-এর অন্বয় বুঝান হচ্ছে—অর্থাৎ কোনও কোনও বালক পুষ্পের দ্বারা কোনও কোনও বালক পত্রের দ্বারা ইত্যাদি। তা না হলে সমুচ্চয়ও বোঝা যেতো অর্থাৎ কোনও কোনও বালক পুষ্পপত্র পল্লব ইত্যাদি দ্বারা ভোজন পাত্র নির্মাণ করলেন, এইরূপে অর্থও করা যেত। বালকদের প্রত্যেকের অপূর্ব রচনা কৌতুক ইচ্ছা হেতুই পুষ্পাদি বিচিত্র ভোজন পাত্রের রচনা হল। অথবা, নিজ নিজ রোটিকাদি খাদ্য দ্রব্যের বিচিত্রতা অনুসারেই সেইসব ধারণের যোগ্য বিচিত্র পাত্র নির্মিত হল। যথা—রুটি ধারণের জন্য পুষ্পাদি গ্রন্থনে পাত্র হল, আবার দধি প্রভৃতি ধারণের জন্য তৎ যোগ্য পাত্র নির্মিত হল শালপাতার দোনা॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কেচিদিতি। পুষ্পাদিভিঃ স্বস্বভাজননির্ম্মাণং বালকানাং প্রত্যেকা-পূর্ব্বরচনাকৌতুকেচ্ছয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বালকদের প্রত্যেকে অপূর্ব রচনা দ্বারা মজা করার ইচ্ছা হেতুই কেউ কেউ পুষ্পের দ্বারা, কেউ কেউ পত্রের দ্বারা, এইরূপ বিভিন্ন ভাবে নিজ নিজ ভোজন-পাত্র নির্মিত হল॥ বি০ ৯॥

১০ সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥

১০। **অন্বয়** ঃ সহেশ্বরাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) সর্ব্বে মিথঃ (পরস্পরং) স্বস্ব ভোজ্যরুচিং পৃথক্ দর্শয়ন্তঃ (স্বয়মাসাদ্য পরস্পরমাস্বাদয়ন্তঃ) হসন্তঃ (হাস্যং কুর্বন্তঃ) হাসয়ন্তঃ অভ্যবজহ্রুঃ (বুভুজিরে)।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ নিজ নিজ ভোজ্যের আস্বাদ মুখ-ভঙ্গ্যাদি দ্বারা পরস্পর দেখাতে দেখাতে হাসতে হাসতে হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন ব্রজবালকগণ কৃষ্ণের সঙ্গে।

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ পৃথগ্ভোজ্যভেদেন রসগন্ধাদিভেদেন চ নানাপ্রকারিকাং স্বস্বভোজ্যস্য রুচিং স্বাদুতাবিশেষং দর্শয়ন্তঃ মুখভঙ্গ্যাদিনা সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব, অতঃ স্বয়ং হসন্তঃ, অন্যাংশ্চ হাসয়ন্তঃ। যদ্যপি স্বস্বগৃহাদানীতানি ভোজ্যানি পরীক্ষার্থং সর্ব্বেষাং সর্ব্বেষ্বেব পরিবেশিতানি, তথাপি স্বস্বগৃহাদানীতভোজ্যানামেব স্বাদাতিরেকং পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞাপয়ামাসুঃ, যদর্থমেব পূর্ব্বদিনে মিলিত্বা বন্য-ভোজনায় সংকল্পবন্তঃ ইতি ভাবঃ। রুচিরদর্শনঞ্চ প্রায়ঃ শ্রীভগবৎস্বীকারার্থমেব, অতএব সহেশ্বরা ইতি, শ্রীভগবানপি তৈরেব মিষ্টমিষ্টং পরীক্ষ্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্রমশো যুগপদ্বা সমর্প্যমাণং তথৈব বুভুজ ইত্যর্থঃ ॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **পৃথক্**—ভোজ্য ভেদে এবং রসগন্ধাদি ভেদে নানা প্রকার নিজ নিজ ভোজ্যের **রুচিং**—স্বাদুতা বিশেষ **দর্শয়ন্তঃ**—মুখভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা যেন দেখাতে দেখাতে, অতএব স্বয়ং হাসতে হাসতে এবং অন্যকে হাসাতে হাসতে। যদিও নিজ নিজ গৃহ থেকে আনিত সকলের ভোজ্যগুলি পরীক্ষার জন্য পরস্পর সকলকেই পরিবেষণ করা হয়েছে, তথাপি নিজ নিজ গৃহ থেকে আনিত ভোজ্যগুলির স্বাদের ভিন্নতা পৃথক্ পৃথক্ জানাতে থাকলেন। এইরূপ রসকৌতুকের জন্যইতো পূর্ব দিনে সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে বন-ভোজনের জন্য সঙ্কল্প করেছিলেন, এরূপভাব। খাদ্যগুলি প্রায় সবই দেখতেও অতি রমণীয়—শ্রীকৃষ্ণের স্বীকারের জন্যই; অতএব **সহেশ্বরা ইতি**—শ্রীভগবানও তাঁদের মিষ্টতা-উপকারিতা পরীক্ষা করে করে ক্রমশঃ বা যুগপৎ সকলকে দিতে লাগলেন একই ভাবে, এরূপ ভাব ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সহেশ্বরাঃ সকৃষ্ণা এব সর্ব্বে স্বস্বভাজ্যস্য স্বস্বগৃহানীতস্য ভক্ষ্যস্যান্ন-ব্যঞ্জনাদেঃ রুচিং রোচকতাং দর্শয়ন্তঃ স্বীয়বটকশাকরসালাদিকং স্বয়ং কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা আস্বাদবিশেষমনুভূয় ভোঃ সখে কৃষ্ণ, ভোঃ শ্রীদামন্, ভোঃ সুবল, পশ্যত পশ্যত মদীয়বটকাদিকং কীদৃশং স্বাদ্বিতি স্বভক্ষ্যপাত্রাত্তদ্গৃহীত্বা কৃষ্ণাদীনাং হস্তেষু দদানাস্তাংতদাস্বাদমনুভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ। হসন্তো হাসয়ন্ত ইতি জাতীমালত্যাদিপুষ্পাণি বটকান্তরেবা অলক্ষিতমর্পয়িত্বা ভোঃ সখায়ঃ, এতানতিস্বাদুতমান্ বটকানাস্বাদয়তেত্যুক্তিবিশ্বাসাৎ সস্পৃহং গৃহীত্বা তান্ ভুঞ্জানান্ কটুকৃতমুখান্ দৃষ্ট্বা হসন্তো হাসয়ন্তশ্চকারাত্তৈঃ সহর্ষকৌতুকং তাড্যমানাঃ পলায়মানাশ্চ ॥ বি০ ১০ ॥

১১ বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ

১১। অন্বয় ঃ জঠরপটয়োঃ (উদরবস্ত্রয়োর্মধ্যে) বেণুং বিভ্রৎ কক্ষে শৃঙ্গবেত্রৌচ [বিভ্রৎ] বামে পাণৌ মসৃণকবলং (দধ্যোদনগ্রাসং) অঙ্গুলীষু তৎফলানি (মসৃণকবলোচিতোপকরণানি নিম্বুসন্ধিতলবলীকরীর ফল প্রভৃতীনি) মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বৈঃ (নিজসাধারণৈঃ) নর্মভিঃ (পারহাসবাক্যৈঃ) স্বপরিসুহৃদঃ (স্বস্য পরিতঃ উপবিষ্টান্ সুহৃদঃ) হাসয়ন্ স্বর্গে লোকে মিষতি (আশ্চর্যেণ পশ্যতি) যজ্ঞভুক্ বালকেলিঃ বুভুজে।

১১। মূলানুবাদ ঃ সর্বযজ্ঞ-ভোক্তা কৃষ্ণ বাল্যক্রীড়ামত্ত হয়ে পেট আর পরনের কাপড়ের মাঝখানে বেণু ও বাঁ কোঁকে শিঙা-বেত্র গুঁজে, বাঁ হাতে স্নিগ্ধ দধিমাখা ভাতের বৃহৎগ্রাস ও ডান হাতের অঙ্গুলীতে ওরই ফলস্বরূপ ছোট ছোট গ্রাস ধারণ করে বালকমণ্ডলীর মাঝখানে বসে তাঁদিকে পরিহাস বাক্যে হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন। আর ওদিকে আকাশপথ থেকে স্বর্গবাসী দেবগণ পরমাশ্চর্য হয়ে এই লীলা দর্শন করতে লাগলেন।

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সহেশ্বরাঃ—কৃষ্ণ সহ সকলে অর্থাৎ কৃষ্ণাদি বালক সকল **স্বস্বভোজ্য-রুচিং**—নিজ নিজ গৃহ থেকে আনিত ভক্ষ্য অন্ন ব্যঞ্জনাদির 'রুচিং' রোচকতা **দর্শয়ন্তঃ**—নিজ বড়া-শাক-রসালাদি নিজে কিঞ্চিৎ খেয়ে আস্বাদ বিশেষ অনুভব করত সখাদিকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, ভো সখে, ভো কৃষ্ণ, ভো শ্রীদাম, ভো সুবল! দেখ দেখ আমার বড়াদির কিরূপ স্বাদ, এইরূপ বলে নিজ ভোজন-পাত্র থেকে তা নিয়ে কৃষ্ণাদির হাতে দিয়ে তাঁদের আস্বাদন করালেন, এরূপ ভাব। **হসন্তঃ হাসয়ন্তঃ চ**—জাতী মালতি প্রভৃতি পুষ্প বড়ার ভিতরে পুরে দিয়ে বা অলক্ষিতে অর্পণ করে বললেন, 'ভোঃ সখাগণ! এই অতি সুস্বাদু বড়াগুলি আস্বাদন কর।' এই উক্তিতে বিশ্বাস হেতু ঐ বড়াগুলি সস্পৃহ গ্রহণ করে যাঁরা খেলেন, তাঁদের তিতা-বিকৃত মুখ দেখে অর্পণকারী নিজে হাসতে লাগলেন অন্যকে হাসালেন। 'চ' কার হেতু বুঝা যাচ্ছে অর্পণকারিগণ সহর্ষ কৌতুকে তাড়া খেয়ে পলাতে লাগলেন ॥বি০১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথ বালকৈঃ সহ শ্রীভগবতো ভোজনক্রীড়ামুক্ত্বা তেভ্যো বিশেষেণ তস্য তামাহ—বিভ্রদিতি। তৎফলানি মসৃণকবলোচিতোপকরণানি নিম্বু সন্ধিত লবলী-করীর ফল-প্রভৃতীনি, স্বৈরসাধারণৈঃ স্বর্গে লোকে সর্ব্বেষু স্বর্লোকবাসিষু যজ্ঞভুক্ উদ্দেশমাত্রেণ সমর্পিতস্য হবিষঃ কথঞ্চিৎ স্বীকারমাত্রেণ তদ্ভুক্তেনোপচর্য্যমাণোঽপি লৌকিকবালবৎ কেলির্যস্য ইতি পরমাশ্চর্য্যেণ মিষতি পশ্যতি সতি; যদ্বা, অযজ্ঞভুক্ বিবিধপ্রযত্নতো যজ্ঞভাগমপি যো ন ভুঙ্‌ক্তে, স বালেষু কেলিঃ—ভোজনমধ্য এব তৈরেকৈশঃ সহৈব বা পরীক্ষ্যমাণস্য ভোজ্যস্য সনর্ম্ম-গ্রহণ-শ্লাঘন-নিন্দন-ভোজন-মুখভঙ্গী-হাসনাদিক্রীড়া

যস্য সঃ। এবং ভোজনে সর্ব্বাভিমুখত্বৈশ্বর্য্য-বিশেষেণ, তথা বেণ্বাদিধারণপরিপাটীসহিতোর্দ্ধাবস্থানাদিবাল্য-লীলা-বিশেষেণ চ ভগবত্তাবিশেষ-প্রকটনং পূর্ব্ববদূহ্যম্ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর বালকগণের সঙ্গে শ্রীভগবানের ভোজন-ক্রীড়া বলবার পর এই বালকদের থেকে বিলক্ষণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনবিলাস বলা হচ্ছে—বিভ্রৎ ইতি। **তৎফলানি**—স্নিগ্ধ দধিমাখা ভাতের বড় গ্রাসোচিত উপকরণ সমূহ, যথা নেবুর রসে জারিত শিল আম-লকি-বাঁশের অঙ্কুর ফল প্রভৃতি। **স্বৈঃ**—নিজের অসাধারণ নর্মের দ্বারা **স্বর্গে লোকে মিষতি**—স্বর্গ-লোকবাসি সকলে (দেখতে থাকলে)। **যজ্ঞভুগ্**—যজ্ঞের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্য মাত্রে সমর্পিত হবির স্বীকার মাত্র দ্বারাই তদ্ভোক্তা হন—এইরূপে সেবিত হলেও **বালকেলিঃ**—লৌকিক বালকের মতো কেলি-পরায়ণ হয়েছেন এখন, তাই দেবতাগণ পরমাশ্চর্যে দেখতে থাকলেন। অথবা, **অযজ্ঞভুক্**—বিবিধ প্রযত্নেও যজ্ঞ ভাগও যিনি গ্রহণ করেন না, সেই তিনি বালকদের মধ্যে কেলিপরায়ণ। ভোজন মধ্যেই তাঁদের দলের সঙ্গে বা একএক জনের সঙ্গে আলাদা আলাদা ক্রীড়া, যথা পরীক্ষ্যমান ভোজ্যের সনর্ম গ্রহণ, প্রশংসা, নিন্দা, ভোজন, মুখভঙ্গী এবং হাস্য পরিহাসাদি, এইরূপ ক্রীড়ারত হন কৃষ্ণ। এবং ভোজনে সর্বাভিমুখে মুখাদি অঙ্গের প্রকাশ পূর্বক ঐশ্বর্য প্রকাশের দ্বারা, তথা বেণু আদির ধারণ পরিপাটির সহিত উর্ধ্বে অবস্থা-নাদি বাল্যলীলা বিশেষের দ্বারা ভগবত্তা বিশেষ প্রকটন পূর্ববৎ অনুমান করা যাচ্ছে ॥ জী০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তেষপি মধ্যে কৃষ্ণস্য ভোজনলীলাং সর্ব্ববিলক্ষণামাহ—বিভ্রদিতি। জঠরপটয়োরুদরবস্ত্রয়োর্ম্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ দধৎ দক্ষিণকুক্ষাবেবেতি শোভৌচিত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। বামে কক্ষে শৃঙ্গবেত্রে বিভ্রৎ। বামে পাণৌ মসৃণং স্নিগ্ধং বৃহদ্দধ্যোদনকবলং বিভ্রৎ। তৎফলানি তদুচিতানি সন্ধিত-করীর লবল্যাদীনি অঙ্গুলীষু বামপাণ্যঙ্গুলিসন্ধিষু পাণের্বিস্তারার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা, তৎফলানি তৎপ্রয়োজনীভূতান্ ক্ষুদ্রগ্রাসান্ দক্ষিণপাণ্যঙ্গুলিষু বিভ্রৎ মুখপ্রবেশযোগ্যান্ বহুতর গ্রাসান ততঃ পৃথক্কৃত্য গ্রহীতুমেব বামে পাণৌ বৃহৎকবলগ্রহণং জ্ঞেয়ম্। কর্ণিকেব সর্ব্বাভিমুখো মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বৈর্নর্ম্মভিরিতি। ভো ভৃঙ্গাঃ, কিং মম্মুখা-ভিমুখং ধাবত? সুকুমারং মধুমঙ্গলং পুরস্থিতং পিবত, ভো বয়স্য, ব্রাহ্মণকুমারং মাং কিং ভৃঙ্গৈঃ খাদয়সি মন্যে ব্রহ্মহত্যায়ামপি তে ন ভয়মিতি। ভো এতদবস্থা বানরা, যুষ্মাসু বুভুক্ষুষু জাগ্রৎস্বপি মৎপ্রিয়সখাঃ নির্বিঘ্নং ভুঞ্জতে তদলক্ষিতং আগচ্ছতেতি তস্য নর্ম্ম সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি লীলাশক্তিভ্যামপি স্বামিন্ প্রভো, কৌতুকার্থং যদি ভোজনে বিঘ্নমীহসে তর্হি আবাভ্যাং তদর্থং ব্রহ্মা সংপ্রত্যেবানীয়ত ইত্যলক্ষিতমনুমোদিত-মিতি জ্ঞেয়ম্। স্বর্গেলোকে তদ্বাসিজনবৃন্দে মিষতি আশ্চর্য্যেণ পশ্যতি সতি যজ্ঞভুক্ যজ্ঞেষূদ্দেশমাত্রেণ সমর্পিতমনুপহৃতং মন্ত্রপূতমেব হবিঃ স্বীকারমাত্রেণৈব ভুঞ্জানোঽপি বালৈঃ সহঃ কেলির্ম্মিথো ভুক্তান্নাদান-প্রদানভোজনশ্লাঘন নিন্দনাদিময়ী যস্যঃ সঃ ॥ বি০ ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই গোপবালকদের মধ্যেও কৃষ্ণের ভোজনলীলা সর্ববিলক্ষণ-ভাবে বলা হচ্ছে—বিভ্রৎ ইতি। **জঠরপটয়োঃ**—উদর ও পরনের কাপড়ের মাঝখানে বেণু **বিভ্রৎ**—

১২। ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্তুন্তর্ব্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ॥

১২। **অন্বয়** ঃ [হে] ভারত, (পরীক্ষিৎ) এবং অচ্যুতাত্মসু (কৃষ্ণপরায়ণ চিত্তেষু) বৎসপেষু (গোবৎসপালকেষু) ভুঞ্জানেষু বৎসাঃ তু তৃণলোভিতাঃ দূরং অন্তর্বনে (বনমধ্যে) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ)।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ হে ভারত! কৃষ্ণগতচিত্ত বালকগণ পূর্বোক্ত্যনুসারে ভোজন করতে থাকলে গোবৎস সকল তৃণ লোভে দূরবর্তী বনমধ্যে প্রবেশ করল।

ধারণ করেছেন। শোভা সমুচিত বলে দক্ষিণ কুক্ষিতেই (পেটের দক্ষিণ ভাগে) বেণু ধারণ করেছেন। বাম কুক্ষিতে শৃঙ্গবেত্র ধারণ। বাঁ হাতে **মসৃণং**—স্নিগ্ধ বৃহৎ দধিভাত-গ্রাস ধারণ। **তৎফলাণি**—এই গ্রাসোচিত নেবু-অমলকাদির আচার বা চাট্‌নি, **অঙ্গুলীষু**—বাঁ হাতের অঙ্গুলীর সন্ধিতে ধারণ করেছেন—হাতের বিস্তারের জন্য, এরূপ ভাব। অথবা, **তৎফলানি**—এই বৃহৎগ্রাসের ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাস দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে ধারণ করে—মুখ প্রবেশ যোগ্য বহুতর গ্রাস ঐ বৃহৎ গ্রাস থেকে পৃথক্ করে উঠিয়ে নেওয়ার জন্যই বাঁ হাতে বৃহৎগ্রাস গ্রহণ, এইরূপ বুঝতে হবে। পদ্মের কর্ণিকার মতো সকলের অভিমুখী হয়ে মধ্যে অবস্থিত হওয়ত কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে নর্মালাপ জোরা দিলেন, যথা—রে ভ্রমরা, আমার মুখের দিকে ধেয়ে আসছ কেন? সুকুমার মধুমঙ্গল ঐ তো সম্মুখে রয়েছে, পান কর-না গিয়ে। মধুমঙ্গল—ব্রাহ্মণ-কুমার আমাকে কি ভ্রমরা দিয়ে খাওয়াবে, মনে হচ্ছে ব্রহ্ম হত্যায়ও তোমার ভয় নেই। কৃষ্ণ—আরে রে বনের বানরদল! তোরা ক্ষুধার্ত ও জাগ্রত থাকতেও আমার প্রিয়সখাগণের নির্বিঘ্নে খেয়ে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, অতএব চুপিসাড়ে এসে খেয়ে যাও-না। কৃষ্ণের এই নর্ম অবলম্বন করে তাঁর সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি এবং লীলাশক্তি দ্বারা অলক্ষিতে এইরূপ অনুমোদিত হল, যথা—স্বামিন্ প্রভো! কৌতুকার্থ যদি আপনি ভোজন-বিঘ্ন ইচ্ছা করছেন, তা হলে আমরা এখন তার জন্য ব্রহ্মাকে নিয়ে আসছি, এইরূপ বুঝতে হবে এখানে। **স্বর্গেলোকে**—সর্গলোকবাসিজনবৃন্দ **মিষতি**—আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকলে **যজ্ঞভুক্ বালকেলিঃ**—যজ্ঞে উদ্দেশ্যমাত্রে সমর্পিত-অবিকৃত এবং মন্ত্রপূত হবি (যজ্ঞের ঘি) শুধুমাত্র স্বীকারের দ্বারাই ভোক্তা হয়েও বৃন্দাবনে এই বালকগণের সহ 'কেলি' পরস্পর উচ্ছিষ্ট অন্ন দানপ্রদান-ভোজন-প্রশংসন-নিন্দনাদিময়ী কেলিপরায়ণ কৃষ্ণ॥ বি॰ ১১॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ এবমুক্তপ্রকারেণাচ্যুতে ভগবতি আত্মা মনো যেষাং তেষু, তৃণৈর্লোভিতাঃ; যদ্বা, ব্রহ্মণা তৃণৈর্লোভিতাঃ সন্তঃ শ্রীভগবৎসাক্ষান্নয়নাশক্তে; হে ভারতেতি দুঃখেন সম্বোধনম্॥ জী॰ ১২॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **এবং**—উক্তপ্রকারে **অচ্যুতাত্মসু**—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মন যাঁদের সেই রাখালগণ। **তৃণলোভিতাঃ**—তৃণের দ্বারা লোভিতা হয়ে দূরে বনমধ্যে প্রবেশ

১৩। তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তান্ উচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতেহানেষ্যে বৎসকান্‌হম্॥

১৩। অন্বয় ঃ তান্ (গোপবালকান্) ভয়-সন্ত্রস্তান্ দৃষ্ট্বা অস্য (বিশ্বস্য) ভীভয়ং (ভয়ং তস্য ভয়-প্রদঃ) কৃষ্ণঃ উচে [হে] মিত্রাণি, আশাৎ (ভোজনাৎ) মা বিরমত [অহং] বৎসকান্ ইহ আনেষ্যে।

১৩। মূলানুবাদ ঃ রাখালবালকদের বৎস-অদর্শনজ শঙ্কায় উদ্বিগ্ন দেখে ভয়েরও ভয়স্বরূপ কৃষ্ণ বলতে লাগলেন, হে বন্ধুগণ! তোমরা ভোজন থেকে বিরমিত হয়ো না। আমি একাই বৎসগুলি এখানে নিয়ে আসছি।

করল। অথবা, ব্রহ্মা গোবৎসদের তৃণের দ্বারা লুব্ধ করে দূরে নিয়ে গেলেন, কারণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে তাদের হরণ করা ব্রহ্মার সামর্থ্যের অতীত। **হে ভারত**—ইহা দুঃখের সম্বোধন॥ জী০ ১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তান্ বৎসপান্ ভয়েন বৎসাদর্শনতয়া শঙ্কয়া সংত্রস্তানুদ্বিগ্নান্ অস্য বিশ্বস্যাপি যা ভীস্তস্যা অপি ভয়ং স্বভাবত এব সর্ব্বাভয়প্রদ ইত্যর্থঃ। অতস্তদ্বাক্যেনৈব তেষাং ভয়মপ-গতমিতি ভাবঃ। অহমেবৈকাকী বৎসান্ সর্ব্বানেব ইহৈবানেষ্যে, হে মিত্রাণীতি স্নেহং ব্যঞ্জয়ন্নাশ্বাসয়তি, তস্মাদ্‌যুষ্মাকং ভোজনাদুপরত্যা মম মহাদুঃখং স্যাদিতি বোধয়তি, অতএব বৎসানাং নিকটস্থিতিভানাচ্চ ন কোঽপি তৎসঙ্গে গত ইতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তান্—রাখালগণকে ভয়সন্ত্রস্তান্—বৎস অদর্শনজ শঙ্কায় উদ্বিগ্ন **অস্য ভীভয়ম্**—এই বিশ্বজীবের যা ভয় সেই ভয়েরও ভয়স্বরূপ হলেন শ্রীকৃষ্ণ, কাজেই তিনি স্বভাবতই সর্ব-অভয়প্রদ। অতএব তার বাক্যেই বালকদের ভয় চলে গেল, এরূপ ভাব। আমিই একাকী বৎস সবগুলিকেই এখানে নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো, **মিত্রাণি**—হে মিত্রগণ! এই সম্বোধনের দ্বারা স্নেহ প্রকাশ করত আশ্বস্ত করছেন সখাগণকে। এই কারণে তোমাদের ভোজন বিরমিত হলে আমার মহাদুঃখ হবে, এইরূপ বুঝান হল। অতএব বৎসগুলির নিকটস্থিতি জ্ঞানে কেউ কৃষ্ণের সঙ্গে গেল না, এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অস্য বিশ্বস্য যা ভীস্তস্যা অপি ভয়ং ভয়প্রদ ইত্যর্থঃ। হে মিত্রাণীতি স্নেহং সূচয়তি। আশাৎ ভোজনাৎ। শ্লোকোঽয়ং নবাক্ষরৈকপাদোঽনুষ্টুভেদ ইতি প্রাঞ্চঃ॥ বি০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অস্য ভীভয়ম্—এই বিশ্বের যা ভয় তারও **ভয়ং**—ভয়প্রদ অর্থাৎ এই বিশ্বের অখিল ভয়ের ভয়স্বরূপ। **হে মিত্রাণি**—এই সম্বোধনে স্নেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। **আশাৎ**—ভোজন থেকে॥ বি০ ১৩॥

১৪। ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ॥

১৫। অন্তোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্॥

১৪। অন্বয় ঃ ইতি উক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ স পাণিকবলঃ (হস্তস্থিতদধ্যোদন-গ্রাসেন বর্ত্তমানঃ) আত্মবৎসকান্ বিচিন্বন্ অদ্রিদরীকুঞ্জ গহ্বরেষু (পর্বতকন্দরেষু কুঞ্জেষু লতাদিসংবৃত স্থানেষু গহ্বরেষু সর্বত্র) যযৌ।

১৫। অন্বয় ঃ [হে] কুরুদ্বহ (পরীক্ষিৎ) পুরা যঃ খে অবস্থিতঃ, প্রভবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঘাসুর-মোক্ষণং দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ [সঃ] অন্তোজন্মজনি (পদ্মযোনি ব্রহ্মা) তদন্তরগতঃ (তন্মধ্যং গতঃ সন্) মায়ার্ভকস্য (মোহনতা যুক্তার্ভকস্য) ঈশিতুঃ (নিজৈশ্বর্য প্রকটনপরস্য) অন্যৎ অপি মঞ্জু মহিত্বং দ্রষ্টুং তদ্বৎসান বৎসপান্ (গোপবালকান্) ইতঃ অন্যত্র নীত্বা অন্তরদধাৎ (অন্তর্হিতঃ) [বভূব]।

১৪। মূলানুবাদ ঃ এই বলে স্বয়ং ভগবান্ হয়েও কৃষ্ণ পর্বতগুহা-কুঞ্জ-গহ্বর সকলে নিজের বৎসগুলিকে অন্বেষণ করতে করতে ঘুরতে লাগলেন।

১৫। মূলানুবাদ ঃ হে কুরুকুলতিলক! যিনি পূর্বে আকাশ মার্গে অবস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-মোক্ষণলীলা দর্শনে অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা মায়াবালক কৃষ্ণের অন্য মঞ্জুমহিমা দর্শনাভিলাষে ইত্যবসারে মাঠে আগত হয়ে তথা থেকে বৎসগুলিকে (মায়া কল্পিত) ও পুলিন থেকে বালকগণকে (মায়া কল্পিত) অন্যত্র নিয়ে রেখে নিজে চোরের মত অন্তর্ধান করলেন।

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ আত্মনো বৎসকানিতি গোপরাজকুমারত্বেন স্নেহবিশে-ষেণ চান্যবৎসানামপি তদীয়ত্বাদ্বিচিন্বন্ অন্বেষ্টুমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অদ্র্যাদিষু বিচিন্বন্ সন্ যযৌ, তত্র তত্র বভ্রাম ইত্যর্থঃ। তত্রাপি সপাণিকবল এব স্বয়ং কথম্ভূতোঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ? স্বয়ং ভগবানপীত্যর্থঃ। অহো পশ্যত নিজজন-দয়ালুতামিতি ভাবঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আত্মনো বৎসকান্—নিজের গোবৎসগুলি—গোপরাজকুমার বলে ও তাঁর স্নেহবিশেষ থাকা হেতু সুদামাদি রাখালদের বৎসগুলিও তার নিজেরই এরূপ ভাবনা থাকা হেতু সেখানে যত বৎস ছিল সবই তাঁর 'নিজের' বলে বলা হল। **বিচিন্বন্**—অন্বেষণ করবার জন্য। অথবা, পর্বতগুহা প্রভৃতিতে অন্বেষণ করতে করতে এগিয়ে চললেন অর্থাৎ সেখানে সেখানে ঘুর ঘুর করতে লাগলেন। সেই অবস্থার মধ্যেও হাতে দধিমাখা ভাতের গ্রাস ধরাই ছিল। নিজে কি প্রকার

হয়েও এরূপ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন ? ভগবান্ কৃষ্ণ হয়েও অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ হয়েও। অহো দেখ নিজজন দয়ালুতা, এরূপ ভাব ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সপাণিকবল ইতি। বৎসান্বেষণ সময়েঽপি কিঞ্চিদ্ভোক্তুমিতি ভাবঃ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সপাণি কবল—হাতে দধিভাতের গ্রাস ধরা—বৎস-অন্বেষণ সময়েও কিছু কিছু খাওয়ার জন্য, এরূপ ভাব ॥ বি০ ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ প্রভবত ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী, প্রভুণেত্যর্থঃ। অম্ভোজন্মজনিঃ মহাপুরুষনাভিকমলাজ্জাতত্বেন, স্বতঃ সর্ব্বজ্ঞোঽপি প্রভুণা তাদৃশানন্তশক্তিযুক্তেন কর্ত্রাঽঘাসুরস্যাপি মোক্ষং দৃষ্ট্বা যঃ পরং বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ, সোঽপি ঈশিতুস্তচ্ছব্দপ্রথমব্যপদেশাস্পদস্যাপি, অন্যদপি তত্তাদৃশং মঞ্জুমহিত্বং দ্রষ্টুম্ অন্বিষ্টতচ্ছিদ্রঃ সন্নিতঃ স্থানাদ্বৎসান্ বৎসপাংশ্চান্যত্র নীত্বা শ্রীভগবদন্বেষণপর্য্যন্তং শ্রীবৃন্দাবনপ্রদেশান্তরে স্থাপয়িত্বা স্বয়মন্তরধাৎ চোর ইব, 'বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৪২) ইতি, 'মায়াশয়ে শয়ানা মে' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৪১) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণেভ্যস্তু পুনস্তত্র তত্রৈবানীয় রক্ষিতবানিতি জ্ঞেয়ম্। তেষাং শ্রীকৃষ্ণতুল্যগুণানামপি ব্রহ্মমায়া-পরিভবপ্রায়ত্বং ভগবদ্বন্নরলীলত্বেনৈব সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্, অন্যথা নরলীলত্বাসিদ্ধেঃ। নন্বু যদ্যেবং প্রকটমাহাত্ম্যো ভগবান্ ব্রহ্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ, কথং তর্হি বিস্ময়ং প্রাপ্ত ? কথং বা পুনঃ কদর্থনপ্রায়াং পরীক্ষামিব কৃতবান্ ? তত্রাহ—মায়ামোহনতা তদ্যুক্তস্যার্ভকস্য সর্ব্বমোহনার্ভক-লীলস্যেত্যর্থঃ। তন্মোহনতয়া মুহুরৈশ্বর্য্য জ্ঞানাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ। প্রাক্তনতত্তদ্বাল্যলীলামোহনতাবদধুনাপি বন্যভোজনলীলামোহনতয়ৈব বিগতসাধ্বসীকৃত্য বাঢ়ং বিস্মিতীকৃত্য চ তাদৃশ-তদৈশ্বর্য্যান্তরান্বেষণায় তথা প্রবর্ত্তিতোঽসাবিতি বিবক্ষিতম্। কুরুদ্বেহেতি—পশ্যৈতাদৃশী তদ্বাল্যলীলা, মোহনতয়া পরমজ্ঞান দৃঢ়চিত্তং ব্রহ্মাণমপীত্থং মোহয়তীতি ব্যজ্যতে ॥ জী০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রভবতঃ—কর্তরি ষষ্ঠী প্রভুণা অর্থাৎ প্রভু দ্বারা কৃত (অঘাসুর-মোক্ষণ)। **অম্ভোজন্মজনিঃ**—পদ্মজনি (ব্রহ্মা)—মহাপুরুষের নাভিকমল থেকে জন্ম বলে, ব্রহ্মাকে এরূপ বলা হয়। স্বতঃ সর্বজ্ঞ হলেও 'প্রভুণা' তাদৃশ অনন্ত শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের দ্বারা অঘাসুরেরও মোক্ষ দর্শন করে যিনি পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হয়েছিলেন পূর্বে, সেই ব্রহ্মাও **ঈশিতুঃ**—এই শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মার দৃষ্ট অঘাসুর-মোক্ষ লীলার আস্পদ কৃষ্ণের 'অন্যদপি' অন্যও কিছু মঞ্জুমহিমা দেখবার ইচ্ছায় ছিদ্র অন্বেষণ করে অবস্থান করছিলেন **বৎসানিতো**—(বৎসান্+ইতো) 'ইতঃ' এই স্থান থেকে গোবৎসদের ও রাখাল বালকদের **অন্যত্র নিত্বা**—অন্যত্র নিয়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনের যে পর্যন্ত স্থানে অন্বেষণ করছেন, তার বাইরে শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রদেশান্তরে স্থাপন করত নিজে চোরের মতো অন্তর্ধান করলেন। 'বৎস এবং রাখাল বালকগণকে কৃষ্ণ পুলিনে ঠিক পূর্বেরই মতো অবস্থায় নিয়ে এলেন।"—ভা০ ১০।১৪।৪২। "বৎস এবং বালকগণ আমার মায়াশয্যায় শয়ান আছে"—ভা০ ১০।১৩।৪১। ইত্যাদি বলা থাকায় বুঝতে হবে, কৃষ্ণ তাদের সকলকে স্ব স্ব স্থানে পূর্ব অবস্থায় এনে রাখলেন। এই গোবৎস ও

গোপবালকগণের কৃষ্ণতুল্য গুণ থাকা সত্বেও এই যে ব্রহ্ম-মায়াতে পরাজিত-প্রায় দেখা যায়, তা শ্রীভগবানের মতো এঁদের নরলীলা ভাব আছে বলেই সম্ভব, এইরূপ জানতে হবে। অন্যথা নরলীলা-ভাব সিদ্ধ হয় না। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এরূপ হলেও স্পষ্ট মহিমাময় ভগবান্ ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ তো, তবে তার কি করে বিস্ময় হল। কি করেই বা পুনরায় কৃষ্ণকে কদর্থনা-প্রায় পরীক্ষার মতো করলেন। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **মায়ার্ভকস্য**—মায়ামোহনতাগুণ বিশিষ্ট বালক অর্থাৎ সর্বমোহন বাললীল শ্রীকৃষ্ণের, (মঞ্জুমহিমা)। বালকের এই মোহনতাদ্বারা মুহুর্মুহু ঐশ্বর্যজ্ঞান আচ্ছাদন হেতু সর্বমোহন, এইরূপ ভাব। প্রাক্তন সেই সেই বাল্যলীলা মোহনতাবৎ অধুনাও বনভোজনলীলা-মোহনতা দ্বারাই ভয়রহিত ও অতিশয় বিস্মিত ব্রহ্মা সেই বিশাল ঐশ্বর্যের মধ্যে অন্য কিছু মঞ্জুমহিমা অন্বেষণ করবার জন্য তথা প্রবর্তিত হলেন, এইরূপ বক্তব্য এখানে। **কুরূদ্বহ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ ! দেখ দেখ, তার এতাদৃশী বাল্যলীলা ! যা মোহনতা দ্বারা পরমজ্ঞানে দৃঢ় চিত্ত ব্রহ্মাকেও মোহিত করে, এই সম্বোধনে ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অম্ভোজন্মনঃ কমলাজ্জনির্যস্যেতি জড়বংশ্যত্বাৎ সচেতনোঽপি ব্রহ্মা জড় এব যদয়ং ভগবন্তং পরীক্ষিতুং মহামায়াৰিন্যপি তস্মিন্ মায়াং বিততানেত্যাক্ষেপো ধ্বনিতঃ। অত্র "বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বক" মিত্যুত্তর গ্রন্থবিরোধাৎ নিত্যবিজ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ভগবতস্তৎপ্রিয়সখ্যনাং বালকানাঞ্চ চতুর্মুখমায়য়া মোহন মনৌচিত্যান্নব্যাখ্যেয়ম্। যত্তু পূতনাদীনামপি মায়য়া ভগবন্মাত্রাদীনামপি মোহনং তৎ খলু বিস্ময়রসাধায়কতত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থম্। লীলাশক্ত্যা অনুমোদনাদেব নতু স্বতঃ। অত্রতু ব্রহ্মমায়য়া কৃষ্ণসখানাং কেবলস্বাপনেন কা লীলাসিদ্ধিরত এষাং যোগমায়ৈব মোহনং "কৃষ্ণমায়াহতাত্মা" মিত্যগ্রিমবাক্যাচ্চ জ্ঞেয়ম্। নচ কৃষ্ণমায়ামোহিতানামেব তেষাং ব্রহ্মাকর্ত্তৃকমন্যত্র নয়নং ব্যাখ্যেয়ম্। উপরিষ্টাৎ "ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে" ইতি ব্রহ্মবাক্যানন্তরং "সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চনে" তি শ্রীশুকোক্তেঃ। নহি কৃষ্ণসখানামসত্যত্বং তেন বক্তুমুচিতমতো মায়িকানামেব বালবৎসানাং হরণং ব্রহ্মণা কৃতমিত্যেবমত্রব্যাখ্যেয়ম্। ব্রহ্মা তদন্তরে তস্মিন্নবসরে গত আগতঃ সন্ অন্যদপি মহিত্বং মহিমানং দ্রষ্টুং অর্ভকস্য ঈশিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৎসান্ ইতঃ পুলিনাৎ বৎসপাংশ্চ অন্যত্র নীত্বা অন্তরধাৎ তিরোবভূব, যৎ তৎ মায়া ভগবন্মায়াকারণকমেব তৎ সর্ব্বং মায়য়া মোহিত এব ব্রহ্মা মহিত্বং দ্রষ্টুং মায়াকল্পিতানেব বৎসান্ বৎসপানন্যত্রানয়দিত্যর্থঃ। অদ্য ময়া মায়য়া মোহয়িত্বা চোরিতেষু বৎসবৎসপেষু কিময়মৈশ্বর্য্যং কিমপ্যদ্ভুতং করোতি জ্ঞাত্বা কিং স্বয়ং তানেবানেষ্যতি মহ্যং প্রার্থয়িষ্যতে বা ন কিমপি জ্ঞাস্যতীতিবেতি বিচারো মায়য়া মোহনং বিনা তস্য ন সম্ভবেদতঃ তস্মিন্ চোরয়িতুমুদ্যতে সতি যোগমায়ৈব সত্যান্ বৎসবালকান্ আচ্ছাদ্য বহিরঙ্গমায়াদ্বারা সদ্যঃকল্পিতানেব তাংস্তমদর্শয়দিতি জ্ঞেয়ম্। প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণাৎ অঘাসুরস্য মোক্ষণং দৃষ্ট্বা যো বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** [**অম্ভোজন্মজনিঃ ইতি**—শ্রীভগবানের নাভিকমল থেকে জন্ম বলে ব্রহ্মা কৃষ্ণের পরম-অনুগ্রাহ্য, সেই কথাই প্রকাশ করা হল এই বাক্যে।—শ্রীসনাতন]

অম্ভোজন্মনঃ—কমল থেকে, **জনি**—জন্ম যাঁর—ব্রহ্মা। জড়বংশ সম্ভূত হওয়া হেতু ব্রহ্মা চেতনবস্তু হয়েও জড়ই,তাই ভগবান্ কৃষ্ণকে পরীক্ষা করবার জন্য এমন যে মহামায়বী কৃষ্ণ তার উপরও মায়া বিস্তার করলেন পরীক্ষা-করার জন্য,এইরূপে আক্ষেপ ধ্বনিত হল। এবিষয়ে"শ্রীকৃষ্ণ বৎস-বৎসপাল সকলকে যথাপূর্ব পুলিনে নিয়ে এলেন" এই পরবর্তী শ্লোকের সহিত বিরোধ হেতু নিত্য বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ভগবানের ও তাঁর প্রিয়সখা বালকগণের চতুর্মুখ ব্রহ্মার মায়াদ্বারা মোহন অনুচিত বলে সেরূপ ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু ঐ যে পূতনা প্রভৃতি মায়া দ্বারাও শ্রীভগবানের মায়েদেরও মোহন, তা বিস্ময়রস আধায়ক সেই সেই লীলা সিদ্ধির জন্য লীলাশক্তির অনুমোদন ক্রমেই হয়েছিল স্বতঃ হয় নি। এখানে ব্রহ্মমায়ায় কৃষ্ণসখাগণের কেবলমাত্র নিদ্রা হেতু কোন্ লীলা সিদ্ধি হলো;অতএব এদের যোগমায়া দ্বারাই মোহন;এ সিদ্ধান্ত পরবর্তী "কৃষ্ণমায়ায় মোহিত নিজ সখাগণের" এই বাক্য থেকেও বুঝা যায়। এবং কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হওয়ার পর তাঁদের সেই ব্রহ্মা কর্তৃক অন্যত্র নিয়ে যাওয়াও ব্যাখ্যা করা যাবে না;কারণ, ব্রহ্মাই পরে মহা ফাপরে পড়ে গিয়ে বলছেন–"ইহারা তো আমার মায়ায় মুগ্ধ নয়, এঁরা কে, কোথা থেকেই বা এল?"–ভা১০।১৩।৪২। ব্রহ্মার এইবাক্যের পর শ্রীশুকদেবের এইরূপ বাক্য,যথা–"বিশেষ চিন্তা করেও ব্রহ্মা বুঝতে পারল না,কোন্-গুলি ভগবৎস্বরূপভূত, কোনগুলি বহিরঙ্গা মায়াসৃষ্ট।"–ভা১০।১৩।৪৩ কৃষ্ণসখাগণকে অসত্যস্বরূপ অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়া সৃষ্ট বলা শুকদেবের পক্ষে নিশ্চয়ই উচিত নয়; অতএব বহিরঙ্গা মায়া সৃষ্ট বালক ও গোবৎস-দেরই ব্রহ্মা হরণ করেছিল, এইরূপ ব্যাখ্যা করাই ঠিক হবে এখানে। **তদন্তরগতো**—ব্রহ্মা সেই অবসরে আগত হয়ে সর্বেশ্বর বালকৃষ্ণের অঘাসুর মোক্ষণ ছাড়াও অন্য কিছু মঞ্জুমহিমা দেখার জন্য **ইতঃ**—এই পুলিন থেকে বৎস-বৎসপালকদের অন্যত্র নিয়ে রেখে অন্তর্ধান করলেন। যেহেতু ব্রহ্মার হৃত মায়িক বৎস-বৎসপালক যে-মায়া দ্বারা মোহিত সেই মায়া সর্বকারণ ভগবৎমায়া থেকেই উদ্ভূত, কাজেই এ সব কিছুই শ্রীভগবৎমায়া জন্যই জানতে হবে। ভগবৎমায়া মোহিত ব্রহ্মাই কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দেখার জন্য মায়া-কল্পিত বৎস-বৎসপালদেরই নিয়ে এলেন। আজ আমি মায়া দ্বারা মোহিত করে বৎস বৎসপালকদের চুরি করলে কৃষ্ণ কি ঐশ্বর্য দেখাবেন, কি অদ্ভুত লীলা করবেন? নিজেই খুঁজে বের করে এদের নিয়ে যাবেন কি, বা আমার কাছে এদের জন্য প্রার্থনা করবেন, বা কোন কিছু বুঝতেই পারবেন না?—এইরূপ বিচার মায়ামোহন বিনা ব্রহ্মার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব বুঝা যাচ্ছে, ব্রহ্মা চুরি করতে উদ্যত হলে যোগমায়াই সত্য বৎস-বৎসপালদের লুকিয়ে রেখে বহিরঙ্গ মায়াদ্বারা তৎক্ষণাৎই অন্য সব রচনা করিয়ে তাদেরই ব্রহ্মাকে দেখালেন, এইরূপ বুঝতে হবে। **প্রভবতঃ**—প্রভু কৃষ্ণ থেকে (অঘাসুরের মোক্ষণ দেখে পূর্বে যে বিস্ময় প্রাপ্ত হয়েছিল)॥ বি০ ১৫॥

১৬। ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ॥

১৬। অন্বয়ঃ ততঃ কৃষ্ণঃ বৎসান্ অদৃষ্ট্বা এত্য (পুনঃ পুলিন মাগত্য) পুলিনেঽপি চ বৎসপান্ (গোপবালকান্([অদৃষ্ট্বা] বনেঽপি উভৌ (গোপবালকান্ গোবৎসাংশ্চ) সমন্ততঃ বিচিকায়।

১৬। মূলানুবাদঃ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগুলিকে দেখতে না পেয়ে পুলিনে ফিরে এসে সেখানেও রাখালসখাদের ও ভোজন-সামগ্রী কিছুই না দেখে বনের চতুর্দিকে বৎস ও রাখাল বালক সকল উভয়ই খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

১৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ ততস্তৎপশ্চাৎ, চকারাৎ শিক্যাদীনি চ উভাবপি ইতি, ক্বচিন্মম বিলম্বেনাতিদুঃখিতাঃ সন্তো মদন্বেষণার্থমেব সখায়স্তে ভোজনসামগ্রীসহিতাঃ কুত্রাপি গতা ইতি বৎসপান্, অন্যত্রৈব গতা ইতি বৎসকানপি, অদর্শনমাত্রেণৈব স্নেহভরাক্রান্ত্যা পূর্ণজ্ঞানাত্মনো জ্ঞানঘনমূর্ত্তে-রপি বিচারতিরোধানাদেবমুক্তম্॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ততো—তারপর। 'চ' কারে (বৎসপাল) এবং তাঁদের ছিকা প্রভৃতি। বৎস ও বৎসপালক উভয়ই অন্বেষণ করতে লাগলেন। আমার বিলম্বে অতি দুঃখিত হয়ে সখাগণ ভোজন সামগ্রীর সহিত কোনও দিকে চলে গেল নাকি? এইরূপ সন্দেহে সখাগণকে খুঁজতে লাগলেন। আবার বাছুরগুলি অন্য কোনও দিকে চলে গেল না কি, এইরূপ সন্দেহে বাছুরগুলি খুঁজতে লাগলেন। বৎস বৎসপালকদের অদর্শন মাত্রেই স্নেহভার পীড়া দ্বারা পূর্ণজ্ঞানাত্মা জ্ঞানমূর্তিরও বিচার-তিরোধান, তাই এইরূপ বলা হল॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অদৃষ্ট্বৈত্য নতু অপ্রাপ্যেত্যুক্তম্। অতস্তত্রস্থিতান্ জ্ঞাতানপি অদৃষ্ট্বা অদর্শনমভিনীয়েত্যর্থঃ। মন্মায়য়া মোহিত এবায়মিতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুমিতি ভাবঃ। ততশ্চোভাবপি বৎসান্ বালাংশ্চ বিচিকায় বিস্ময়বিষাদাদ্যভিনয়পূর্ব্বকং নটবত্তদন্বেষণমভিনিনায়েত্যর্থঃ তত্রোদ্বহৎপশুপবংশশিশুত্বনাট্যমিত্যগ্রেতনোক্তেঃ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অদৃষ্ট্বৈত্য—দেখতে না পেয়ে (ফিরে এলেন), কিন্তু 'না পেয়ে' (ফিরে এলেন)এরূপ বলা হল না। অতএব সেখানে আছে, এরূপ জেনেও 'অদৃষ্ট্বা' অদর্শন অভিনয় করে, এইরূপ অর্থ। আমার মায়ায় এরা সব মোহিত. ব্রহ্মার চিত্তে এইরূপ মিথ্যা অভিমান আনায়নের জন্য এই অভিনয়, এইরূপ ভাব। অতঃপর বৎস-বালক উভয়কেই **বিচিকায়**—অন্বেষণ করতে লাগলেন—বিস্ময়-বিষাদ অভিনয় পূর্বক নটের মতো অন্বেষণ-অভিনয় করতে লাগলেন, এইরূপ অর্থ,—এরূপ অর্থ করার কারণ পরবর্তী শ্লোক, যথা—"সেখানে ব্রহ্মা দেখলেন, গোপাল বালকের বেশধারণরূপ **অভিনয়-কারী** শ্রীকৃষ্ণ"—ভা০ ১০।১৩।৬১।॥ বি০ ১৬॥

১৭। ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥

১৭। অন্বয়ঃ অন্তর্বিপিনে ক্ব অপি (কুত্রাপি) বৎসান্ পালান্ চ অদৃষ্ট্বা বিশ্ববিৎ (সর্বজ্ঞঃ) কৃষ্ণঃ সহসা সর্বং বিধিকৃতং (ব্রহ্মণাকৃতং) [ইতি] অবজগাম হ (জ্ঞাতবান্)।

১৭। মূলানুবাদঃ সর্বজ্ঞ হয়েও শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে অন্যত্রও বৎস ও বালকদের দেখতে না পেয়ে সহসা স্পষ্টই অবগত হলেন, এ সব কিছু ব্রহ্মার কাজ।

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অন্তর্বিপিনে বনমধ্য এবেতি, মধ্যাহ্নে তেষাম্ আত্মানং বিনা ব্রজগমনাসম্ভবাৎ। সর্ব্ববালকাদীনাং মোহনান্তর্ধাপনে তদন্তর্দ্ধানং নিজমঞ্জুমহিমদর্শনাভিলাষাদিকং চাশেষং সদ্য এব জ্ঞাতবান্। হ স্ফুটম্। যতো বিশ্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞস্তৎ কুতঃ? যতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান্, এতাবন্তং কালং হি তস্য বহিরন্বেষণ-লীলাদ্যভিনিবেশং দৃষ্ট্বা এব জ্ঞানশক্তিস্তটস্থ সীৎ। সম্প্রতি তু মনস্যেব তদনুসন্ধিৎসায়াং তু জাতায়াং স্বস্যৈবাবসরে সমুপস্থিতেতি ভাবঃ, ঈশিতুরিচ্ছাশক্তিপরাধীনত্বাৎ সর্ব্বশক্তেঃ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অন্তর্বিপিনে-একমাত্র বনমধ্যে,—মধ্যাহ্নে প্রাণস্বরূপ তার নিজেকে ছাড়া সখাদের ব্রজগমন অসম্ভব, তাই একমাত্র বনমধ্যে খোঁজার পরই সহসা **অবজগাম**—জানতে পারলেন—সর্ববালক প্রভৃতির মোহন ও অন্তর্ধাপনের পর ব্রহ্মার অন্তর্ধান এবং ব্রহ্মার নিজ মঞ্জুমহিমা দর্শনাভিলাষাদি অশেষ ব্যাপার সদ্য সদ্যই জানতে পারলেন। **হ**—স্পষ্ট(জানতে পারলেন)। যেহেতু তিনি **বিশ্ববিৎ**—সর্বজ্ঞ। কি করে সর্বজ্ঞ? কারণ তিনি যে **কৃষ্ণঃ**—স্বয়ংভগবান্। এতাবৎকাল কৃষ্ণের বহিরন্বেষণ-লীলাদিতে অভিনিবেশ দেখেই তার জ্ঞানশক্তি তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি মনে মাত্র সেই অন্বেষণ ইচ্ছার উদয় হতেই নিজ সেবা-অবসর বুঝে জ্ঞানশক্তি সম্মুখে এসে উপস্থিত হল, এইরূপ ভাব,—শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তির অধীন সকল শক্তি হওয়া হেতু॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পুনঃ কিং কৃত্বা বিচিকায়েত্যত আহ—ক্বেতি। বিশ্ববিদপি ক্বাপি শাদ্বলাদন্যত্রাপি বৎসান্ পুলিনাদন্যত্রাপি পালান্ অদৃষ্ট্বা বিচিকায়েতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। নন্বু কৃষ্ণঃ কিং বৎসাদিচৌর্য্যক্ষণ এব বিবেদ তৎক্ষণানন্তরং বা কিঞ্চিদন্বিষ্য বা বিবেদেত্যত আহ—সর্ব্বমিতি। সহসা চৌর্য্যক্ষণ এব ব্রহ্মণা অতর্কিতমেবেত্যর্থঃ। "অতর্কিতে তু সহসে"ত্যমরঃ॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পুনরায় কি করে খুঁজলেন, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ক্বাপি ইতি। সর্বজ্ঞ হয়েও **ক্বাপি**—বৎসগণকে সবুজঘাসের মাঠের বাইরে অন্যত্রও কোথাও, আর রাখালবালকদের পুলিনের বাইরে অন্যত্রও দেখতে না পেয়ে খুঁজতে লাগলেন। পূর্বপক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ কি চৌর্য সময়েই জানতে পেরেছিলেন, কি চুরির পরে জেনেছিলেন, কি কিঞ্চিৎকাল খোঁজার পর জেনেছিলেন, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, সর্বমিতি। **সহসা**—অতর্কিত ভাবে, চৌর্যকালেই জেনেছিলেন ব্রহ্মার অলক্ষিতে, এইরূপ অর্থ॥

১৮। ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥

১৮। অন্বয় ঃ বিশ্বকৃৎ ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ কস্য চ (ব্রহ্মণশ্চ) তন্মাতৃণাং চ (তেষাং গোবৎস-গোপালকানাং জননীনাং) মুদং (প্রীতিং) কর্ত্তুং আত্মানং উভয়ায়িতং চক্রে (গোবৎসগোপালকসমূহরূপেণ কল্পয়ামাস)

১৮। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর মহৎস্রষ্টাদিরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য প্রেমবতী গো-গোপীগণের এবং অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র-উপাসক ব্রহ্মার আনন্দদানের জন্য নিজেই বৎস ও বালকরূপ ধারণ করলেন।

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তন্মাতৃণাং সর্ব্বদা স্বং পুত্রীয়ন্তীনাং মুদং কর্ত্তুং, চকারাদ্বিনা স্বসঙ্গং ক্ষণমপি স্থাতুমপারয়তাং মিত্রাণামপ্যজগরোদরপ্রবেশবদাত্মনো লীলাবেশাদন্যোৎপাতশঙ্কয়া তান্ কতিচিদ্দিনান্যেকান্তে রক্ষিতুঞ্চ দ্বারকায়াং যাদবানিবেতি জ্ঞেয়ম্। এবং তেষাং মায়াশয়ে শয়ানত্বান্ন তদ্বিরহদুঃখং, ভগবতশ্চ তত্তদ্দর্শনেন তৈঃ সহাতিবিচ্ছেদ ইতি নাসমঞ্জসঞ্চ; আনুষঙ্গিকং প্রয়োজনমাহ—কস্য চেতি তস্যাষ্টাদশাক্ষর-তদীয়মহামন্ত্রোপাসকত্বাৎ। এবং শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়ৈব তেষাং মোহো, ন ব্রহ্মমায়াসামর্থ্যেনেতি লভ্যতে। তত্তচ্চাত্মলীলা চ সাধারণদৃষ্ট্যা ন সিধ্যতীতি আত্মানমেব উভয়ায়িতম্, উভয়ং বৎসা বালাশ্চেত্যেবম্। কিংবা স্বয়ং ভগবান্ বৎসবৎসপাশ্চ ইত্যেবং দ্বয়ং তদ্বদাচরন্তং চক্রে নাতীব ভেদাদুভয়মিব চক্রে ইত্যর্থঃ। শীঘ্রতত্তদবতারসামর্থ্যং দ্যোতয়তি—বিশ্বকৃতাং মহাপুরুষাদীনামপীশ্বরঃ স্বয়মবতারীতি ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তন্মাতৃণাংশ্চ—যে সব মাতৃস্থানীয় গোপীগণ সর্বদা নিজেকে পুত্র ভাবে কাছে পেতে চায় তাঁদের আনন্দ দানের জন্য। 'চ' কারের দ্বারা নিজ সঙ্গ বিনা ক্ষণকালও থাকতে অসমর্থ মিত্রগণকেও আনন্দ দানের জন্য। এবং নিজ লীলা আবেশ হেতু অজগররূপী অঘাসুরের উদরে প্রবেশবৎ ঐ বালক ও গোবৎসদের অন্য কোনও উৎপাত-শঙ্কাতে কিছুদিন অন্য কোন স্থানে একান্তে তাদের রক্ষা করার জন্য—উভয়রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। যেমন না-কি যাদবগণকে জরাসন্ধাদি অসুরদের থেকে রক্ষা করার জন্য দ্বারকায় নিয়ে রাখা হয়েছিল, এইরূপ বুঝতে হবে;—এইরূপে সখাদের মায়া শয্যায় শুইয়ে রাখাতে কৃষ্ণবিরহ দুঃখ সইতে হয়নি। ভগবানেরও সেই সেই অবস্থাতেই তাদের দর্শন হতে থাকায় তাদের সহিত একেবারে বিচ্ছেদও হয় নি আবার সম্পূর্ণ মিলনও হয় নি। এইবার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন বলা হচ্ছে—**কস্য চ ইতি**—ব্রহ্মারও আনন্দ সম্পাদন করবার জন্য, কারণ ব্রহ্মা কৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র উপাসক। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যে কৃষ্ণসখাদের মোহ, ব্রহ্মমায়া সামর্থ্যে নয়, তা পাওয়া গেল। সেই সেই ব্যাপার এবং আত্মলীলা সাধারণ দৃষ্টিতে সিদ্ধ হয় না, তাই নিজেই **উভয়ায়িতম্**—উভয়রূপে অর্থাৎ বৎস ও বালকরূপে আবির্ভূত হলেন। কিম্বা স্বয়ংভগবান্ এবং বৎস-বৎসপাল, এই রূপে দুই। এই বৎস ও বৎসপালগণকে ঠিক পূর্বের বৎস-বৎসপালের মতো আচারবন্ত করলেন—অতীব ভেদ হেতু শ্রীভগবান্ এবং বৎস-বৎসপাল এই উভয়ের মতো আচারবন্ত করলেন না।

১৯। যাবদ্বৎসপ-বৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্যষ্টি-বিষাণ-বেণু দলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥

১৯। অন্বয় ঃ অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাবদ্ বৎসকাল্পকবপুঃ (যাবৎ যৎপরিমাণকং গোপবালকানাং গোবৎসানাঞ্চ কোমলং শরীরং) যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং (যাবৎ হস্তপদাদীনি) যাবদ্ যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দলশিক্ যাবদ্ বিভূষাম্বরং (যাদৃশে ভূষণালঙ্কারৌ) যাবৎ শীলগুণাভিধাকৃতিবয়ঃ (স্বভাবঃ সারল্যাদয়ঃ নাম আকৃতিঃ বয়ঃ চ) যাবৎ বিহারাদিকং সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরঃ অঙ্গবৎ (সর্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি বাক্যস্য মূর্তিবৎ শ্রুতি পুরাণাদি বাক্যস্য স্বরূপেণ প্রত্যক্ষং যথা তথা) সর্বস্বরূপঃ (পূর্ব্বোক্ত সর্বপ্রকারাশ্রিত সন্) বভৌ (বিরাজিতঃ বভূব)।

১৯। মূলানুবাদ ঃ এই বৎস ও বালকদের যেমন ছোট্ট কোমল শরীর, যেমন হাত-পা, যাঁর যেরূপ শৃঙ্গ-বেণু-পত্র-শিকা, যেমন বস্ত্র-অলঙ্কার, যেমন চরিত্র-গুণ-নাম-রূপ-আকৃতি-বয়স, যেমন বিহার-ব্যবহার ঠিক সেই সেই রূপ ও ভাব ধারণ করলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়, এই প্রসিদ্ধ বাক্যই যেন বিগ্রহবান্ হয়ে প্রত্যক্ষের মতো হয়ে উঠল।

বিশ্বকৃদীশ্বর—এই পদে শীঘ্র বৎস-বৎসপালদের অবতারিত করবার সামর্থ্য প্রকাশ করা হচ্ছে, 'বিশ্বকৃতাম্' —মহাপুরুষাদির ঈশ্বর অর্থাৎ স্বয়মবতারী ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ ভগবন্মায়য়া মোহিতে ব্রহ্মণি মোহকম্মন্যে স্বভবনং গতে সতি স্বস্য ব্রহ্মমায়ামোহনাভাবমাত্র ব্যঞ্জকঃ, পূর্ব্ববৎ স্বীয়ৈর্বৎসবালকৈঃ সহ ভোজনাদিলীলাভির্বিহারো নাতি-বিচিত্রমিত্যতো মায়াতীতান্ বলদেবপর্য্যন্তানপি স্বপরীবারান্ মোহয়িত্বা লোকে স্বমায়াবলং দর্শয়িতুং পরম-বৎসলানাং গো-গোপীনাং স্বস্মিন্ পুত্রভাবমভিলষন্তীনাং মনোরথং পূরয়িতুং ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাপি পুনর্ম্মহা-বিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ্তুং একস্মিন্নেব স্বাভীষ্টদেবে শ্রীভাগবতোপদেষ্টরি বাসুদেবে ভক্তিমন্তং খলু তং চ পরঃ-সহস্রান্ বাসুদেবান্ দর্শয়িতুং স্বয়মেব বৎসবালাদ্যাকারো বভূবেত্যাহ—তত ইতি। কস্য ব্রহ্মণঃ, আত্মানং স্বয়মেব উভয়ায়িতং উভয়ং বৎসত্বং বালকত্বঞ্চ অয়িতং প্রাপ্তং বৎসবালরূপিণমিত্যর্থঃ। বিশ্বকৃতাং মহৎস্রষ্ট্রা-দীনামপীশ্বর ইতি তত্র সামর্থ্যং দ্যোতিতম্ ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর ভগবন্মায়া মোহিত ব্রহ্মা নিজেকে মোহক বলে মনে করত নিজ ভবনে চলে গেলে ব্রহ্মমায়ামোহন-অভাবব্যঞ্জক ভোজনাদি লীলায় বিহার করতে লাগলেন কৃষ্ণ, পূর্ববৎ নিজ বৎস-বালকগণসহ। এ অতি আশ্চর্য কিছু নয়। অতএব মায়াতীত বলদেব পর্যন্তও নিজ পরিবার সকলকে মোহিত করে এই জগতে নিজমায়াবল দেখাবার জন্য, নিজেতে পুত্রভাব অভিলাষবতী

পরমবৎসল গো-গোপীদের মনোরথ পুরাবার জন্য ব্রহ্মাকে মোহিত করেও পুনরায় মহা বিস্ময় সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য এবং স্বাভিষ্টদেব শ্রীভাগবত-উপদেষ্টা বাসুদেবে একান্ত ভক্তিমন্ত ব্রহ্মাকে পরঃসহস্র বাসুদেব দেখাবার জন্য নিজেই বৎস-বালকাদি আকার হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ততঃ ইতি। **কস্য চ**—এবং ব্রহ্মার (আনন্দ উৎপাদনের জন্য)। **আত্মানং**—নিজেই **উভয়ায়িতম্**—'উভয়' বৎসত্ব ও বালকত্ব 'অয়িতং' প্রাপ্ত হলেন অর্থাৎ বৎস ও রাখাল বালকরূপে অবির্ভূত হলেন। **বিশ্বকৃদীশ্বরঃ**—মহৎস্রষ্টাদিরও ঈশ্বর, এইরূপে এখানে তাঁর সামর্থ্য প্রকাশ করা হল ॥ বি০ ১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তদেব প্রপঞ্চয়তি—যাবদিতি, যাবচ্ছব্দেনাত্র যথাস্থানং সংখ্যাপ্রমাণাদিকং বাচনীয়ং, ততশ্চ যাবৎসংখ্যানি বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ তথা তেষল্লকানাং বৎসপানুচর-বালানাং বৎসকানুচরক্রীড়নমেষাং বপূংষি তাবদিত্যর্থঃ। এবং যাবন্তি যৎপ্রমাণানি করাঙ্ঘ্র্যাদীনি তাবদিত্যর্থঃ যাবদ্যষ্টীত্যত্র যৎ প্রকারাণীতি জ্ঞেয়ম্। যাবচ্ছীলগুণেত্যত্র যাবন্তি যাদৃশানীত্যর্থঃ; তত্র শীলং সুস্বভাবঃ, গুণাস্তূৎকর্ষহেতবঃ শিক্ষাবিশেষাঃ; অভিধা বাণী তত্তন্নামাভিনিবেশো বা; আকৃতিরাকারঃ, দ্বিতীয়াদি শব্দাৎ পিতৃমাত্রাদিষু ব্যবহরণং, পূর্ব্বাচরিতস্মরণাদিকঞ্চ। তাবৎ তত্তৎ সর্ব্বম্ অজ এব বভৌ, যতঃ সর্ব্বং তচ্চান্যচ্চ প্রাকৃতাপ্রাকৃতং বস্তুস্বরূপমেব আত্মকং যস্য সঃ। তত্তু সর্ব্বং কীদৃশম্? বিষ্ণুময়ং শ্রীভগবদাত্মকম্, ন তু জীবাত্মকম্, 'আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪৭।৩১) ইত্যত্র স্বরূপেঽপি ময়ট্দর্শনাৎ। ব্যাপকত্বাপেক্ষয়া বিষ্ণু শব্দঃ, অতো 'যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ' ইত্যাদি-শ্রুতেশ্চানন্তেত্যাখ্যানাচ্চ সর্ব্বং তত্র বর্ত্তত এব, ব্যক্ত্য-পেক্ষয়ৈব তত্তজ্জন্মাদিব্যপদেশ ইতি ভাবঃ। তদেবাহ—অজ ইতি; এবমেকস্যৈব বৎস-বৎসপাদিরূপত্বেন ততঃ পৃথক্ত্বেন চাচিন্ত্যশক্ত্যাঽভিন্নত্ব-ভিন্নত্বমপ্যুক্তম্; তত্রোপযুক্তো দৃষ্টান্তঃ—গিরো বাক্যস্য তিঙ্সুবন্তচয়লক্ষণ-স্যাঙ্গং কর্ত্তৃকর্ম্মাদিপদং যথা তদ্বদিতি তিঙ্সুবন্তচয়স্য তদভিন্নত্বে শ্রীভগবতস্তু তদ্ভিন্নত্বেনাপি স্থিতত্বে দৃষ্টান্তোঽয়মুপচারাৎ ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সেই অবতার কথা বিস্তার করা হচ্ছে—যাবদ্ ইতি। 'যাবৎ' শব্দে এখানে যথাস্থান, সংখ্যা, লম্বা-চওড়া প্রভৃতি কথনীয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপ-বালক ও গোবৎসরূপে আত্ম প্রকাশ করলেন তখন পূর্বে যত সংখক বৎস-বৎসপাল ছিল,তথা **অল্লক**—এদের মধ্যে সুদামাদি বৎসপালদের দাস ও বৎস চরানোর উপকরণ যত ছিল এবং এদের দেহের লম্বা-চওড়া যেমন ছিল ঠিক অবিকল তেমনই হল। হাত-পা যেমন যেমন ছিল ঠিক তেমনই হল, যার হাতে যে ভাবে শৃঙ্গ-বেত্র-বেণু প্রভৃতি ছিল, যে অঙ্গে যে আভরণ, বস্ত্রাদি ছিল ঠিক তেমনই হল। পূর্বে এঁদের শীল গুণাদি যেমন ছিল ঠিক তেমনই হল। শীল—সুস্বভাব, গুণাঃ—এইগুণের উৎকর্ষতা হেতু শিক্ষা বিশেষ, **অভিধা**—কথা—কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গী ইত্যাদি; বা যার যা নাম বা যার যেমন অভিনিবেশ ছিল পূর্বে, ঠিক অবিকল তেমনই হল। **আকৃতি**—আকার। **বিহারাদিকম্**—'আদি' শব্দে পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার এবং গতদিষয় স্মরণাদি করার শক্তি পূর্বে যেমন ছিল ঠিক তেমনই হল **অজঃ**—জন্মরহিত কৃষ্ণই বৎস-বৎস-পালাদি আদ্যোপান্ত সব কিছুই হলেন, কারণ তিনি **সর্বস্বরূপঃ**—'সর্ব' জগৎ কারণরূপে অতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-

২০। স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ব্রজম্ ॥

২০। **অন্বয় ঃ** সর্বাত্মা (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ম্ আত্মা এব (কর্তা সন্) আত্মবৎসপৈঃ (আত্মরূপি—বৎসপালকৈঃ) আত্মগোবৎসান্ (নিজরূপি গোবৎসান্) প্রতিবার্য (নিবার্য) আত্মবিহারৈঃ চ ক্রীড়ন্ ব্রজং প্রাবিশৎ।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** এইরূপে সর্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই প্রযোজক কর্তা হয়ে আত্মস্বরূপ গোবৎস সকলকে আত্মস্বরূপ রাখাল বালকগণের দ্বারা বন থেকে ফিরিয়ে এনে আত্মস্বরূপ তাঁদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ব্রজে প্রবেশ করলেন।

তত্ত্ব এবং তা থেকে ভিন্ন অন্য প্রাকৃত-অপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর স্বরূপ যাঁর নিজের গুণে অন্বিত অর্থাৎ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত সেই 'অজ'। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অপর নিখিল বস্তু শ্রীকৃষ্ণাত্মক। সেই যে সর্ব' তা কিরূপ? **সর্বং বিষ্ণু ময়ং**—সেই সর্ব বিষ্ণুময় অর্থাৎ শ্রীভগবতাত্মক জীবাত্মক নয়,—'আত্মা জ্ঞানময় শুদ্ধ' এই ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীভগবানের নিজ স্বরূপেও ময়ট্ দর্শন হেতু। ব্যাপকত্ব অপেক্ষায় এখানে 'বিষ্ণু' পদ ব্যবহার করা হল—আবার শ্রুতি থেকে জানা যায়, সব কিছুই বিষ্ণুতে আছে! প্রকাশ অপেক্ষাতেই সেই সেই জন্মাদি প্রসঙ্গ, এরূপ ভাব। তাই বলা হল 'অজ'ই সব কিছু হলেন। এইরূপে একের বৎস-বৎসপাদি রূপে প্রকাশ, আবার তা থেকে পৃথক্ রূপে স্বস্বরূপে অবস্থিতি—অচিন্ত্যশক্তি বলা হল, এইরূপে শ্রীভগবানের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্বও বলা হল। এখানে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত—**গিরোঙ্গবৎ**—'সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়' এই বাক্যের মূর্তিবৎ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদেব প্রপঞ্চয়তি। যাবৎ যৎপরিমাণকং বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকং বপুঃ। জাত্যপেক্ষয়া একবচনম্। অত্যল্পানি কোমলানি বপুংষীত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি বিহারাদিক-মিত্যত্রাদি শব্দাৎ পিতৃমাত্রাদিষু ব্যবহরণং পূর্ব্বাচরিত স্মরণাদিকঞ্চ। অজঃ অজন্য তয়ৈব ভীতএব কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্বরূপঃ তাবদ্বপুরাদিরূপঃ সন্ বভৌ। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি প্রসিদ্ধা যা গীস্তস্যা অঙ্গবৎ সা গীরেব মূর্ত্তা প্রত্যক্ষা যথা বভূবেত্যর্থঃ॥ বি০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেই বৎস-বৎসপালকাদি অবতার কথা বিস্তার করা হচ্ছে—**যাবৎ ইতি**। যাবৎ—যে পরিমাণ। **বৎস-বৎসকাল্পকবপুঃ**—বৎসদের ও বৎসপালকদের 'অল্পকং বপুঃ' জাতি অপেক্ষায় একবচন, অতিঅল্প অর্থাৎ অতিছোট কোমল দেহ সমূহ। পর পর এইরূপেই অর্থ করে যেতে হবে। **বিহারাদিকম্**—এখানে 'আদি' শব্দ হেতু পিতামাতার প্রতি ব্যবহার এবং আগের আচরিত কর্মের স্মরণাদি। **অজঃ**—জন্মরহিত বলে ভীত হয়েই যেন কৃষ্ণ **সর্বস্বরূপঃ বভৌ**—তাবৎ বপু আদিরূপ হলেন। 'সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়' এই যে প্রসিদ্ধ বাক্য তার **অঙ্গবৎ**—সেই বাক্যই যেন বিগ্রহবান্ হয়ে প্রত্যক্ষের মতো হয়ে উঠল, এইরূপ অর্থ॥ বি০ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** গোবৎসানিতি—স্বভাবতোঽতিবৎসলানাং গবাং বৎসেষু পরমাপেক্ষ্যত্বং সূচিতম্, অতএব প্রতিবার্য্য বলান্নিবর্ত্ত্য। সর্ব্বত্রাত্ম-শব্দপ্রয়োগেণ পূর্ব্ববৎসাদিভ্যো ভেদো দর্শিতঃ। তেন চ ভগবৎস্নেহপাত্রত্বে তেভ্যো ন্যূনমেষামভিপ্রেতং, তচ্চ 'নাহমাত্মানমাশাসে' (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদি ভগবদ্বচনং ব্যক্তমেব ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোবৎসান্ ইতি**—স্বভাবত অতিবৎসল গাভীদের তাঁদের বৎসের প্রতি পরম অপেক্ষার ভাব যে আছে তাই সূচিত হল, অতএব **প্রতিবার্য**—নিবারনীয় বলে বন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। সর্বত্র 'আত্ম' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা পূর্ববৎসাদির থেকে ভেদ দেখানো হল। আরও এর দ্বারা ভগবৎ-স্নেহ-পাত্রত্বে পূর্বের বৎসাদির থেকে এই এখনকার বৎসাদির ন্যূনতা অভিপ্রেত—ইহা শ্রীভগবানের নিজ মুখবাক্যে প্রকাশিত আছে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।৪।৬৪ শ্লোকে, যথা—"আমিই যাঁদের একমাত্র আশ্রয় সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য সম্পত্তির অভিলাষ করি না।" [এই শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—শ্রীভগবান্ বলছেন—আমার স্বরূপভূত আনন্দ থেকেও মদীয় ভক্তস্বরূপানন্দ অতি স্পৃহণীয়—কারণ দুইই চিৎরূপ হলেও ভক্তের ভিতরে অবস্থিত ভক্তির অনুগ্রহাখ্য-চিৎবৃত্তির বিশেষপাকরূপা যে একটি অবস্থা আছে, তার সর্বচিৎসারভূত ভাব থাকায়, ইহা আনন্দ স্বরূপ আমাকেও আনন্দ দান করে এবং আকর্ষণ করে।]। জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ততশ্চ মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ পূর্ব্ববদেব ক্রীড়িতবতস্তস্য সায়ং গোষ্ঠপ্রবেশমাহ—স্বয়মিতি পঞ্চভিঃ। এবং সর্ব্বাত্মা সন্ ব্রজং প্রাবিশৎ। কথং স্বয়মাত্মৈব প্রযোজকঃ আত্মরূপান্ গোবৎসানিতি কর্ম্মাপি স্বয়মেব আত্মরূপৈর্বৎসপৈঃ প্রতিবার্য্যেতি প্রযোজ্যকর্ত্তাপি স্বয়মেব। আত্মবিহারৈঃ আত্মভিরাত্মভূতৈর্বালকৈঃ সহ যে বিহারা বেণুবাদনাদয় স্তৈঃক্রীড়ন্নিতি ক্রিয়াকারকাণ্যপি স্বয়মেবেত্যর্থঃ। অত্র পুলিনে বৎসপালা উপবিশ্য ভুঞ্জত এব শাদ্বলেষু বৎসাস্তৃণং চরন্ত্যেব তানন্বেষ্টুং কৃষ্ণো বিপিনে পর্য্যচত্যেব ক্ষণমাত্রায়মাণং বর্ষং ব্যাপ্যেতত্রিকং সর্ব্বৈরদৃষ্টং তত্তৎ স্থলেষু প্রতিদিনং ভ্রমদ্ভিরন্যৈ র্লীলাপরিকরৈঃ কৃষ্ণস্বরূপবৎসবালৈর্বলদেবেনাপি বর্ষবাতাতপাদ্যৈরপ্যস্পৃষ্টমেবাচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়া ব্যরাজীদেব যস্মৈক এব কৃষ্ণো ব্রহ্মণা কবলবেত্রাদিলক্ষ্মলক্ষ্মিতো মোহান্তে দদৃশে তুষ্টুবে চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণে পূর্ব পূর্বদিনের মতোই বনবিহারে মত্ত কৃষ্ণের সায়ংকালে গোষ্ঠ প্রবেশ বলা হচ্ছে—স্বয়মিতি পাচটি শ্লোকে। পূর্বোক্তরূপে কৃষ্ণ 'সর্বাত্মা' হয়ে ব্রজে প্রবেশ করলেন। কি প্রকারে? **স্বয়ম্ আত্মা**—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই প্রযোজক কর্তা হয়ে **আত্মগোবৎসান্**—নিজস্বরূপ গোবৎসগণকে, এইরূপে নিজেই গোবৎসরূপে কর্ম। **আত্মবৎসপৈঃ**—নিজেই আত্মরূপ গোপবালকদের দ্বারা **প্রতিবার্য**—বৎসগণকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন, এইরূপে নিজেই গোপবালকরূপে প্রযোজ্য কর্তা। নিজেই **আত্মবিহারৈঃ**—আত্মভূত বালকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজের দ্বারা যে বিহার অর্থাৎ বেণুবাদনাদি—এইসব দ্বারা **খেলতে খেলতে**—এইরূপে নিজেই ক্রিয়াকারক সমূহও। এই পুলিনে

২১। তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ।
তত্তদাত্মাভবদ্রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্॥

২১। অন্বয় ঃ [হে] রাজন্ তত্তদাত্মা (গোপবালকরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্তদ্বৎসান্ (গোপবালকানাং বৎসান্) পৃথক্ নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে (গোবৎসানাং নির্দ্দিষ্টবাসস্থানে) নিবেশ্য তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ অভবৎ।

২১। মূলানুবাদ ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! শ্রীদামাদি রূপধারী কৃষ্ণ বাছুরগুলিকে পৃথক্ করত যার যে গোষ্ঠ তাকে সেই সেই গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন।

রাখাল বালকগণ উপবেশন করে খেয়েই চলেছেন, কচিঘাসে বাছুরগুলি চরেই বেড়াচ্ছে, আর তাঁদের অন্বেষণ করবার জন্য কৃষ্ণ বনে বনে ঘুরেই বেড়াচ্ছেন একটি ক্ষণ বলে প্রতিভাত এক বর্ষ ব্যাপি—সকলের দ্বারা অদৃষ্টভাবে—সেই সেই স্থানে প্রতিদিন ঘুরে বেড়ানো অন্য লীলা পরিকরের দ্বারা, কৃষ্ণস্বরূপ বৎস ও বালকগণের দ্বারা, এমন কি বলদেবের দ্বারাও অদৃষ্ট ভাবে এবং বর্ষা, বায়ু সূর্য তাপ সব কিছু দ্বারা অস্পৃষ্ট ভাবে যোগ মায়ার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে। এই সর্বস্বরূপের মধ্যে কবল-বেত্রাদি লক্ষণে চিহ্নিত এক কৃষ্ণকেই ব্রহ্মা মোহান্তে দেখলেন ও স্তব করলেন, এইরূপ জানতে হবে॥ বি॰ ২০॥

২১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তত্তদাত্মা তত্তৎস্বরূপঃ প্রবিষ্টবানভবৎ প্রবিশ্যাসীদিত্যর্থঃ। যদ্বা, অর্থাত্তত্তদ্রূপেণ স্বস্বগেহং প্রবিষ্টবান্ সন্ তত্তদাত্মা তত্তৎপ্রযত্নবানভবত। বৎসদ্বারনিরোধগোপাহ্বানসঙ্কেতিত বেণুবাদনাদিকঞ্চ কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। 'আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ' ইত্যমরঃ॥ জী॰ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্তদাত্মা—'আত্মা' স্বরূপ, সেই সেই গোপবালক স্বরূপ, 'প্রবিষ্টবান্ অভবত' প্রবেশ করলেন। অথবা, সেই সেই রূপে নিজনিজ গৃহে 'প্রবিষ্টবান্ সন্' প্রবেশ করত সেই সেই স্বরূপ **তত্তদাত্মা অভবৎ**—'আত্মা' যত্ন, সেই সেই প্রযত্নবান্ হলেন অর্থৎ এই শ্রীদাম পূর্বের শ্রীদামের নিত্যকর্মে ও এই সুদাম পূর্ব সুদামের নিত্য কর্মে নিযুক্ত হলেন, অর্থাৎ বাছুরের গোয়ালের দ্বারবন্ধ, গোপদের ডাকা ডাকি, বেণুবাদনাদি যার যা কর্ম সে সেই কর্মে লেগে গেলেন। (আত্মা শব্দে যত্ন ধৃতি বুদ্ধি স্বভাব ইত্যাদি—অমরকোষ)॥ জী॰ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তত্তদাত্মা শ্রীদাম সুদাম সুবলাদি বালকস্বরূপঃ কৃষ্ণস্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবানিত্যন্বয়ঃ॥ বি॰ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তত্তদাত্মা—শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদি বালকস্বরূপ কৃষ্ণ নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন, এইরূপ অন্বয় হবে॥ বি॰ ২১॥

২২। তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥

২২। অন্বয় ঃ তন্মাতরঃ (গোপবালকানাং মাতরঃ) বেণুরবতরোত্থিতাঃ সুতান্ মত্বা (নিজনিজ পুত্রানেব নিশ্চিত্য) পরং ব্রহ্ম (গোপবালকরূপধারিণং শ্রীকৃষ্ণম্) দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) উত্থাপ্য নির্ভরং(স্নেহাতিশয্যেন) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং (বাৎসল্যেন স্বয়মেব ক্ষরিতং স্তনদুগ্ধং তদেব স্বাদু মাদকঞ্চ) অপায়য়ন্ (পায়য়ামাসুঃ)।

২২। মূলানুবাদ ঃ সেই শ্রীদামাদির মায়েরা নিজনিজ পুত্রের বেণুরব শোনামাত্র তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞানে কোলে পরমাদরে দুবাহুতে জড়িয়ে ধরে সুধাসব তুল্য স্নেহস্নুত স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে লাগলেন।

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তন্মাতৃণাং চমৎকারং প্রপঞ্চয়ন্ পূর্ব্বতঃ স্নেহবিশেষং বক্তুং তল্লক্ষণং দর্শয়তি—তন্মাতর ইতি। উত্থাপ্যাঙ্কে গৃহীত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রণতানুত্থাপ্য। উদূহ্যেতি তু ক্বচিৎ পাঠঃ। কিন্তত্র উদূহ্য উত্থাপ্যেতি টীকাবৈপরীত্যং জ্ঞেয়ম্, অত্রৈব টীকায়াঃ সাফল্যং স্যাদিতি চ। পরং ব্রহ্মেতি শ্রীশুকস্তৎপারমৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তাসাং ভাগ্যং শ্লাঘতে 'অহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা০১০।১৪।৩২) ইত্যাদিবৎ। ত্বরেতি নির্ভরমিতি সুধাসবমিত্যাদিকঞ্চ পূর্ব্বতো বিশেষদ্যোতনায়॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই গোপবালকদের মাতাগণের অনির্বচনীয় আনন্দ বিস্তারিত বলতে গিয়ে প্রথমে পূর্ব থেকে স্নেহবিশেষ বলবার জন্য সেই লক্ষণ দেখান হচ্ছে—তন্মাতর ইতি। **উত্থাপ্য**—কোলে নিয়ে। অথবা, প্রণত বালকদের উঠিয়ে নিয়ে। কোথাও কোথাও 'উদূহ্য' পাঠও আছে—এতে টীকার সহিত মিল হয় না—টীকার সাফল্য— উত্থাপ্য' পাঠেই হয়। **পরং ব্রহ্ম ইতি**—এই পদের ধ্বনি, সুদামাদি বালকরূপী কৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য স্ফূর্তিতে শ্রীশুকদেব তাঁদের মায়েদের ভাগ্যের প্রশংসা করছেন এখানে, পরে যেমন 'অহো ভাগ্য' বলে করা হয়েছে (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩১) ইত্যাদি শ্লোকে। 'ত্বরা', 'নির্ভরম্' এবং 'সুধাসব' ইত্যাদি পদগুলি পূর্ব থেকে বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করবার জন্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হন্ত হন্ত যশোদায়া ইবাস্মাকমপি কৃষ্ণঃ কিং পুত্রো ভবেদিতি গোপীনাং মনোরথস্য সিদ্ধিং বহিরলক্ষিতাং বদন্নেব তাসাং মোহনমাহ—তন্মাতরস্তত্তন্মাতরঃ সুতান্মত্বা পরং ব্রহ্মৈব দোর্ভিরুত্থাপ্য অঙ্কে কৃত্বা স্তন্যং পয়োঽপায়য়ন্। উদূহ্যেতি ক্বাচিৎকঃ পাঠশ্চ। নির্ভরং পরিরভ্যেতি নির্ভরং স্নুতেতি পূর্ব্বতঃ স্নেহাধিক্যসূচকং পরং ব্রহ্মাপি সুধাসবং মত্বা তাসাং স্তন্যং পয়োঽপিবদিত্যাহ—সুধাসবমিতি। স্নেহস্নুতত্বেন স্নেহময়ং তৎ প্রেমাস্বাদমহারসিকঃ কৃষ্ণঃ সুধামিব স্বাদু আসবমিব মাদকং পিবন্ পিবন্নুবভূবেতি তল্লোভাদেব তস্যাপি তত্তৎপুত্রীভাববাসনা প্রাগাসীৎ সাপি ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব সিদ্ধেতি।

২৩। ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ॥

২৩। অন্বয়ঃ নৃপ (হে রাজন্!) ততঃ মাধবঃ(গোপালরূপধারি শ্রীকৃষ্ণঃ) যাম যমেন (প্রহরাণাং উপরমেন) সায়ং গতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ (গোপালকমাতৃজনান্ আনন্দয়ন্ তৈঃ) উন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কার-রক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ সংলালিতঃ[বভূব]।

২৩। মূলানুবাদঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! অতঃপর সেই অসংখ্য বালকরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ দিবাবসান-কালে ঘরে ফেরার প্রতিদিনের নিয়মানুসারে নিজ নিজ ঘরে আগমন করত তাঁদের স্বস্ব পূর্বাচরণের ন্যায় আচরণের দ্বারা মায়েদের আনন্দিত করলেন। অতঃপর মায়েদের দ্বারা সুবাসিত তেল মাখানো, স্নান, চন্দনাদি লেপন, রক্ষা বন্ধন, তিলক, ভোজনাদি দ্বারা অতি আদরে লালিত হতে লাগলেন।

অতএব স্বস্য সখীনপি বর্ষপর্য্যন্তং যোগমায়য়া মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। "স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদে"তি ব্রহ্মণাপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥ বি॰ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হায় হায় যশোদার মতো আমাদেরও কি কৃষ্ণ পুত্র হবে? গোপীদের বাইরে অলক্ষিত এই মনোরথের সিদ্ধির কথা বলতে গিয়েই তাঁদের মোহন বলা হচ্ছে,**তন্মাতরো**—সেই সেই মায়েরা পুত্রকে পরব্রহ্ম তুল্য মনে করে আদরে দুহাতে উঠিয়ে কোলে করে স্তন পান করা-লেন। 'উদূহ্য' পাঠও কোথাও কোথায় দেখা যায়। অতি স্নেহে বুকে জরিয়ে ধরলেন। **নির্ভরং**—স্নেহাতিশয্যে গাঢ় (আলিঙ্গন)। 'স্নুত' স্তন চুইয়ে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছে—এখানে 'নির্ভরং' ও 'স্নুত' শব্দে পূর্ব থেকে স্নেহাতিশয্য প্রকাশিত হচ্ছে। পরব্রহ্ম কৃষ্ণও সুধাসব মনে করে তাঁদের স্তনদুগ্ধ পরম আবেশে পান করছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, সুধাসবং ইতি। স্নেহভরা সেই স্তন-দুগ্ধ প্রেম-আস্বাদনে মহা-রসিক কৃষ্ণ সুধার মতো স্বাদু ও মদের মতো মাদক মনে করে পান করতে লাগলেন—পান করতে করতে সেইরূপ অনুভব সুখে নিমগ্ন হলেন এই লোভেই কৃষ্ণেরও সেই সেই মায়ের পুত্রীভাব প্রাপ্তির বাসনা পূর্বে ছিল, তাও এই ব্রহ্মমোহন প্রসঙ্গেই সিদ্ধ হল। এই জন্যেই নিজের সখাদেরও বর্ষপর্যন্ত যোগমায়া দ্বারা মোহিত করে রাখলেন কৃষ্ণ, এই হেতু ব্রহ্মাও বলেছেন "অতীব আনন্দে তারা স্তন্যামৃত পান করেছেন॥"

২৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ তত্তদ্বালরূপোঽসৌ তত্তদ্গৃহেষু সর্ব্বেষু এব সুখমব-সদিত্যাহ—তত ইতি। যামো দিনান্ত্য প্রহরস্তস্মিন্, যমঃ গৃহাগমননিয়মঃ, সর্ব্বদা বর্ষর্তুবৎ। তৃণসম্পত্ত্যা তৃপ্তানাং গবাং তদানীমাগমনতঃ পূর্ব্বমেব বৎসানামাগমাবশ্যকত্বাৎ, তেন গৃহং গতঃ, সায়ং দিনান্তাদণ্ডষট্কং ব্যাপ্য উন্মর্দ্দনাদিভিঃ সম্যক্ লালিতঃ মাতৃভিঃ; হে নৃপ ইতি পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। উন্মর্দ্দনং তৈলাদিনা, মজ্জঃ স্নপনং, লেপনং চন্দনাদিনা, আদি-শব্দাদ্বস্ত্রবার্ত্তাশয়নাদীনি। মাধবঃ শ্রীকান্ত ইতি তদ্গৃহসম্পত্তি-বৃদ্ধিরপি সূচিতা॥ জী॰ ২৩॥

২৪। গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ ততঃ গাবঃ সত্বরং গোষ্ঠং উপেত্য হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্ (আদৌ আহূতা পশ্চাৎ সমীপং আগতাঃ তান্) স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরান্ মুহুঃ (বারম্বারং) লিহন্ত্যঃ স্রবৎ (ক্ষরিতং) ঔধসং (স্তন্যং) পয়ঃ (দুগ্ধং) অপায়য়ন্।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর গোপীদের মতো গাভীদেরও মোহন বলা হচ্ছে—গাভীগণ বন থেকে ছুটাছুটি করে গোষ্ঠে এসে পৌঁছে হাম্বা হাম্বা ডাকে আহুত ও তৎপর মিলিত বাছুরদের মুহুর্মুহু গা চাটতে চাটতে চুয়ানো স্তন দুগ্ধ পান করাতে লাগলো।

২৩। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ সেই সেই বালকরূপী কৃষ্ণ সেই সেই গৃহ সকলে সুখে যে বাস করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে—তত ইতি। **যামযমেন**—'যামো' দিনের শেষ প্রহরে 'যমেন' গৃহে আসার নিয়ম অনুসারে, বারমাস বর্ষাকালের মতো তৃণসম্পত্তিতে তৃপ্ত গাভীদের সন্ধ্যাকালে গৃহে আগমনের পূর্বেই বাছুরগুলির গৃহে আসা আবশ্যক হেতু এই নিয়ম। সুদামাদি রূপী কৃষ্ণ গৃহে ফিরে এলে **স্বায়ং**—দিনান্তে ৬ দণ্ড (অর্থাৎ ৬×২৪=১৪৪/৬০=একঘণ্টা ২৪ মি॰ কাল) সময় ধরে মায়েদের দ্বারা তৈল মর্দন প্রভৃতি দ্বারা সম্যক্ ভাবে লালিত হতে লাগলেন। **হে নৃপঃ**—হে রাজা পরীক্ষিৎ! এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, আগের আগের বালকরা যে ভাবে লালিত হত; ঠিক সেই ভাবে, সর্বত্র হতে লাগল এখন, এইরূপ বুঝে নেও। **উন্মর্দ্দন**—তৈলাদি দ্বারা। **মজ্জঃ**—স্নান। **লেপনং**—চন্দনাদি দ্বারা। আদি-শব্দে—বনের খবর জিজ্ঞাসা এবং ভোজনাদি। **মাধবঃ**—লক্ষ্মীকান্ত, এই পদে সেই সেই গৃহে যে সম্পত্তি বৃদ্ধি হল, তাই সূচিত হচ্ছে॥ জী॰ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যামানাং যমেন উপরমেণ "যম উপরমে"। তস্মিন্ সতীত্যর্থঃ। মাধবঃ কৃষ্ণস্তৎস্বরূপভূতবালকগণশ্চ গতঃ স্বস্বগৃহমিতি শেষঃ। ততশ্চ উন্মর্দ্দনং সুগন্ধিতৈলাভ্যঞ্জনং তদনন্তরং মজ্জঃ স্নপনং মাতৃভিঃ সায়ং সংলালিতঃ॥ বি॰ ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **যামযমেন**—দিনের শেষ প্রহর চলে গেলে, (যমু উপরমে)। **মাধবঃ**—কৃষ্ণ এবং তৎস্বরূপভূত বালকগণ, নিজ নিজ ঘরে গেলে। অতঃপর **উন্মর্দনং**—সুগন্ধি তৈল মাখানো হল। তারপর স্নান,—এইরূপে মায়েদের দ্বারা সন্ধ্যায় অতি আদরে লালিত॥ বি॰ ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব-বৈ॰তোষণী টীকা** ঃ গবাঞ্চ তথৈব স্নেহবিশেষমাহ—গাব ইতি। স্বকান্ স্বকানিতি স্বেষামেব নিকটপ্রাপ্তত্বাৎ মমতাসম্বন্ধেনাতিশয়াচ্চ বৎসতরান্ বৃদ্ধিং গতানপি বৎসান্ 'ঔধসমাপীনভরম্' ইতি তদীয়সর্ব্বপয়ঃ-স্রবণারম্ভাভিপ্রায়েণ, তত্রাপি সত্বরমিতি, মুহুরিতি, স্রবদিত্যাদিকং পূর্ব্বতো বিশেষজ্ঞাপকম্॥ জী॰ ২৪॥

২৫। গো গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা॥

২৫। অন্বয় ঃ অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) গো-গোপীনাং স্নেহাধিক্যং বিনা (স্নেহস্য বৃদ্ধিং তদ্বিনা) মাতৃতা আসীৎ। হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপি আসু (গো-গোপীষু তোকতা (পুত্রবদ্ ভাবঃ) মায়য়া বিনা (ইয়ং মম মাতা অহমস্যাঃ পুত্র ইতি মোহং বিনা) আসীৎ।

২৫। মূলানুবাদ ঃ বৎসরূপী ও দামাদিরূপী কৃষ্ণে গো গোপীদের পূর্বের মতই মাতৃস্নেহ যা হল, তা বেড়ে উঠে উচ্ছল কৃষ্ণস্নেহসাগরের সাম্য প্রাপ্ত হল—তফাৎ থাকলো না। এবং গো-গোপীদের প্রতি আচ্ছাদিত কৃষ্ণের বাল্যভাব পূর্বের মতোই হল, কিন্তু মায়া বিনা অর্থাৎ পূর্বে ছিল ব্যবহারে মাত্র পুত্রতুল্য ভাব, আর এখন যথার্থই পুত্রভাব।

২৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বাছুররূপী কৃষ্ণের উপর গাভীদেরও যে অনির্বচনীয় স্নেহ বিশেষ জাত হল, তাই বলা হচ্ছে—গাব ইতি **স্বকান্ স্বকান্ ইতি**—যার যার নিজের বাছুরদের তারা স্তন পান করাতে লাগল—তাদেরই নিকটে প্রাপ্তি হেতু এবং মমতা সম্বন্ধে আধিক্য থাকা হেতু—যদিও এইসব বাছুর **বৎসতরান্**-বড় হয়ে গিয়েছে বয়সে ২/৩ বৎসর **ঔধসম্**-এইপদে শ্রীশুকদেবের বলবার অভিপ্রায়, দুধে পরিপূর্ণ স্থূল স্তন—বাটগুলি টস্‌টস্ করছে, দুধ ঝর ঝর। এর মধ্যেও আবার 'সত্বরং', 'মুহুঃ' ও 'স্রবৎ' এইসব পদ ব্যবহারে পূর্ব থেকে এখানে বিশেষত্ব জ্ঞাপিত হল॥ জী০ ২৪॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গোপীনামিব ততো গবামপি মোহনমাহ গাব ইতি। পরিহৃতা আদাবাহূতাস্ততঃ সঙ্গতাশ্চ তান্। অত্রাপি সত্বরমিতি মুহুর্লিহন্ত্য ইতি মুহুঃ স্রবদিতি স্নেহাধিক্যসূচকং॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর গোপীদের মতো গাভীদেরও মোহন বলা হচ্ছে—গাব ইতি। **পরিহৃতসঙ্গতান্**—প্রথমে হাম্বা হাম্বা ডাকে আহুত এবং তৎপর মিলিত (বাছুরদের)। এই শ্লোকে 'সত্বরং', 'মহুর্লিহন্ত্যঃ' ও মুহুঃস্রবৎ অর্থাৎ গাভীদের 'ত্বরা','বার বার বাছুরদের গা চাটা','স্তন দুগ্ধের বার বার ক্ষরণ' বাছুরদের প্রতি তাঁদের পূর্ব থেকে স্নেহাধিক্য প্রকাশ করছে॥ বি০ ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং পূর্ব্বেভ্যো বৎসপালেভ্যস্তদংশানাং বৈলক্ষণ্যং দর্শয়ং স্তত্তদ্ভাগ্যেন শ্লাঘ্যমানাভ্যোঽপি তত্তদ্রূপমাতৃভ্যোঽপি তন্নিজরূপমাতুর্বৈলক্ষণ্যমাহ—গোগোপীনামিতি। পুরোবদিত্যুভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। পূর্ব্বত্র পুরোবৎ প্রাক্তনবালকেষ্বিবাস্মিন্ বালবৎসরূপে শ্রীকৃষ্ণে মাতৃতা মাতৃভাব আসীৎ, কিন্তু স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা পূর্ব্বেষু স্নেহ এবাস্মিংস্তু তৎসমৃদ্ধিবৃদ্ধিরিত্যর্থঃ, আচ্ছন্নেঽপি রূপে বস্তুস্বভাবস্যানাচ্ছাদ্যত্বাদগ্নিবৎ, উত্তরত্র পুরোবৎ শ্রীযশোদায়ামিব আস্বপি শুদ্ধমাতৃভাবাসু হরেস্তোকতা বালভাব এবাসীন্নান্যভাব ইত্যর্থঃ। কিন্তু মায়য়া বিনা তস্যাং শ্রীকৃষ্ণোঽহমিতি সত্যপ্রতিপাদনং তদুচিতসাক্ষাৎকৃষ্ণরূপ-প্রকাশনঞ্চ, আসু তু 'স শ্রীদামাহং সুদামাহম্' ইতি ছদ্মপ্রতিপাদনং তদুচিতরূপান্তর-প্রকাশনঞ্চেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ—'বৎসপালমিষেণ সঃ' ইতি সর্ব্ববিলক্ষণস্য প্রাপ্তেঽপি সাম্যে সর্ব্ববিলক্ষণতা-

হেতু স্বভাববিশেষপ্রাপ্ত্যাসম্ভবাৎ ঈশ্বরবৎ। অত্রোভয়ত্রাপি সমান এব বিনা-শব্দঃ, ততশ্চার্থোঽপি সমান এব যুজ্যতে। মায়া-শব্দস্য চ স্বার্থ এব স্থিতিঃ স্যাৎ 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, মোহবাচিত্বং তু লক্ষণয়ৈবেতি। আস্বপীত্যত্রাপ্যপি-শব্দেন সমানকোটিনিবিষ্টায়াঃ শ্রীযশোদায়াঃ প্রাপ্তিঃ সমঞ্জসা স্যাৎ, অন্যথা হরেরপীত্যবক্ষ্যদিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে পূর্বের বালক সুদামাদি থেকে কৃষ্ণাংশ সুদামাদি বালকদের বিলক্ষণতা দর্শন করানোর পর সেই সেই ভাগ্যে সেই সেই কৃষ্ণাংশ সুদামাদি রূপের মায়েরা প্রশংসনীয় হলেও এঁদের থেকে নিজ রূপে স্থিত কৃষ্ণের মা যশোদার বিলক্ষণতা বলা হচ্ছে—গো গোপিনাম্ ইতি। **পুরোবৎ ইতি**—পূর্বের মত, মায়েদের ভাব এবং কৃষ্ণের ভাব, এই উভয়ের সহিতই এই 'পুরোবৎ' পদের অন্বয় হবে।

মায়েদের ভাব ঃ প্রাক্তন সুদামাদির উপর তাঁদের মায়েদের যেমন মাতৃভাব ছিল এই এখনকার সুদামাদিরূপী ও বৎসরূপধারী শ্রীকৃষ্ণে মায়েদের ঠিক তেমনই **মাতৃতা**—মাতৃভাব হল, কিন্তু **স্নেহাদ্ধিকাং বিনা**—পূর্বে সুদামাদির উপর স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ ছিল, কিন্তু এই সুদামাদিরূপী কৃষ্ণের উপর সেই স্নেহ বর্দ্ধিত হয়ে উঠে উত্তাল তরঙ্গ রূপে দেখা দিল, কারণ অগ্নিবৎ বস্তুস্বভাব আচ্ছাদন মানে না—কৃষ্ণরূপটি সুদামাদি রূপের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও কৃষ্ণরূপ তার নিজের শক্তিই প্রকাশ করল।

কৃষ্ণের ভাব ঃ পুরোবৎ—শ্রীযশোদার উপর **হরে স্তোকতা**—শ্রীকৃষ্ণের বালভাব যেমন ছিল এখন শুদ্ধ মাতৃভাব সম্পন্না অন্যান্য গোপীদের প্রতি সুদামাদিরূপী কৃষ্ণের ঠিক সেইরূপই হল, ভাবের ভিন্নতা হল না। কিন্তু **মায়য়া বিনা**—মায়া বিনা অর্থাৎ পূর্বে মায়া ছিল না ব্যবহারে, এখন গো-গোপী-দের সঙ্গে ব্যবহারে মায়ার সাহায্য নিতে হল। শ্রীযশোদার সহিত ব্যবহারে 'আমি শ্রীকৃষ্ণ' এরূপ সত্য প্রতিপাদন এবং তদুচিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপ প্রকাশন কিন্তু অন্যান্য গোপীদের সহিত ব্যবহারে আমি সেই শ্রীদাম, সেই সুদাম এইরূপ ছদ্ম-প্রতিপাদন এবং তদুচিত রূপান্তর প্রকাশন। পরে ২৭ শ্লোকে বলাও হয়েছে—"বৎসপালমিশেন সঃ" অর্থাৎ রাখাল বালকদের ছদ্মরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপে সর্ববিলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সাম্যপ্রাপ্ত হলেও সর্ববিলক্ষণতা হেতু শ্রীকৃষ্ণে যে স্বভাব-বিশেষ বেণুমাধুর্য রূপমাধুর্য ইত্যাদি থাকে, তা অন্যান্য শ্রীভগবৎবিগ্রহের মতোই এই সুদামাদি বালকদেরও পাওয়া অসম্ভব। এখানে 'বিনা' শব্দটি মাদিকেতে ও কৃষ্ণে উভয়ত্র সমান ভাবেই প্রযোজ্য; অতএব অর্থও সমানই হওয়ার যোগ্য। 'মায়া' শব্দের অর্থ 'মায়া'ই করতে হবে এখানে, 'কৃপা' 'দম্ভ' ইত্যাদি নয়—মোহবাচিত্ব, কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাই ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ, গবাং গোপীনাং অস্মিন্ শ্রীযশোদানন্দনে কৃষ্ণে মাতৃতা সর্ব্বা উপলালনাদিময়ঃ সর্ব্ব এব মাতৃভাব ইত্যর্থঃ। পুরোবৎ পূর্ব্ববদেবাসীৎ কিন্তু স্নেহর্দ্ধিকাং স্নেহাধিক্যং বিনা পূর্ব্বং শ্রীদামসুদামাদিভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যোঽপি সকাশাৎ যশোদাপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহর্দ্ধিরাসীৎ তস্যৈব স্বপুত্রীভূতত্বে

জাতে সতি তদা স্বপুত্রেষ্বপি তথৈব স্নেহার্দ্ধিরিতি যশোদাপুত্রে স্বপুত্রেচ তুল্যএব স্নেহোঽভূদিত্যর্থঃ। আসু গো-গোপীষু হরেরপি তোকতা বালভাবঃ পূর্ব্ববদেবাসীৎ কিন্তু মায়য়া বিনা পূর্ব্বং মায়য়া উপচারেণৈব পুত্র-তুল্যত্বাৎ পুত্রত্বমাসীৎ ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্যতু কৃষ্ণএব শ্রীদামসুদামাদি রূপস্তাসা পুত্রোঽভূদিতি কৃষ্ণস্য পুত্রভাবোযথার্থ এবেত্যর্থঃ। নন্থ শ্রীদামাদিষু তন্মাতৃণাং যাবান্ স্নেহস্তাবানেব পুত্রীভূতে শ্রীকৃষ্ণেঽপি ভবিতু-মর্হতি "যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিক" মিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। উচ্যতে, কৃষ্ণোহি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীকৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্য্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব প্রেমাতু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেমা সঙ্কুচিতীকর্ত্তুমশক্যঃ। অতএব স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্। "এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবার" মিতি সচ প্রেমা বাৎসল্যাদিরূপস্তন্মাত্রাদিষু বিরাজত ইতি কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্বর্য্যমননুসন্ধানোঽ-ধিনীভূতএব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। নচ মহামহেশ্বরস্য তস্যৈবং পার-তন্ত্র্যং দূষণমিতি বাচ্যং; প্রত্যুত ভূষণমেব যথা জীবস্য মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথৈবেশ্বরস্যানন্দরসময়স্যাপি প্রেমপারতন্ত্র্যং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমাননিরতিশয়ানন্দার্থকমেবেতি মহানুভাবৈরনুভূতম্॥ বি॰ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও, গাভীদের ও গোপীদের **অস্মিন্**—এই শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণে **মাতৃতা**—মাতৃভাব অর্থাৎ উপলালনাদিময় নিখিল মাতৃভাব **পুরোবৎ**—পূর্বের মতই হল। কিন্তু পূর্বে শ্রীদাম-সুদাম নিজপুত্রগণ থেকে যশোদাপুত্র শ্রীকৃষ্ণে **স্নেহার্দ্ধিকাং**—স্নেহাধিক্য ছিল, এখন সেই তাঁরই নিজপুত্রীভাব গ্রহণে নিজপুত্রেও সেইরূপই স্নেহাধিক্য হল, অর্থাৎ যশোদাপুত্রে ও স্বপুত্রে তুল্যই হল স্নেহ। **আসু**—এঁদিগেতে অর্থাৎ গো-গোপীদিগের প্রতি **হরে স্তোকতা**—শ্রীকৃষ্ণেরও **তোকতা**—বালভাব পূর্বের মতই হল, কিন্তু **মায়য়া বিনা**—পূর্বে শুধুই ব্যবহারের দ্বারাই পুত্রতুল্য ভাব থাকা হেতু পুত্র-স্বরূপে ছিল, কিন্তু ব্রহ্মমোহন দিন থেকে আরম্ভ করে শ্রীদাম সুদামাদিরূপী কৃষ্ণই তাঁদের পুত্র হল,এইরূপে কৃষ্ণের পুত্রভাব মায়া বিনা অর্থাৎ যথার্থ ই হতে থাকল। পূর্বপক্ষ ঃ শ্রীদামাদির প্রতি তাদের মায়েদের যে জাতীয় ও যে পরিমান স্নেহ ছিল ঠিক ততটাই পুত্ররূপী কৃষ্ণেও হওয়া উচিত, কারণ পূর্বেই বলা আছে, "সুদামাদির যেমন চরিত্র-গুণ-নাম-রূপ-আকৃতি বয়স, যেমন বিহার-ব্যবহার ঠিক সেইরূপ ভাব ধারণ কর-লেন শ্রীকৃষ্ণ।" এর উত্তরে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণ মহামহেশ্বর হওয়া হেতু ব্রহ্মাদি থেকে স্বাংশ পর্যন্তও সকলকে নিজের অধীন করে রাখলেও তিনিই প্রেমের অধীন, প্রেমা তাঁর অধীন নয়। প্রেমের উপরে তাঁর প্রভুত্ব না-থাকায় তিনি প্রেমকে সঙ্কুচিত করতে পারেন না। অতএব স্বামিচরণও বলেছেন—"এতটা বৈষম্য কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্নিবার"—সেই মায়েদের হৃদয়ে সুদামাদিরূপী কৃষ্ণসম্বন্ধে এইরূপ দুর্নিবার প্রেম বিরাজিত হল—তাই (সুবলাদিরূপী) কৃষ্ণ নিজ মাতাদের নিকটে নিজের ঐশ্বর্য ভুলে গিয়ে যেন অধীন হয়ে সদা থাকতেন, মহারাজচক্রবর্তীর সমীপে মণ্ডলেশ্বরের মতো। মহামহেশ্বর তার পক্ষে এইরূপ পারতন্ত্র্য দোষের, এরূপও বলা যাবে না, প্রত্যুত ইহা তার পক্ষে ভূষণই—যথা জীবের মায়া পারতন্ত্র্য দুঃখের কারণ হয়, সেইরূপই

২৬ ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥

২৬। অন্বয় ঃ ব্রজৌকসাং (গোপগোপীজনানাং) কৃষ্ণে যথা (যশোদানন্দনে কৃষ্ণে স্বপুত্রেভ্যঃ অপি স্নেহাধিক্যং আসীৎ) স্বতোকেষু (কৃষ্ণরূপনিজপুত্রেষু) স্নেহবল্লী শনৈঃ অপূর্ব্ববৎ আব্দং (বৎসরং যাবৎ) অন্বহং (প্রতিদিনং) নিঃসীম ববৃধে।

২৬। মূলানুবাদ ঃ পূর্বে যেমন যশোদানন্দনে ব্রজবাসিদের স্নেহলতা স্বপুত্র থেকেও বৃদ্ধিশীল ছিল ইদানীং একবৎসর পর্যন্ত নিজ পুত্রেও দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে সেইরূপই বৃদ্ধি পেতে লাগল, যশোদা-নন্দনে কিন্তু এই স্নেহবল্লী নিত্যনবনবায়মান রূপে বেড়ে উঠতে লাগল।

আনন্দরসময় ঈশ্বরেরও প্রেম পারতন্ত্র্য প্রতিক্ষণ বর্ধমান নিরতিশয় আনন্দের কারণ হয়ে থাকে, ইহা মহানু-ভবগণ অনুভব করে থাকেন ॥ বি॰ ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তদ্বৎ শ্রীযশোদানন্দনেঽপি বৈলক্ষণ্যমাহ—ব্রজৌকসা-মিতি। স্ব-শব্দেন স্বাপত্যত্বেনৈব জ্ঞাতেষ্বপি, ন তু শ্রীকৃষ্ণত্বেনেত্যর্থঃ। স্নেহ এব বল্লী শনৈর্বর্দ্ধমানত্বাদিনা, শনৈরিতি—সংলালন-ক্রমাপেক্ষয়া, তদংশত্বাত্তেষাং কৃষ্ণ ইত্যুভয়ত্রাপ্যন্বেতি। যথা কৃষ্ণে তথা তেষু ববৃধে, কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববৎ, পূর্ব্বং যথা নাসীত্তথা ববৃধে ইত্যর্থঃ; যদ্বা, যথা যথাবৎ তেষু শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তদংশেষু বালা-দিশিক্যপর্য্যন্তেষু তত্তদ্‌যোগ্যং ববৃধে, কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ আশ্চর্য্যযুক্তং ববৃধে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বমপি 'যাবচ্ছীলগুণা-ভিধাকৃতিবয়ঃ' ইত্যেনেন সহজ-শ্রীদামাদিবদেব শীলাদ্যাবির্ভাবস্তেষ্বুক্তঃ, ন তু শ্রীকৃষ্ণবদপি ততঃ স্বরূপাধিক্য মেব; তত্র প্রেমাধিক্যে কারণং জাতং, ন তু শীলাদ্যাধিক্যমপীত্যুত্তরেণ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্যন্তু দুর্নিবারমিতি ভাবঃ ॥ জী॰ ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যশোদার বিলক্ষণতা যেমন বলা হল, তেমনই এখন শ্রীযশোদা নন্দনেরও বিলক্ষণতা বলা হচ্ছে—ব্রজৌকসাম্ ইতি। **স্বতোকেষু**—নিজপুত্র সুদামাদি-রূপী কৃষ্ণে এখানে 'স্ব' শব্দের ধ্বনি, নিজপুত্র বলে জেনেই স্নেহবল্লী বেড়ে উঠল, শ্রীকৃষ্ণ বলে জেনে যে, তা নয়। **স্নেহবল্লী**—দামাদিরূপী কৃষ্ণে ব্রজবাসিদের স্নেহ ক্রমে ক্রমে প্রতিদিন বেড়ে উঠতে লাগল বলে লতার সহিত উপমা দেওয়া হল। **শনৈঃ**—ক্রমে ক্রমে, এই বেড়ে উঠা বিষয়ে সাক্ষাৎ শিরচুম্বন নিজহাতে ধোয়ানো-খাওয়ানো ইত্যাদি লালন ক্রমের অপেক্ষা থাকায় 'শনৈঃ' ক্রমে ক্রমে পদের ব্যবহার। এখনকার এই দামাদিতে স্নেহবল্লী দিনে দিনে বেড়ে উঠার কারণ এঁরা শ্রীকৃষ্ণাংশ। **যথা কৃষ্ণে**—যশোদানন্দন এবং দামাদিরূপী এই উভয়ের সঙ্গে 'কৃষ্ণ' পদটি অন্বয় করে অর্থ হবে—যথা যশোদা-নন্দন কৃষ্ণে বেড়ে উঠতে লাগল তথা এই সুদামাদিরূপী কৃষ্ণেও বেড়ে উঠতে লাগল। বৃদ্ধি দুস্থানেই হলেও যশোদানন্দন কৃষ্ণেতে এই বৃদ্ধি কিন্তু হল **অপূর্ববৎ**—অভূতপূর্ব ভাবে। অথবা, **যথা**—যে স্থানে যতটা বৃদ্ধি যোগ্য সে স্থানে

ততটাই হল। শ্রীকৃষ্ণই তো দামাদি গোপবালক, শ্রীকৃষ্ণই তো ছিকা, বেণু, শিঙ্গা প্রভৃতি হল ব্রহ্মমোহন-লীলায়—তাই বলা হচ্ছে,বালক থেকে ছিকাদি পর্যন্ত সেই সেই কৃষ্ণাংশে যেখানে যতটা স্নেহ বাড়ার যোগ্য সেখানে ততটাই বাড়ল—কৃষ্ণে কিন্তু বাড়ল **অপূর্ববৎ**—আশ্চর্যযুক্ত ভাবে। সহজ-শ্রীদামাদির মতো 'স্বভাব-গুণ-নাম-আকৃতি বয়স' দামাদিরূপী কৃষ্ণে আবির্ভাব হল, এরূপই পূর্বে বলা হয়েছে। কৃষ্ণের মতো স্বভাবাদি হল, এরূপ বলা হয় নি—তা না-হলেও (এই বালকগণের স্বরূপ কৃষ্ণাংশ হওয়ায়)সেই সময় থেকে স্বরূপের আধিক্যই এখানে প্রেমাধিক্যের কারণ হল—স্বভাবাদির আধিক্য নয়—তাই সিদ্ধান্ত আসছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও এই প্রেমাধিক্য রোধ করা অসাধ্যপ্রায় হল, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদেবং যশোদানন্দনকৃষ্ণপুত্রীভূতকৃষ্ণয়োঃ স্বরূপত ঐক্যরূপ্যাৎ স্নেহাধিক্যং তুল্যমুক্তমপি পুনঃ স্পষ্টীকুর্ব্বন্ যশোদানন্দনকৃষ্ণেতু গুণোৎকর্ষহেতুকং স্নেহাধিক্যমাহ—ব্রজৌকসামিতি। আব্দং বর্ষং ব্যাপ্য অন্বহং স্নেহবল্লীতি। বল্লী যথা, প্রতিদিনমেব বর্দ্ধতে তথৈবেত্যর্থঃ যথা কৃষ্ণে যশোদানন্দনে পূর্ব্বং স্বপুত্রেভ্যোঽপি বর্দ্ধমানা সা আসীৎ। ইদানীং স্বতোকেষ্বপি তথৈব ববৃধে ইতি স্বতোকানামপি কৃষ্ণত্বাৎ স্নেহর্দ্ধিরুভয়ত্র তুল্যৈবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তু শব্দবলাৎ কৃষ্ণে ইত্যস্যাবৃত্ত্যা স্নেহর্দ্ধৈস্তুল্যত্বেঽপি কৃষ্ণে যশোদানন্দনে তু তথাপি অপূর্ব্ববৎ নিত্যনবায়মানৈব তস্য সর্ব্বশক্তিসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণবত্ত্বাদংশিত্বাচ্চ। তাসাং পুত্রীভূতকৃষ্ণস্বরূপাণাং তু শ্রীদামাদ্যুচিতসৌন্দর্য্যাদিমত্ত্বাদংশত্বাচ্চেতি ভাবঃ। যদ্বা, যথেতি যথাবদেব স্নেহবল্লী ববৃধে কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববদেব ববৃধে। ইত্যাবৃত্ত্যা বিনৈব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ বি০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপে যশোদানন্দন কৃষ্ণের এবং অন্যান্য গোপীদের পুত্রীভূত কৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভিন্নতা হেতু স্নেহাধিক্য তুল্য উক্ত হলেও পুনরায় যশোদানন্দন কৃষ্ণে যে গুণোৎকর্ষ হেতু স্নেহাধিক্য, তাই স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে—ব্রজৌকসাম্ ইতি। **আব্দং**—বৎসরকাল ধরে। **অন্বহং স্নেহবল্লী ইত্যাদি**—লতা যেমন প্রতিদিনই বাড়ে সেইরূপ গোপ-গোপীদের হৃদয়ে নিজপুত্রে স্নেহ প্রতিদিনই বেড়ে উঠতে লাগল। **যথা কৃষ্ণে**—পূর্বে যেরূপ 'কৃষ্ণে' যশোদানন্দনে স্বপুত্র থেকেও স্নেহ বর্ধমানা ছিল, ইদানীং **স্বতোকেষু**—নিজ পুত্রেও সেইরূপ বর্ধমানা হল, স্বপুত্রও কৃষ্ণস্বরূপ হওয়ায় অর্থাৎ স্নেহবৃদ্ধি উভয়ত্র তুল্য ই। আরও **তু**—এখানে এখানে এই 'তু' শব্দের বল থাকায় **কৃষ্ণে ইতি** (এ ও বাড়ে, ও-ও বাড়ে)—এই বৃদ্ধি বিষয়ে তুল্যত্ব থাকলেও (সর্ব বিষয়ে তুল্যতা নেই) 'কৃষ্ণে' যশোদানন্দনে 'তু' তথাপি **অপূর্ববৎ**—নিত্যনবনবায়মানই হয়ে থাকে। কারণ, যশোদানন্দনে সর্বশক্তি-সৌন্দর্য-বৈদগ্ধী প্রভৃতি গুণবত্ত্বা এবং অংশিতা, আর পুত্রীভূত কৃষ্ণস্বরূপে শ্রীদামাদি-উচিত সৌন্দর্যাদিমত্ত্বা অংশতা, এরূপ ভাব। অথবা, যথা—যথাবৎই—যে স্থানে যতটা বৃদ্ধি যোগ্য, সে স্থানে ততটাই হল—কৃষ্ণে কিন্তু অপূর্ববৎ বেড়ে উঠল—'গুণিত অবস্থা প্রাপ্তি' না ধরেই এইরূপ ব্যাখ্যা করতে হবে ॥ বি০ ২৬ ॥

২৭ ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ॥
২৮। একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ॥

২৭। **অন্বয়ঃ** ইত্থং আত্মা সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসপঃ বৎসপালমিষেণ (বৎসানাং তৎপালকানাং ছদ্মনা) আত্মনা আত্মানং পালয়ন্ বর্ষং (একবৎসরং যাবৎ) বনগোষ্ঠয়োঃ চিক্রীড়ে (ক্রীড়িতবানিত্যর্থঃ)।

২৮। **অন্বয়ঃ** পঞ্চষাসু (পঞ্চসু বা ষট্‌সু বা) ত্রিযামাসু (রাত্রিষু) হায়ণাপূরণীষু (বৎসরস্য পূরকতয়া অবশিষ্টাসু) একদা স রামঃ অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসান্ চারয়ন্ বনম্ আবিশৎ।

২৭। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে কৃষ্ণ রাখালরাজা হয়ে বৎস ও রাখালদের ছদ্মরূপে নিজেকেই নিজের দ্বারা পালন করিয়ে বনে গোষ্ঠে একবৎসর কাল বিহার করে বেড়াতে লাগলেন।

২৮। **মূলানুবাদঃ** বৎসর পূর্ণ হওয়ার পাঁচ বা ছয়রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে একদিন কৃষ্ণ রামের সহিত বাছুর চরাতে চরাতে বনে প্রবেশ করলেন।

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** স বৎস বৎসরূপধরঃ বনগোষ্ঠয়োরিতি তত্র কুত্রাপি কেনচিদপি তদূহিতং নাভূদিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, স শ্রীকৃষ্ণ আত্মা অদ্বিতীয় এব চিক্রীড়ে॥ জী০২৭॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সঃ**—সেই গোবৎস এবং বৎসপালকরূপী কৃষ্ণ,(বনে ও গোষ্ঠে বিহার করতে লাগলেন)। এই কথার ধ্বনি হল, সেই সব স্থানে কোথাও-ই কেউ-ই এ-সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হল না, এইরূপ ভাব। [শ্রীধর স্বামীঃ এইরূপে **আত্মা**—শ্রীকৃষ্ণ, বৎসপালক হয়ে বৎস ও রাখাল বালকদের ছদ্মরূপ নিজেকে পালন করতে করতে খেলা করতে লাগলেন]। অথবা, **সঃ আত্মা**—'সঃ' শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মা' অদ্বিতীয় স্বরূপ (খেলা করতে লাগলেন)॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** এবমাত্মা শ্রীকৃষ্ণো বৎসপো ভূত্বা বৎসানাং পালানাঞ্চ মিষেণ আত্মানমাত্মনা পালয়ন্ ক্রীড়িতবানিত্যর্থঃ॥ বি০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপে **আত্মা**—কৃষ্ণ **বৎসপো**—রাখালরাজা হয়ে বৎস ও রাখালের ছদ্মরূপে **আত্মনাত্মানং**—নিজেকেই নিজের দ্বারা পালন করিয়ে খেলা করে বেড়াতে লাগলেন॥ বি০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** পঞ্চষান্বিতানিশ্চিতোক্তিঃ প্রেমমোহেন; রময়তি শ্রীকৃষ্ণাদীনিতি রামঃ অতঃ প্রায়ো যদ্যপি তেন সহৈব প্রবেশস্তথাপ্যেকদা সরাম ইতি বৃত্তান্তবিশেষোদ্দেশায় নির্দ্দেশঃ, তচ্চ তং প্রতি তল্লীলাতত্ত্ববোধনং স্নেহবিশেষেণ, অন্যথা অব্দান্তে শ্রীব্রহ্মগমনে সতি তত্তৎসম্বর-

২৯। ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্।
গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্॥

২৯। অন্বয় ঃ ততো গোবর্ধনাদ্রিশিরসি তৃণং চরন্ত্যঃ গাবঃ অবিদূরাৎ (নাতিদূরে) উপব্রজং (ব্রজসমীপে) চরতঃ বৎসান্ দদৃশুঃ (দৃষ্টবত্যঃ)।

২৯। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর গোবর্ধন-চূড়ায় ঘাস খেতে খেতে গাভীগণ অনতিদূরে ব্রজের নিকটে দুধ-ছাড়া বাছুরগুলিকে চরে বেড়াতে দেখতে পেল।

ণেন তস্য তৎকৌতুকানুভবাসিদ্ধেঃ। অতঃ পূর্ব্বমবোধনে কারণন্তু বক্ষ্যতে—অজ ইতি, যো বিনাপি জন্ম তত্তৎ-পুত্রতাং প্রাপ্তঃ, স ইত্যর্থঃ। তত্ত্বধুনা ব্যক্তীভবিষ্যতীতি ভাবঃ॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ **পঞ্চষাসু ত্রিষামাসু**—পাঁচ-ছয় রাত্রি, এইরূপ অনিশ্চিত উক্তি পরমজ্ঞানী শুকদেবের পক্ষে সাধারণ অবস্থায় সম্ভব নয়, ইহা হয়েছে তাঁর প্রেমমোহ বশতঃ। **সরাম**—শ্রীকৃষ্ণাদিকে আনন্দ দান করেন, তাই নাম হল রাম। সুতরাং রামের সুখ-সঙ্গের জন্য যদ্যপি প্রায় তাঁর বনে যাওয়া হয় নিত্য, তথাপি এখানে যে 'একদা রাম সহ বনে গেলেন' এরূপ বলা হল তা কোনও বৃত্তান্ত-বিশেষ রামকে ইঙ্গিতে বুঝানোর জন্যই, সেই বৃত্তান্ত হল ব্রহ্মমোহন লীলা তত্ত্ব—রামের প্রতি কৃষ্ণের স্নেহবিশেষই এতে হেতু। অন্যথা বৎসরান্তে ব্রহ্মা চলে গেলে ও সেই সেই বৎস-রাখাল-বালকরূপ সম্বরণে রামের সেই কৌতুক অনুভব হতো না। অতঃপর পূর্বে না জানার কারণ বলা হচ্ছে—অজ ইতি। কৃষ্ণ অজ, তিনি সেই সেই গোপী-পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন জন্ম বিনাই, কাজেই অজ্ঞাত ছিল উহা॥ জী০ ২৮॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গএব বলদেবমোহনমপি ব্যক্তীকর্ত্তুং কথামাহ—একদেতি। পঞ্চসু ষট্সু বা বর্ষস্য রাত্রিষু হায়নস্য বর্ষস্য অপূরণীষু পূরকতয়া অবশিষ্টাস্বিত্যর্থঃ॥ বি০ ২৮॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ব্রহ্মমোহন প্রসঙ্গেই বলদেবের মোহনও প্রকাশ করার জন্য সেই বৃত্তান্ত বলা হচ্ছে—একদেতি। **হায়নাপূরণীষু**—একবৎসর পূর্ণ হতে **পঞ্চষাসু ত্রিষামাসু**—পাঁচ বা ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকতে॥ বি০ ২৮॥

২৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততস্তদনন্তরম্, উপব্রজমিতি, গোবর্দ্ধনেশানকোণকোটি-স্থারিষ্টমর্দ্দন-কুণ্ডসমীপপ্রায়প্রদেশে তদন্তিকে ব্রজস্য ব্যাপ্তেঃ, সট্টীকরাখ্য-প্রদেশাদৃজুমার্গেণ চতুঃক্রোশ-ময়ত্বাৎ। 'অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩৬।১) ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। তৃণমিতি—তৎপ্রাশস্ত্যবিবক্ষয়া তদাবেশেঽপি সতীত্যর্থঃ। অধুনা শ্রীকৃষ্ণেন বৎসতরাণাং চারণং কিঞ্চিদ্বয়োবৃদ্ধ্যা যোগ্যত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৯॥

৩০। দৃষ্ট্বাচ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ।
দ্বিপাৎ ককুদ্‌গ্রীব উদাস্যপুচ্ছোঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥

৩০। অন্বয় ঃ অথ দৃষ্ট্বা (বৎসতরান্ দৃষ্ট্বা) গোব্রজঃ (গো সমূহঃ) তৎস্নেহবশঃ অস্মৃতাত্মা (বিস্মৃতদেহমনা ভূত্বা) অত্যাত্মদুর্গমার্গঃ (অতিক্রান্তাঃ স্বরক্ষকা, দুর্গমপন্থানশ্চ যেন সঃ) দ্বিপাৎ উদাস্যপুচ্ছঃ (ঊর্ধ্বমুখঃ ঊর্ধ্বপুচ্ছশ্চ ভূত্বা) ককুদ্‌গ্রীবঃ (আকুঞ্চিতা গ্রীবা যস্য সঃ) অস্রুপয়াঃ (সর্ব্বতঃ ক্ষরিতস্তনশ্চ সন্নিত্যর্থঃ) হুঙ্কৃতৈঃ জবেন (বেগেন) অগাৎ।

৩০। মূলানুবাদ ঃ দেখা মাত্র সেই গাভীগুলি ঐ বাছুরগুলির স্নেহবশে ঝুঁটিতে গ্রীবা আকুঞ্চিত করত, মুখ ও পুচ্ছ ঊর্ধ্বে উঠিয়ে জোরা পায় লাফাতে লাফাতে হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে এবং চোখের জল ও স্তনদুগ্ধ ঝরঝর করে প্রবাহমান অবস্থায় পালক বৃদ্ধ গোপদের ও দুর্গমপথ অতিক্রম করে আত্মবিস্মৃত হয়ে ছুটে চলল।

২৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ততঃ—অনন্তর। **উপব্রজম্**—ব্রজের নিকট, গোবর্ধনের পূর্ব-উত্তর কোণের প্রান্তদেশে অরিষ্ট নামক বৃষাসুর-বধ স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপপ্রায় প্রদেশে—তারই কাছে ব্রজের ব্যাপ্তি হেতু, সট্টীকর নামক স্থান থেকে সোজা পথে ৮ মাইল ব্রজের ব্যাপকতা হেতু। "অতঃপর তখন অরিষ্টনামক বৃষাসুর গোষ্ঠে অর্থাৎ ব্রজে উপস্থিত হল।" এইরূপ বলাও আছে।—(ভা০ ১০।৩৬।১)। **তৃণম্ চরন্তঃ**—ঘাস খেতে খেতে (ছুটে গেল)—এই 'তৃণ' পদের উল্লেখ করা হল, গাভীগণ সম্বন্ধে উহারই উৎকর্ষতা বলবার ইচ্ছায় অর্থাৎ ঐ ঘাসে গাভীদের আবেশ থাকা সত্বেও উহা ছেড়ে দিয়েও চললো। অধুনা শ্রীকৃষ্ণ দুধ-ছাড়া বড় বড় বাছুরদের চড়িয়ে বেড়ান, তাঁর বয়স কিঞ্চিৎ বাড়ায় ঐ কাজে যোগ্যতা হেতু, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে তৃণং চরন্ত্যো গাবঃ তস্মাদবিদূরাৎ ব্রজস্য নিকটে চরতো বৎসান্ দদৃশুঃ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোবর্ধন-চূড়ায় ঘাস খেতে খেতে গাভীসব **ততো**—সেইস্থান থেকে খুব একটা দূরে নয়· **উপব্রজম্**—ব্রজের নিকটে দুধ-ছাড়া বাছুরগুলিকে চরে বেড়াতে দেখতে পেল ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—দৃষ্ট্বেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বর্থে চকারঃ, পূর্ব্বতো বিশেষায় স চাকাণ্ডে প্রিয়সন্দর্শনস্বভাবতঃ। অথেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ; স্নেহবিশেষত্বমেব দর্শয়তি—অস্মৃতাত্মেত্যাদিভিঃ। আত্মপান্ দুর্গমার্গং চাতিক্রান্তোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ অস্ত্বিত্যাদি পাঠদ্বয়মপি কিবন্তম্, তুগভাব আর্ষঃ ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দেখবার পর কি করল গাভীগণ, তাই অভিব্যক্ত হচ্ছে—দৃষ্ট্বা চ ইতি দুইটি শ্লোকে। 'তু' অর্থে 'চ' কার—পূর্ব থেকে বিশেষ অর্থাৎ ভিন্নতা বুঝাবার জন্য—

৩১। সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥

৩১। **অন্বয় ঃ** বৎসবত্যঃ (পুনঃ প্রসূতা অপি) গাবঃ অধঃ (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতস্যাধোদেশে) বৎসান্ (মুক্তস্তন্যাপি বৎসান্ সমেত্য (নিকটমাগত্য) অঙ্গানিচগিলন্ত্য ইব লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং (উধোভ্যঃ স্বয়মেব ক্ষরৎ) পয়ঃ (দুগ্ধং) অপায়য়ন্।

৩১। **মূলানুবাদ ঃ** দু-তিন দিনের বিয়ন্ত হলেও গাভীগুলি গোবর্ধনের তলদেশে ব্রজসমীপে দুধ-ছাড়া বড় বাছুরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেন গিলে ফেলছে. এই ভাবে তাদের গা চাটতে চাটতে সুশোভন স্তন থেকে আপনা-আপনি চুয়ন্ত দুগ্ধ পান করাতে লাগল।

প্রিয় সন্দর্শন-স্বভাববশতঃ (‘মুক্ত’ স্তন্য বাছুরের জন্য ছুটে যাওয়া) অঘটনীয় ব্যাপার বুঝাবার জন্য এই ‘চ’ কার। ‘চ’ স্থানে অথ পাঠেও অর্থ একই। স্নেহ বিশেষ দেখান হচ্ছে—‘অস্মৃতাত্মা’ অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি ইত্যাদি বাক্যে। **অত্যাত্ম**—অতিক্রান্ত, **আত্মপান্**—নিজপালক, **দুর্গমার্গং**—দুর্গম পথ—গাভীগণ পালক বৃদ্ধ গোপগণের বাধা এবং দুর্গমপথ অতিক্রম করে ধেয়ে চললো ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অস্মৃতাত্মা আত্মানমপি বিস্মৃত্য স গোসমূহঃ অগাৎ। অতিক্রান্তা আত্মপা গোপা দুর্গমার্গাশ্চ যেন সঃ। পরস্পরং যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদিব প্রতীয়মানঃ উন্মুখত্বাৎ ককুদি গ্রীবা যস্য সঃ উদগতানি আস্যানি পুচ্ছানিচ যস্য সঃ। আ সম্যগেব ক্ষরন্তি অস্রূণি পয়াংসিচ যস্য সঃ ॥বি°৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অস্মৃতাত্মা** নিজেকেও ভুলে **সগোব্রজ**—সেই গোসমূহ **অগাৎ**—ছুটে যেতে লাগল—পালক গোপদিকে, দুর্গমপথ সব কিছু অতিক্রম করে; **দ্বিপাৎ**—পরস্পর জোরা দুপায়ে ছুটে চলতে থাকলে দ্বিপাদ বিশিষ্ট প্রাণীর মতো প্রতীয়মান হল। **ককুদ্‌গ্রীব**—উৎকণ্ঠায় স্কন্ধের ঝুঁটিতে আকুঞ্চিত গ্রীবা বিশিষ্ট। **উদাস্য পুচ্ছ**-উর্ধ্বে উঠানো মুখ ও পুচ্ছ বিশিষ্ট। **অস্রুপয়াঃ**—সম্যক্ প্রকারেই—অর্থাৎ ধারা প্রবাহে ঝরঝর অশ্রু ও স্তনদুগ্ধ বিশিষ্ট সেই গোগণ ॥ বি° ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** স্বীয়ং মাধুর্য্যাদিভিরসাধারণং সুশোভনং বা, ঔধসম্ উধোভ্যঃ স্রবদিত্যর্থঃ ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ স্বৌধসং**—‘স্ব’ নিজস্ব মাধুর্যাদিগুণে অসাধারণ, বা সুশোভন; ‘ঔধসং’ স্তন থেকে চুইয়ে পড়ছে, এরূপ দুগ্ধ ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গোবর্দ্ধনস্যাধঃ সমেত্য দ্ব্যাহিকত্র্যাহিকাদি বৎসবত্তোঽপি ঔধসং উধোভ্যঃ স্বয়মেব স্রবৎ পয়ঃ অপায়য়ন্ গিলন্ত্য ইবেতি। গবাং লেহনাধিক্যং স্নেহাধিক্য সূচকম্ ॥ বি° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সমেত্য**—গোবর্ধনের তলদেশে মিলিত হয়ে, **বৎসবত্যো-ঽপি**—দু-তিন দিনের বিয়ন্ত হলেও। **ঔধসং**—পালান থেকে আপনা-আপনি চুয়ন্ত দুগ্ধ (পান করাতে

৩২। গোপাস্তদ্রোধনায়াস-মৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা।
দুর্গ ধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্॥
৩৩। তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্।
উদ্বহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধনি ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে॥

৩২। অন্বয় ঃ গোপাঃ তদ্রোধনায়াসমৌঘ্য লজ্জোরুমন্যুনা (গবামবরোধনে যঃ পরিশ্রমঃ তস্য ব্যর্থতয়া যা লজ্জা তয়া সহ তীব্র ক্রোধঃ তেন) দুর্গাধ্ব কৃচ্ছ্রতঃ (দুর্গমপার্ব্বত্যপথাতিক্রম ক্লেশং স্বীকৃত্যাপি) অভ্যেত্য (আগত্য) গোবৎসৈঃ [সহ] সুতান্ (নিজ নিজ পুত্রান্) দদৃশুঃ।

৩৩। অন্বয় ঃ তে (গোপাঃ) তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়াঃ (তেষাং সুতানাং দর্শনেন উদ্গতঃ যঃ বাৎসল্যপ্রেমসিন্ধুঃ তস্মিন্ নিমগ্নাঃ চিত্তবৃত্তয়োঃ যেষাং তে) জাতানুরাগাঃ গতমন্যবঃ (বিগতরোষাঃ) অর্ভকান্ উদ্বহ্য (উত্থাপ্য) দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) মূর্ধনি (মস্তকে) ঘ্রাণৈঃ পরমাং মুদমবাপুঃ।

৩১। মূলানুবাদ ঃ গোপগণ গাভীদিকে বাধা দেওয়ার প্রযত্নের নিষ্ফলতায় লজ্জা ক্রোধযুক্ত হয়ে দুর্গমপথ জনিত ক্লেশের সহিত সম্মুখে গিয়ে বাছুরদের সহিত নিজ পুত্রদের দেখলেন।

৩৩। মূলানুবাদ ঃ এঁদের দর্শনজনিত প্রেমরসে আপ্লুতচিত্ত ও অতঃপর অনুরাগে তৃষ্ণাতুর বৃদ্ধগোপগণ ক্রোধ ভুলে গিয়ে বালকদের বুকে উঠিয়ে নিয়ে দুবাহুতে আলিঙ্গন পূর্বক মস্তক-আঘ্রাণ করত পরমানন্দ লাভ করলেন।

লাগল)। এমন ভাবে তাদের গা চাটতে লাগল যেন গিলে ফেলছে—এই চাটার আধিক্য স্নেহাধিক্য সূচক॥ বি০ ৩১॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অভ্যেত্য অভিমুখম্যেত্য, অন্বেত্য ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অভ্যেত্য—সম্মুখে এসে। 'অন্বেত্য' পাঠও ক্বচিৎ পাওয়া যায়॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তাসাং গবাং রোধনে য আয়াসো লগুড়োৎক্ষেপাদিভিস্তস্য মৌঘ্যেন বৈয়র্থেন হেতুনা লজ্জা চ মন্যুশ্চতল্লজ্জামন্যু তেন দুর্গমার্গজনিত ক্লেশেন চাভ্যেত্য গোবৎসঃ সহ॥ বি০ ৩২॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎ—সেই গাভীদের। **রোধনায়াসম্**—আটকে রাখতে 'আয়াসো' লাঠি আস্ফালন প্রভৃতি,এই যত্নের **মৌঘ্য**—বৈফল্য হেতু লজ্জাও হল, ক্রোধও হল, সেই লজ্জা ক্রোধ ও দুর্গমপথ জনিত ক্লেশের সহিত **অভ্যেত্য**—সম্মুখে গিয়ে বাছুরের সহিত নিজ বালকদের দেখলেন॥ বি০ ৩২॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ যদ্যপি আয়াসাদয়ঃ প্রেমরসোদয়ান্তরায়া উক্তাস্তথা 'গবাং বৎসৈঃ সহিতান্' ইতি বৎসসঙ্গে স্থিতৈরপি স্বস্বসুতৈঃ পরমবৎসলানাং তাসাং দৃষ্টিপথে বৎসানামানয়না-

৩৪। ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ॥

৩৪। অন্বয় ঃ ততঃ প্রবয়সঃ (বৃদ্ধাঃ) গোপাঃ তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ (পুত্রালিঙ্গনেন আনন্দিতাঃ সন্তঃ) শনৈঃ কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন) অপগতাঃ (আলিঙ্গনাদিব্যাপারান্নিবৃত্তাঃ) তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ (সুতানামনুস্মরণে উদ্গচ্ছন্তি নেত্রজলানি যেষাং তে তাদৃশাঃ জাতাঃ)।

৩৪। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর বৃদ্ধগোপগণ পুত্র-আলিঙ্গন আনন্দ জলধিতে ডুবে গেলেন। গোচারণানুরোধেই অতি কষ্টে ধীরে ধীরে আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে ফিরে চললেন বটে, কিন্তু যেতে যেতে ঐ পুত্রদের নিরন্তর স্মরণে তাঁদের নয়ন ছলছল হল।

দনপসারণাচ্চ তেষামপরাধঃ সূচিতঃ, তথাপি তেষাং সুতানামীক্ষণেন য উৎকৃষ্টঃ প্রেমরসঃ তস্মিন্নাপ্লুতাশয়াঃ। উদগৃহ্য উচ্চৈরঙ্কে গৃহীত্বা, উদূহেতি পাঠে দীর্ঘত্বমার্ষম্; অর্থঃ স এব প্রেমরসানুরাগয়োঃ সুখাতিশয়তৃষ্ণাতিশয়াভ্যাং বিশেষণাভ্যাং ভেদঃ কল্প্যঃ। যদি চ গবামিব তেষামপি দূরতোঽপি স্বসুত-দর্শনসম্ভবাৎ কথঞ্চিদ্-দর্শনাভাবেঽপি বৎস-সঙ্গিনাং স্বসুতানাং স্ফুরণাত্তেষু ক্রোধোৎপত্তির্ন সম্ভবতীতি শক্যতে, তত্তদা স্বানতিক্রামন্তীর্গাঃ প্রত্যেব তেষাং মন্যুর্মন্তব্যঃ। স্বসুতানামতিসন্নিহিততয়া সুষ্ঠুমাধুর্য্যানুভবেষু তচ্ছান্তিপূর্ব্বক-প্রেমোদয়শ্চেতি॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যদিও পূর্ব শ্লোকে যে ক্লেশাদির কথা বলা হল, তা নিজ নিজ পুত্রগণের প্রতি প্রেমরস জাত হওয়ার পক্ষে অন্তরায় এবং বাছুরদের সঙ্গে থাকা সত্বেও নিজ নিজ পুত্রগণ যে বাছুরদের পরমবৎসল গাভীদের নজরের মধ্যে নিয়ে এল ও সরিয়ে নিয়ে গেল না, তাতে তাদের অপরাধও প্রকাশ পেল, তথাপি এই বালকদের দর্শনে তাঁদের চিত্তে অতি উচ্চ জাতীয় প্রেমরসের সঞ্চারে তাঁদের চিত্ত আপ্লুত হয়ে গেল। **উদগৃহ্য ইতি**—তারা নিজ নিজ পুত্রকে উঠিয়ে কোলে নিলেন। 'উদূহ্য' পাঠে একই অর্থ। **প্রেমরসানুরাগয়োঃ**—প্রেমরস আর অনুরাগ, এ দুয়ের মধ্যে ভেদ শাস্ত্র-নিয়মেই সিদ্ধান্ত করা আছে—প্রেমরসে সুখাতিশয় এবং অনুরাগে তৃষ্ণাতিশয়, এই দুই বিশেষণের দ্বারা। যদিও গাভীদের মতোই এই বৃদ্ধ গোপেদেরও দূরের থেকেই নিজ পুত্রদের দর্শন সম্ভব হেতু বা কোনও প্রকারে দর্শন অভাবেও বৎস-সঙ্গী নিজ পুত্রদের স্ফুরণ হেতু তাদিগেতে ক্রোধোৎপত্তি সম্ভব নয়, এরূপ মতই সমর্থন যোগ্য। সেই হেতু তদা তাদের নিজেদের বাধা অতিক্রম করে ছুটে যাওয়া গাভীদের প্রতিই ক্রোধ হল, এইরূপ মন্তব্য। এবং নিজ পুত্রদের অতি সান্নিধ্য হেতু তাঁদের সুষ্ঠু মাধুর্য অনুভব-তরঙ্গাঘাতে ঐ ক্রোধ শান্তির পর তাদের প্রতি প্রেমোদয়॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গতমন্যব ইতি, অরে অনভিজ্ঞা! অত্র পরমবৎসল গবাং গণদৃষ্টিপথে কথং বৎসা আনীতাঃ? ইতি তাংস্তাড়য়িমননোঽপি তেষাং বালানামীক্ষণোদ্ভূতেন প্রেমরসেন আপ্লুতাশয়াস্ত-তশ্চজাতানুরাগাঃ প্রেম্নামেব পঞ্চমীং কক্ষামনুরাগাভ্যাং তৃষ্ণাতিশয়ময়ীং প্রাপ্তাঃ। গতমন্যবোবিস্মৃতক্রোধাঃ॥

৩৫। ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্দ্ধের্বীক্ষ্যোৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্।
মুক্তস্তনেষ্বপত্যেষ্বপ্যহেতুর্বিদচিন্তয়ৎ॥

৩৫। অন্বয়ঃ মুক্তস্তনেষু অপি অপত্যেষু (বৎসেষু) ব্রজস্য (গোসমূহস্য) অনুক্ষণং প্রেমর্দ্ধেঃ ঔৎকণ্ঠ্যং (আতিশয্যং) বীক্ষ্য অহেতুবিৎ (তৎকারণম্ অজানন্) রামঃ অচিন্তয়ৎ।

৩৫। মূলানুবাদঃ দুধ-ছাড়া বাছুরদের প্রতি গাভীগণের এবং বালকদের প্রতি বৃদ্ধ গোপগণের প্রেমোচ্ছলতা হেতু নিরন্তর উৎকণ্ঠা দেখে, তার কারণ বুঝতে না পেরে শ্রীবলদেব চিন্তা করতে লাগলেন।

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গতমন্যব ইতি—অরে আনাড়ীগণ! এখানে পরমবৎসল গাভীদের দৃষ্টিপথে বাছুরদের কেন নিয়ে এলে? এইরূপে তাঁদের ভর্ৎসনা করতে মন করলেও সেই বালকদের ঈক্ষণোদ্ভূত প্রেমরসে বৃদ্ধগোপগণ আপ্লুতচিত্ত হয়ে গেলেন। এবং অতঃপর **জাতানুরাগাঃ**—প্রেমেরই পঞ্চমী কক্ষা অনুরাগদ্বয়ের দ্বারা অতিশয় তৃষ্ণাতুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে 'গতমন্যবঃ'—ক্রোধ ভুলে গেলেন॥ বি০ ৩৩॥

৩৪ শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রবয়সো বৃদ্ধা ইতি তেষাং প্রায়ো বিবেকিত্বাদিনা তাদৃগল্পবিয়োগেন মোহো ন সম্ভবতি, তথাপীত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বং বৃদ্ধা এব গোপালা আসন্নিতি বোধয়তি, তচ্চ গোপজাতেস্তৎসদ্ধর্ম্মত্বাৎ শ্রীব্রজেশস্য চ বালপুত্রত্বেন স্বপ্রতিনিধেরভাবেন স্বয়মেব গাঃ পালয়তঃ, সঙ্গৌচিত্যাৎ; অনুস্মৃতির্নিরন্তরস্মরণম্॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রবয়সো—বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হওয়াতে তাদের বিবেক প্রভৃতি থাকায় প্রায় তাদৃশ অল্প বিচ্ছেদে মোহ সম্ভব নয়, তথাপি এ ক্ষেত্রে হল। এর থেকে আরও বুঝা যাচ্ছে পূর্বে বৃদ্ধরাও গোপালক হতো—গোপজাতীর স্বধর্মবশতঃই। শ্রীব্রজরাজ নন্দের পুত্র ছোট থাকায় প্রতিনিধি অভাবে নিজেই ধেনু চরাতেন, অন্য সকলকে বন্ধুর মতো সঙ্গ দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত বলেই। **অনুস্মৃতি**—নিরন্তর স্মরণ॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ কৃচ্ছ্রাদেব শনৈরেব গোচারণানুরোধাদেব অপগতা স্তস্মাদাশ্লেষাদ্বিযুজ্য গতাস্তশ্চ বিচ্ছেদোত্থয়া তেষাং অনুস্মৃত্যা উদ্গতাশ্রবঃ॥ বি০ ৩৫,

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রবয়সো—বৃদ্ধ। **কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈঃ**—কষ্টেই, ধীরে ধীরেই—গোচারণ অনুরোধ হেতুই **অপগতা**—বালকদের থেকে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ফিরে চললেন। এবং অতঃপর নিরন্তর তাঁদের বিচ্ছেদোত্থ স্মরণে নয়ন থেকে অশ্রুপাত হতে লাগল॥ বি০ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ প্রেমর্দ্ধের্হেতোরৌৎকণ্ঠ্যমুৎকণ্ঠা—ইত্যুপচারাৎ, তত্রাতিশয় এব পর্য্যবস্যতি। টীকায়ামৌৎকট্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ॥ জী০ ৩৫॥

৩৬। কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে॥

৩৬। অন্বয়ঃ এতৎ কিম্ অদ্ভুতম্ [যৎ] সাত্মনঃ (মৎসহিতস্যাপি) ব্রজস্য (ব্রজজনস্য) অখিলাত্মনি বাসুদেবে ইব তোকেষু (বালকেষু) অপূর্বং প্রেম বর্ধতে।

৩৬। মূলানুবাদঃ অহো কি আশ্চর্য, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা সর্বাশ্রয় বাসুদেবের প্রতি পূর্বে যেমন প্রেম ছিল, এখন ব্রজের গো-গোপাদি সকলের নিজ পুত্রদের প্রতি সেইরূপ প্রেমবৃদ্ধি হচ্ছে কেন, আর বিশেষতঃ আমারই বা কেন এই বালকদিগের প্রতি কৃষ্ণতুল্য প্রেমবৃদ্ধি হচ্ছে।

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ প্রেমর্ধেঃ—প্রেমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে **ঔৎকণ্ঠ্যং** উৎকণ্ঠার ভাব, এই পদে এখানে লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করায় এই প্রেমবৃদ্ধির আতিশয্যই বুঝা যায়। টীকাতে কোথাও 'ঔৎকট্যম্' পাঠও আছে॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রেমর্দ্ধের্হেতোরৌৎকণ্ঠ্যং মুক্তস্তনেষ্বপি বৎসেষু নবপ্রসূতবৎসতরীণামপি গবাং অহেতুবিৎ হেতুমজানন্ অচিন্তয়দিতি। এতাবৎকালেষু প্রতিদিনমেব গোদোহনাদি সময়েষু নবপ্রসূতানপি বৎসান্ বিহায় প্রাচীনানেব বৎসান্ স্তনং পায়য়ন্তীঃ সর্ব্বা এব গাঃ পশ্যতোঽপি তস্য তস্মিন্নব দিনে যচ্চিন্তা প্রাদুরভূৎ তস্মিন্নপি দিনে যদন্যেষাং প্রবয়সাং বিবেকিনামপি গোপানাং তথা চিন্তনং নাভূৎ তত্র কারণং যোগমায়ৈব। ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্যৈব গো গোপী-গোপানাং বলদেবসহিতানাং সর্ব্বেষামেব ভগবতা স্বযোগমায়য়া মোহিতত্বাৎ প্রতিদিন বিরোধদর্শনেঽপি বিরোধানুসন্ধানং ন কস্যাপ্যভূৎ। কিন্তু সর্ব্বজগৎকারণস্য কারণার্ণবশায়িনোঽপি পরমাংশিত্বেন স্বাগ্রজত্বেন স্বপ্রিয়সখত্বেন চ বঞ্চনানৌচিত্যাদেতল্লীলাজিজ্ঞাপয়িষা শ্রীবলদেবে সমুচিতাপি পূর্ব্বং নাভূৎ। বর্ষপর্য্যন্তং তত্তচ্ছ্রীদামাদিপ্রিয়সখবিচ্ছেদ-দুঃখস্য তস্মৈ দাতুমনৌচিত্যাৎ স্বস্য তু তদ্দুঃখং নাস্ত্যেব বৎসকুলান্বেষকেণৈক প্রকাশেন তন্নিকট এব স্থিতত্বাৎ। অতো বর্ষাবসান্ এব ভগবতঃ সা তত্র যদাভূৎ তদা মায়াপি শনৈঃ শনৈরংশেনাংশেনৈব তস্মাদুপররাম নতু যুগপৎ সামস্ত্যেন। ভগবদৈশ্বর্য্যসিন্ধৌ তমপি ভক্তাভিমানাস্পদীকৃত্য নিমজ্জয়িতুমিত্যবসীয়তে॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ প্রেমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে উৎকণ্ঠা। **মুক্তস্তনেষু+অপি**—দুধ-ছাড়া হলেও সেই বাছুরদের প্রতি সদ্য বিয়ানো গাভীদের প্রেমবৃদ্ধির **অহেতুবিৎ**—হেতু জানতে না পেরে বলদেব চিন্তা করতে লাগলেন। ব্রহ্মমোহন দিন থেকে এতকাল প্রতিদিনই গোদোহন সময়ে সদ্য জাত বাছুরদের ত্যাগ করে দুধ ছাড়া বড় বাছুরদের স্তন পান করাচ্ছিল সব গাভীরাই, এ দেখেও বলরামের এতদিন পর সেই দিনই মাত্র যে চিন্তার প্রাদুর্ভাব হল, আর অন্যান্য বিবেকী বৃদ্ধ গোপদের (আগে তো হয়ই নি) সেই দিনেও যে সেরূপ চিন্তার উদয় হল না, এর কারণ যোগমায়াই। ব্রহ্মমোহন দিন থেকে ভগবতী যোগমায়া দ্বারা মোহিত থাকা হেতু বলদেবের সহিত গো-গোপী-গোপেদের সকলেরই প্রতিদিন বিরোধ দর্শন হলেও কারুরই বিরোধ অনুসন্ধান হয় নি। কিন্তু বলদেব সর্বজগৎকারণ কারণার্ণবশায়ীরও

৩৭। কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥

৩৭। অন্বয় ঃ কা ইয়ং মায়া দৈবী বা নারী উত (অথবা) আসুরী [মায়া ভবতি] কুতঃ (কস্মাৎ) আয়াতা বা প্রায়ঃ মে ভর্ত্তুঃ (মমাধীশ্বরস্য কৃষ্ণস্য) মায়া অস্তু অন্যা (মায়া) মে অপি (মমাপি) ন বিমোহিনী [ভবতি]।

৩৭। মূলানুবাদ ঃ এ কোন্ মায়া; এ কোথা থেকে এল; দেব, মনুষ্য কি অসুর কৃত ? সম্ভব, এ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া। অন্য তুচ্ছ মায়ার কি শক্তি আছে যে আমারও বিমোহিনী হবে।

পরমাংশী, নিজের বড় ভাই এবং নিজের প্রিয় সখা হওয়ায় তাঁকে বঞ্চনা করা অনুচিত বলে এই লীলা তাকে জানাবার ইচ্ছা সমুচিত হলেও পূর্বে এই ইচ্ছা হয় নি, কারণ এক বছর পর্যন্ত সেই সেই প্রিয় সখা শ্রীদামাদির বিচ্ছেদ দুঃখ তাঁকে দেওয়া অনুচিত। নিজের তো সেই দুঃখ হয়ই নি, বৎসকুল অন্বেষকরূপ এক প্রকাশে তাঁদের নিকটেই বিদ্যমান থাকা হেতু। অতএব বর্ষাবসানেই শ্রীভগবানের সেই ইচ্ছা সেদিন যখন হল, তখন মায়াও ক্রমে ক্রমে অংশে অংশেই বলরাম থেকে চলে গেল,—যুগপৎ সর্বাংশে নয়—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যসিন্ধুতে বলরামকেও ভক্তাভিমানাস্পদী করত নিমজ্জিত করার জন্য॥ বি॰ ৩৫॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ॰তোষণী টীকা ঃ অদ্ভুতং যুক্ত্যতীতম্, অখিলস্যাত্মনি, অতো বাসুদেবে সর্ব্বাশ্রয়ে, কিংবা তত্রাপি শ্রীবসুদেবাপত্যে পূর্ণভগবত্তয়া প্রকট ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বথা তস্মিন্নেব তদুচিত-তাদৃশপ্রেমবৃদ্ধের্যোগ্যতোক্তা, তথাপি তস্মিন্নিব ব্রজস্য গো-গোপাত্মকস্য তোকেষু স্বাপত্যেষু॥ জী॰ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অদ্ভুতম্—যুক্তির অতীত। **অখিলাত্মনি**—অতএব বাসুদেবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা, অতএব **বাসুদেবে**—সর্বাশ্রয়ে—এই সর্বাশ্রয় বাসুদেবে (পূর্বে যেমন প্রেম ছিল)। অথবা, **বাসুদেবে**—ব্রহ্মাণ্ড-পরমাত্মা এখন শ্রীবসুদেব আপত্যরূপে পূর্ণ ভগবত্তা প্রকাশ করে প্রকট কৃষ্ণে। এইরূপে সর্বথা একমাত্র তাতেই তদুচিত তাদৃশ প্রেমবৃদ্ধির যোগ্যতা বলা হল। তথাপি যেমন তাতে হয় ঠিক তেমই **ব্রজস্য**—গো-গোপাত্মক সকলের **তোকেষু**—শিশু সন্তান—নিজ পুত্রাদির প্রতি (প্রেমবৃদ্ধি হল—ইহা অদ্ভুত।)॥ জী॰ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রথমং মায়াংশোপরমে সতি বিরোধদর্শনোত্থং তস্য চিন্তনমাহ—কিমেতদিতি। বাসুদেবে ইবেতি বাসুদেবে যথা পুরা প্রেম তথা স্বতোকেষ্বপি ব্রজস্য প্রেম বর্দ্ধতে কিমেতদ-দ্ভুতং কিঞ্চ সাত্মনঃ মৎসহিতস্য মমাপি তেষু কৃষ্ণবৎ প্রেম কিমিত্যর্থঃ॥ বি॰ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রথম মায়াংশ চলে গেলে শ্রীবলরামের বিরোধদর্শনোত্থ চিন্তন বলা হচ্ছে—কিমেতদ্। **বাসুদেবে ইব**—পূর্বে বাসুদেবে যেরূপ প্রেমবৃদ্ধি সেইরূপ নিজ পুত্রদের প্রতিও প্রেমবৃদ্ধি হচ্ছে কেন ? এ-কি অদ্ভুত; আরও, কি আশ্চর্য **সাত্মনঃ**—বিশেষতঃ আমারও এ-দিগেতে কৃষ্ণতুল্য প্রেমবৃদ্ধি হচ্ছে কেন ?॥ বি॰ ৩৬॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথাত্র কাপি কস্যাপি মায়ৈব হেতুর্ভবেদিতি তর্কয়তি—কেয়মিতি। ইয়ং তেষু প্রেমবর্দ্ধিনী মায়া দুর্ঘটঘটনী শক্তিঃ। কা, কিংলক্ষণা? বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে, কুত আয়াতা, কস্মাৎ সমুদ্ভূতা, কেন চ কৃতেত্যর্থঃ। কুত ইত্যেব বিচারয়তি, বা-শব্দো বিতর্কে। তত্তৎপিত্রাদ্যুপাসিতৈর্দেবৈঃ কৈরপি মহাপ্রভাবৈঃ কৃতা কিম্? তেভ্যোঽপি মুনীনাং প্রভাবং পর্য্যালোচ্য তথৈব পক্ষান্তরং কল্পয়তি—নারীতি। অত্রাপি বা-শব্দো যোজ্যঃ। নন্বেবং শ্রীকৃষ্ণবন্নিজপুত্রাদিষু ব্রজজনানাং প্রেমবর্দ্ধনস্পর্দ্ধা চ ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য পুনর্বিকল্পয়তি। উত পক্ষান্তরে। আসুরী স্বস্বাপত্যেষ্বপি শ্রীকৃষ্ণসদৃশস্নেহবিবর্দ্ধনেন ব্রজস্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়কভাববিশেষহান্যা তন্মাহাত্ম্যসঙ্কোচাদ্যর্থং কংসাদিভিঃ কৃতা কিম্? পূতনাদীনাং তন্মোহনতাদর্শনাৎ। যদ্বা, মায়েয়ং দেবানাং মুনীনাং চ তল্লীলালোভেন প্রাচীনানন্তর্দ্ধাপ্য স্বয়মাবির্ভাবময়ী, সা তু সাধূনাং তেষাং ন সম্ভবতীতি তর্কান্তরেঽসুরাণান্তু পূতনাবৎসাসুরাদিবৎ দুষ্টভাবময়ীতি জ্ঞেয়ম্; তয়া তু শ্রীকৃষ্ণ ইব তেষু মম স্নেহবৃদ্ধির্ন সম্ভবতীত্যাহ—প্রায় ইতি। তস্য স্ববিষয়কবঞ্চনাসম্ভাবনায়া হেত্বনালোচনয়া তাদৃশপ্রেম্ণস্তৎস্বরূপৈকানুবধ্যতালোচনয়া চ প্রায় ইত্যুক্তম্, অস্তু স্যাৎ অনির্দ্ধারণে সম্ভাবনা; যদ্বা, অস্তু অবস্থিতি প্রার্থনা, অন্যথা মায়য়া মন্মোহনেন মল্লজ্জাহ্যুৎপত্তেঃ। বিমোহিনী নিরনুসন্ধানপ্রেমবর্দ্ধিনী, বি-শব্দো দীর্ঘকালত্বাদ্যপেক্ষয়া ইতি লক্ষণমপ্যস্যা দর্শিতম্॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর শ্রীবলদেব বিচার করতে লাগলেন—কার মায়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ—কেয়মিতি। **কা+ইয়ং**—এ কে? 'ইয়ং' ঐ গো-গোপালকদের প্রতি প্রেমবর্ধিনী মায়া অর্থাৎ দুর্ঘট-ঘটনী শক্তি কে? 'কা' কোন্ লক্ষণযুক্ত? **বা**—'বা' শব্দ সমুচ্চয়ে—এই মায়া কোথা থেকে এল, কার থেকে জাত হল, কেনই বা এই মায়া বিস্তার করা হল? কোথা থেকে এল, এই কথাটা বিচার করা হচ্ছে। দৈবী বা—'বা' শব্দ বিতর্কে। সেই সেই পিতা প্রভৃতির দ্বারা উপাসিত কোনও দেবতা দ্বারা কি বিস্তারিত এই মায়া? তাদের থেকেও মুনিদের প্রভাব বেশী বিচার করে সেইরূপই পক্ষান্তর উঠান হচ্ছে—নারীতি। এখানেও 'বা' শব্দটি যোগ করে—কোনও মানুষ সম্বন্ধীয় মায়া বা। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ব্রজবাসিদের নিজের পুত্রের প্রতি কৃষ্ণের মতো প্রেমবৃদ্ধি করানোর স্পর্ধা কারুর পক্ষে তো সম্ভব নয়। এইরূপ আশঙ্কা করে পুনরায় **উত**—পক্ষান্তর উঠান হচ্ছে—**আসুরী**—এ কি অসুর কৃত?—নিজ নিজ পুত্রেতেও শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ স্নেহ বিবর্ধনের দ্বারা ব্রজের গো-গোপ প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভাব বিশেষের হানিদ্বারা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সংকোচন প্রভৃতির জন্য এ মায়া কি কংসাদিকৃত। কারণ পূর্বেই তো পূতনা প্রভৃতির ব্রজবাসি মোহনতা দেখা গিয়েছে। অথবা, এ কি দেব-মুনিকৃত মায়া—কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ লোভে প্রাচীন বৎস-বালকদের অন্তর্ধান করিয়ে দেব মুনিদের স্বয়ম্ লীলায় আবির্ভাবময়ী মায়া—তবে এ তো সাধু তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং অন্য একটি বিচার করছেন, এ পূতনা-বৎসাসুরাদির মতো অসুরদেরই দুষ্টভাবময়ী মায়া, এরূপ বুঝতে হবে। এই আসুরী মায়াদ্বারা তো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার যে স্নেহবৃদ্ধি, সেইরূপ স্নেহবৃদ্ধি বৎস-বালকদের প্রতি আমার তো হওয়া সম্ভব নয়, এই আশয়ে

বলা হচ্ছে, প্রায় ইতি—আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া আমার বিমোহিনী হওয়া **প্রায়**—অসম্ভব নয়, হলেও হতে পারে—অন্যের মায়া তো সম্ভব নয়। বলরামের স্ববিষয়ক বঞ্চনা অসম্ভবনার হেতু সম্বন্ধে বিচার করে এবং বলরামের তাদৃশ প্রেমের কৃষ্ণস্বরূপৈকনিষ্ঠতার হেতু বিচার করে এই 'প্রায়' পদটি উক্ত হয়েছে এখানে। **প্রায় অস্তু**—(আমার প্রভুর মায়া) হলেও হতে পারে—অনির্ধারণে সম্ভাবনা। অথবা, **অস্তু**—পালন করুন, এইরূপ প্রার্থনা, কারণ অন্যথা মায়াদ্বারা আমার মোহন হলে আমার লজ্জাদির উদয় হবে। **বিমোহিনী**—'বি' অনুসন্ধানের অপেক্ষা বিনা প্রেমবর্ধিনী; আরও, এই মায়ার মোহন দীর্ঘকালস্থায়ী; দীর্ঘকালতা প্রভৃতির অপেক্ষায় এই 'বি' শব্দ. এইরূপে এই মায়ার লক্ষণ দেখান হল। [ইনি হলেন যোগ-মায়া, আমাদের মোহন যাঁর অধিকার।] ॥ জী০ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভবতু সর্ব্বজ্ঞতয়ৈব কারণমস্য জ্ঞাস্যামীতি ক্ষণং পরামৃশ্য দ্বিতীয়-মায়াংশোপরমে সতি মায়েয়মিতি নিশ্চিত্য সা কীদৃশী কুতস্ত্যা কিং সম্বন্ধিনীতি পুনর্বিতর্কয়তি কেয়ং মায়া ? কুতো হেতোঃ ? কুতো দেশাদ্বা ? দৈবীতি দেবা ব্রহ্মাদ্যা এব কিমৈশ্বর্য্য পরীক্ষণার্থং বৎসবালকা ভূত্বা অস্মাকং চিত্তং স্বেষু স্নেহয়ন্তি নৈতে শ্রীদামাদ্যাঃ। নারীতি নরা ঋষ্যাদয়এব কিং জ্ঞানপরীক্ষার্থমেতে বৎসাদ্যা অভূ-বন্। আসুরীতি অসুরাঃ কংসাদয় এব কিং বলেনাপারয়ন্তশ্ছলেনাস্মাকং হিংসার্থমেতেঽভুবন্নিতি বহুধা বিকল্প্য তৃতীয়মায়াংশোপরমে সতি পুনঃ সম্ভাবয়তি প্রায় ইতি। মে ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়া ইয়ং মহাযোগমায়াখ্যা শক্তিরসাধারণী যস্যাঃ খলু মায়া নিয়ন্তৃঘস্মাসু বিশুদ্ধ ঘনচিৎস্বপ্যধিকারঃ। অস্ত্বিতি সম্ভাবনায়াং লোট্। নান্যেতি কা নাম সা মায়া মমাপি মোহিনী যতো মদংশস্য মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষস্যাপি মায়য়া ব্রহ্মাদিকং সর্ব্ব-জগন্মোহিতমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যা হোক সর্বজ্ঞতা শক্তিতে এর কারণ জেনে নিচ্ছি, এইরূপে ক্ষণকাল চিন্তা করে দ্বিতীয় মায়াংশ চলে গেলে—এ মায়াই, এরূপ নিশ্চয় করত মায়া কীদৃশী, কোত্থেকে এল, কার সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এইরূপ পুনরায় বিচার করতে লাগলেন, **কেয়ং**—এ কোন্ মায়া। **কুত আয়াতা** কোন্ দেশ থেকে এল, এ কি দৈবী মায়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণই কি ঐশ্বর্য পরীক্ষা করার জন্য বৎস-বালক হয়ে আমাদের চিত্ত তাদিগেতে স্নেহবন্ত করে তুলছে—এরা কি শ্রীদামাদি নয়। নারীতি—এ কি মনুষ্য-সম্বন্ধীয় মায়া। 'নরা' ঋষিরাই কি জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এই বৎসাদি হয়েছে। এ-কি আসুরী মায়া—কংসাদি অসুরগণই কি বলে না পেরে ছলে আমাদিগকে বধ করার জন্য এইসব হয়েছে, এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করতে করতে তৃতীয় মায়াংশ চলে গেলে পুনরায় বিচার করছেন—প্রায় ইতি। **ইয়ং**—ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া—মহাযোগমায়া নামক অসাধারনী শক্তি, যাঁর অধিকার মায়া-নিয়ন্তৃ বিশুদ্ধঘনচিৎস্বরূপ আমাদের উপরেও। **অস্তু**—হলেও হতে পারে, সম্ভবনায় লোট্। **নান্য ইতি**—সেই তুচ্ছ মায়ার কি শক্তি যে আমারও মোহিনী হবে, যেহেতু আমার অংশ মহৎস্রষ্টা পুরুষেরও মায়াতে ব্রহ্মাদি সর্বজগৎ মোহিত হয়ে আছে, এরূপ ভাব ॥ বি০ ৩৭ ॥

৩৮। ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি।
সর্ব্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ॥

৩৯। নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদেত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ॥

৩৮। অন্বয় ঃ সঃ দাশার্হঃ (রামঃ) ইতি সঞ্চিন্ত্য বয়ুনেন চক্ষুষা (জ্ঞাননয়নেন) সর্ব্বান্ সবয়সান্ (সহচরান্) বৎসান্ (গোশাবকান্) অপি বৈকুণ্ঠং (শ্রীকৃষ্ণমেব) আচষ্ট (অপশ্যৎ)।

৩৯। অন্বয় ঃ ঈশ! (হে সর্ব্বেশ্বর!) এতে (গোবৎসগোপবালকাঃ) সুরেশাঃ (গরুড়াদয়ঃ) ন এতে ঋষয়ঃ (নারদাদয়ঃ) ন চ ভিদাশ্রয়েঽপি (পৃথক্ তয়া প্রতীয়মানে অপি এতস্মিন্ গোপালকবৃন্দে বৎসবৃন্দে চ) ত্বং এব ভাসি (প্রকাশসে) সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং কথং (কেন হেতুনা) নিগমাৎ (সংক্ষেপাৎ) বদ ইতি [বলদেবেন, উক্তেন প্রভুনা (কৃষ্ণেন) [কথিতং] বৃত্তং বলঃ (বলরামঃ) অবৈৎ (জ্ঞাতবান্)।

৩৮। মূলানুবাদ ঃ এইরূপ চিন্তা করবার পর শ্রীবলরাম অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানময় নয়নে বাছুর ও বালকদের শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই দেখতে পেলেন।

৩৯। মূলানুবাদ ঃ অহো যা পূর্বে ভেবেছিলাম তা নয়, এখন দেখছি, এই বৎস-বালকাদি না-দেবতাশ্রেষ্ঠ, না-ঋষি; কিন্তু হে কৃষ্ণ অদ্বিতীয় তুমিই এই বিবিধ ভেদের আধার স্বরূপ বৎস-বালকাদিরূপে প্রকাশ পাচ্ছ। অখণ্ড হয়েও এই-যে তোমার বৎস-বালকাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি, এ কেন হল, তা সংক্ষেপে বল। এইরূপ জিজ্ঞাসিত শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলদেব ব্রহ্ম মোহনাদি বৃত্তান্ত সবকিছু শুনলেন।

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সবয়সানিতি সমাসান্ত আর্ষঃ। বৈকুণ্ঠং স্বার্থেঽণ্, সর্ব্বথা কুণ্ঠতারহিতমিতি তদ্রূপত্বে লিঙ্গম্। বয়ুনেনানুসন্ধানাত্মক-জ্ঞানময়েন, তস্য বয়ুনস্য প্রেমবিশেষময়ত্বেন সামর্থ্য বিশেষং দ্যোতয়তি। দাশার্হঃ শ্রীযদুকুলোদ্ভবঃ ভ্রাতৃত্বং গত ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সবয়সান্—বয়স্যদিগকে। **বৈকুণ্ঠং ইতি**—সর্বপ্রকারে সঙ্কোচ রহিত—সেই বাছুর ও বালকদের 'বৈকুণ্ঠ' চিহ্নে চিহ্নিত দেখলেন—অর্থাৎ সেই বাছুর ও সুদামাদি বালকদের পূর্ণ সর্বব্যাপক কৃষ্ণরূপে দেখলেন। **বয়ুনেন**—অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানময় (নয়ন দ্বারা) —প্রেমবিশেষময় রূপে শ্রীবলরামের জ্ঞানের সামর্থ্য বিশেষ প্রকাশ করা হল। **দাশার্হ**—যদুকুলে জাত, এইরূপে কৃষ্ণের ভ্রাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন শ্রীবলরাম॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভবতু সমাধায় জ্ঞানদৃষ্ট্যা পুনরপ্যেতান্ নিভালয়ামিতি বিচারে সতিচতুর্থমায়াংশস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্যেচ্ছয়ৈব উপরমে সতি তান্ যথার্থান্ কৃষ্ণস্বরূপানেতানপশ্যদিত্যাহ—সবয়সানিতি। সমাসান্ত আর্ষঃ। বয়ুনেন সমাহিতজ্ঞানময়েন চক্ষুষা, বৈকুণ্ঠং শ্রীকৃষ্ণমেবাপশ্যৎ॥ বি০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যা হোক এর সমাধান করার জন্য পুনরায়ও এদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছি—এইরূপ বিচার করলে—কৃষ্ণেচ্ছায় চতুর্থ মায়াংশও চলে গেলে সেই যথার্থ কৃষ্ণ-স্বরূপেই এই বাছুরদের ও বালকদের প্রত্যেককে দেখতে পেলেন। **বয়ুনেন**—সমাহিত জ্ঞানময় চোখে। **বৈকুণ্ঠং**—কৃষ্ণস্বরূপে দেখতে পেলেন ॥ বি০ ৩৮ ॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সুরেশা দেবশ্রেষ্ঠাঃ শ্রীগরুড়াদয়ঃ, ঋষয়ঃ শ্রীনারদাদ্যাঃ ভিদাশ্রয়েইপি বালবৎসাদি-সমূহোইয়ং যদ্যপি বিবিধভেদস্যাশ্রয়স্তথাপি তস্মিন্নিত্যর্থঃ, ত্বমেব ভাসীতি স্বরূপা-নন্দাদিনৈক্যানুভবাৎ। অন্যত্রৈতঃ। যদ্বা, 'দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী' ইতিবদ্বিতর্ক্য পরিহরতি—নৈত ইতি। এতে বৎসাদয়ো ন সুরেশাঃ, ন চ ঋষয়ঃ, তে তত্তৎক্রীড়ালোভেন তানন্তর্দ্ধাপ্য বৎসাদিরূপাঃ সন্তীতি নেত্যর্থঃ, তেষামীদৃশপ্রেমাস্পদত্বাভাবাৎ। 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা০ ১০।১২।১১) ইত্যাদিরীত্যা তাদৃক্-কৃতপুণ্যপুঞ্জত্বাভাবাচ্চ। আসুরীত্যস্যোত্তরপক্ষে তদুল্লেখস্তু সঙ্কোচান্ন কৃতঃ, অত একোইপি ত্বং পৃথক্ বিবিধ-ভেদেন বর্ত্তমানং সর্ব্বমিদং বৎসাদিরূপং কুতোইভূরিতি নিগমাদ্বদ ইতি স্নেহেন বাক্‌শ্রমো নিরস্তঃ, প্রভুণা মাদৃশাং তস্যৈবেশ্বরেণ হেতুনা বৃত্তং তদজ্ঞাসীৎ, যতো বলঃ সর্ব্বসামর্থ্যাধিক্যবান্ 'বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ' (শ্রীভা ১০।৮।১২) ইত্যুক্তেঃ। এবং শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহেণৈব তদ্বিজ্ঞানং বোধিতম্। অন্যৎ সমানম্। এতাবন্তং কালং তস্য তত্তত্ত্বাজ্ঞানং তল্লীলানির্ব্বাহায় শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব, সা চ দয়ালুসরলস্বভাবস্য মদগ্রজস্য তেষাং তাদৃশাবস্থাসহনং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যৈব ॥ জী০ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সুরেশা — দেবশ্রেষ্ঠ গরুড়াদি। **ঋষয়ঃ**—শ্রীনারদাদি। **ভিদাশ্রয়েইপি**—এই বালক ও বৎসাদি সকল যদিও বিবিধ ভেদের আশ্রয় তথাপি এই বিবিধ ভেদের মধ্যে **ত্বমেব ভাসি**—তুমিই প্রকাশ পাচ্ছ, স্বরূপানন্দাদির ঐক্য অনুভব হেতু; অর্থাৎ এই বৎস-বালকাদি প্রত্যেক স্বরূপ থেকে যে পৃথক্ পৃথক্ আনন্দ অনুভব হচ্ছে তার ঐক্য এবং জগৎ-মাতান চমৎকারিতা থেকেই বুঝা যাচ্ছে, এই বিভিন্ন পাত্রের মধ্যেও **ত্বমেব ভাসীশ**—হে ঈশ! তুমিই প্রকাশ পাচ্ছ। অথবা, পূর্বের ৩৭ শ্লোকে যে বিতর্ক করা হয়েছে, 'এ কি দৈবী, মানুষী কি আসুরী মায়া,' তাই পরিহার করা হচ্ছে এখানে—নৈত ইতি। এই গোবৎসাদি না-দেবতাশ্রেষ্ঠ, না-ঋষিবর্গ—তাঁরাই যে সেই সেই ক্রীড়ালোভে বৎস ও বালকদিকে অন্তর্ধান করিয়ে নিজেরাই বৎসাদিরূপ হয়েছেন তা নয়।—কারণ তাঁদের ব্রজজনকে আত্মহারা-করা প্রেমের আধার হওয়ার মতো গুণের অভাব। আরও তাঁদের ব্রজজনদের মতো সৌভাগ্যেরও অভাব, যে সৌভাগ্যে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ হয়—একথার প্রমাণ শ্রীভা০ ১০।১২।১১ শ্লোক, যথা—"বহু ধ্যান-ধারণা করেও যোগীরা যে-কৃষ্ণের বিহারভূমির কিরণচ্ছটাও লাভ করতে পারে না, সেই কৃষ্ণের সঙ্গে যারা খেলা করেন, সেই ব্রজজনদের সৌভাগের কথা আর কি বলা যাবে।" অসুর যে বৎসাদিরূপ হতে পারে না, এ কথা বলার জন্য এই প্রস্তুত শ্লোকে 'অসুর' শব্দটির উল্লেখ উত্তর-সাপেক্ষেও করা হল না সঙ্কোচ বশতঃ। অতএব **অপি**—একোইপি অর্থাৎ অখণ্ড হয়েও **পৃথক্**—বিবিধ ভেদে বর্তমান

সর্ব্বং—এই বৎসাদিরূপ কি হেতু হলে, তা বল; **নিগমাৎ**—সংক্ষেপে—বেশী কথা বললে ছোট ভাই-এর পরিশ্রম হবে তাই স্নেহপরবশ হয়ে সংক্ষেপে বলতে বললেন। **প্রভুণা**—বলরাম কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, বিলাস মূর্তি, সর্ব সামর্থ্যে অধিক এবং পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ—"সর্বাপেক্ষা বলশালী বলে লোকে এঁকে বলরাম বলে জানবে।"—ভা॰ ১০।৮।১২। এরূপ হলেও যেহেতু কৃষ্ণ বলরামেরও ঈশ্বর তাই কৃষ্ণের মায়া এই লীলারহস্য ভেদ করার শক্তি তাঁরও হল না। একমাত্র কৃষ্ণের অনুগ্রহেই তাঁর লীলারহস্য বোঝা যেতে পারে। এতাবৎকাল তাঁর লীলা নির্বাহের জন্য তাঁর ইচ্ছাতেই বলরাম এই লীলারহস্য জানতে পারে নি। এই ইচ্ছারও উদ্ভব—'দয়ালু-সরল স্বভাব আমার অগ্রজ এই বৎস-বালকদের তাদৃশ অবস্থা সইতে পারবে না,' এই আশঙ্কাতেই ॥ জী॰ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ কৃষ্ণস্যৈবং বৎসবালকীভাবে কিং কারণং? কিম্বা প্রয়োজনং? তে বৎসবালকা বা ক্ব স্থাপিতা ইতি। বহুতরসমাধিনাপি যৎ স্বয়ং জ্ঞাতুং নেষ্টে, তত্র মায়া ন কারণং কিন্তু স্বয়ং ভগবত কৃষ্ণস্য খল্বৈশ্বর্য্যমসাধারণমিত্থং স্বরূপমেব। সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞা অপি নারায়ণাদয়ঃ। পরমেশ্বরাঃ স্বাংশা অপি যদ্বিষয়কমল্পজ্ঞত্বমেব বিভ্রতি নতু সর্ব্বজ্ঞত্বং স্বত ইত্যত্র প্রমাণং দ্বারকাবাসিবিপ্রবালকহর্ত্তা ভূমা মহাপুরুষোঽপ্যগ্রত আখ্যাস্যতে, তস্মাৎ শ্রীবলদেবঃ কৃষ্ণং পৃষ্ট্বৈব সর্ব্বং তত্ত্বমবগতবানিত্যাহ—নৈতে ইতি। সুরেশা ব্রহ্মাদ্যা এব মায়য়া বৎসবালকাকারা এতে ন সম্ভবন্তি, নাপি ঋষয়ঃ চকারান্নাপ্যসুরাঃ কিন্তু ভিদাশ্রয়েঽপি বিবিধভেদাস্পদেঽপি বৎসবালাদিসমূহে ত্বমেবৈকো ভাসি একস্যাপি তব পৃথক্ত্বং বৎসবালাদিরূপত্বং সর্ব্বং কথং তন্নিগমাৎ সংক্ষেপাদ্বদেত্যুক্তেন পৃষ্টেন প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বলঃ অবৈৎ ব্রহ্মমোহনাদি বৃত্তং জ্ঞাতবান্ ॥ বি॰ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর কৃষ্ণের এইরূপ বৎস-বালকীভাবের কারণ কি? প্রয়োজনই বা কি? সেই বৎস-বালকদের কোথায়ই বা লুকিয়ে রাখা হয়েছে? বহুতর সমাধিতেও যেহেতু এইসব ব্যাপার স্বয়ং জ্ঞানের মধ্যে এল না, তখন বুঝা যাচ্ছে এ বিষয়ে মায়া কারণ নয়, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অসাধারণ ঐশ্বর্যই নিশ্চয় কারণ, এই ঐশ্বর্যের স্বরূপই এরূপ অদ্ভুত যে তাঁর স্বাংশ নারায়ণাদি পরমেশ্বরগণও সর্বত্র সর্বজ্ঞ হলেও এই ঐশ্বর্যের বিষয়ে অল্পজ্ঞ রূপেই প্রকাশ পান, আপনা থেকে সর্বজ্ঞরূপে নয়—এ বিষয়ে প্রমাণ দশম ৮৯ অধ্যায়ে দ্বারকাবাসিবিপ্রের বালক হরণকারী ভূমা মহাপুরুষ, সুতরাং শ্রীবলদেব কৃষ্ণকে দেখবার পরই সকল তত্ত্ব জানতে পারলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নৈতে ইতি। **সুরেশা**—ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণই যে মায়ায় বৎস বালকাকার হয়েছেন, এ সম্ভব নয়, ঋষিগণের পক্ষেও সম্ভব নয়। অসুরদের পক্ষেও নয়। কিন্তু **ভিদাশ্রয়েঽপি**—বৎস বালকাদি সমূহ বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন পাত্র হলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক তুমিই প্রকাশ পাচ্ছ। এক হয়েও আপনার **পৃথক্ ত্বং**—পৃথক্ পৃথক্ এই বৎসবালাদিরূপ সকল কেন হল তা **নিগমাৎ**—সংক্ষেপে বল। এইরূপে জিজ্ঞাসিত **প্রভুণা**—শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলদেব ব্রহ্মমোহনাদি ব্যাপার সব কিছু জানলেন ॥ বি॰ ৩৯ ॥

৪০। তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ক্রট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্॥

৪০। **অন্বয় ঃ** আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) আত্মমানেন (নিজপরিমাণেন) ক্রট্যনেহসা (ত্রুটিপরিমিতকালেন) তাবৎ (তৎক্ষণাদেব) এত্য আব্দং (একবৎসর পর্যন্তং) ক্রীড়ন্তং সকলং (সানুচরং) হরিং দদৃশে।

৪০। **মূলানুবাদ ঃ** অতঃপর ব্রহ্মা নিজমানে চোখের নিমেষে (মনুষ্য মানে এক বৎসর কালে) ফিরে এসে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ একবৎসর ধরে নিজ অংশরূপী বৎস-বালকগণের সহিত খেলা করে বেড়াচ্ছেন।

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অথ ব্রহ্মাপি তত্তত্ত্বং শ্রীভগবৎকৃপয়ৈব জ্ঞাতবানিতি তৎপ্রসঙ্গমারভ্যতে—তাবদিত্যাদিনা। তাবদিতি—গতেঽপি বর্ষে ইত্যর্থঃ। অতিশীঘ্রাগমনং মহাভয়াদিতি জ্ঞেয়ম্, যত আত্মনো হরেরেব ভবতীতি তথা সঃ। আব্দম্ একাব্দ পর্যন্তম্, সকলমিতি কলাঃ বালাঃ বৎসাশ্চ, ন তু শ্রীবলদেবঃ, তদ্দিনক্রীড়ানির্ব্বাহায় রহস্যং কথয়িত্বা বনে তদনয়নাৎ॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর ব্রহ্মাও শ্রীভগবৎকৃপায় সেই তত্ত্ব জানতে পারলেন, সেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হচ্ছে—'তাবদেত্য' ইত্যাদি। **তাবৎ ইতি**—ব্রহ্মমানে ত্রুটিমাত্র কাল যার মধ্যে মনুষ্যমানের এক বৎসরকাল, তা গত হলে। ব্রহ্মার নিজ হিসাব মতো ত্রুটিমাত্র কাল পরই অর্থাৎ চক্ষের নিমেষে তাঁর ফিরে আসার কারণ মহাভয়, এইরূপ বুঝতে হবে। যেহেতু **আত্মভুঃ**—ব্রহ্মা হরি থেকেই জাত—তার নাভি পদ্ম থেকে। **আব্দং**—এক বৎসর পর্যন্ত। **সকলম্**—বালকগণ ও বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণের 'কলা' অংশ—তাঁদের সহিত খেলায় রত দেখলেন। শ্রীবলদেবের সহিত কিন্তু নয়। কারণ সেই দিনের লীলা নির্বাহের জন্য শ্রীবলদেবের অনুপস্থিতি প্রয়োজন, তাই একটু আগে লীলার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে তাকে জ্ঞাত করিয়ে ঘরে রেখে যাওয়া হল॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব গোপ্যাদীনাং মোহনাদিকং বিবৃত্য পুনর্ব্রহ্মণোঽপি বিশেষতো মোহনাদিকং বিবরীতুমারভতে- তাবদিতি। বর্ষে যাতেঽপি আত্মনো মানেন ক্রট্যনেহসা ত্রুটিমাত্রকালেন অতিশীঘ্রাগমনং মহাভয়েনৈব। যত আত্মনো হরেঃ সকাশাদেব ভবতীতি সঃ। আব্দমেকাব্দ পর্য্যন্তং সকলং বৎসবালাদিকং হরিং কৃষ্ণঞ্চ বস্তুতস্তু কলাস্তৎস্বরূপভূতা বৎসবালাস্তাস্তৎসহিতং দদৃশে দদর্শ। বলদেবস্তু পূর্ব্ববর্ষবত্তস্মিন্নেব জন্মর্ক্ষদিনে শান্তিকস্নানার্থং মাত্রা রক্ষিত ইতি পূর্ব্ববজ্জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গেই গোপী প্রভৃতির মোহনাদি বিবৃত করত পুনরায় ব্রহ্মারও বিশেষ প্রকারের মোহনাদি বর্ণনা করতে আরম্ভ হচ্ছে—তাবদিতি। মনুষ্যমানে এক বৎসর কাল গত হলেও ব্রহ্মমানে **ক্রট্যনেহসা**—ত্রুটিমাত্র কালে অর্থাৎ চোখের নিমেষে ব্রহ্মার যে ফিরে আসা, তা মহা ভয়েতেই। যেহেতু **আত্মভুঃ**—ব্রহ্মা শ্রীহরির নাভিপদ্ম থেকেই জাত হয়েছেন। **আব্দং**—বৎসর কাল পর্যন্ত। **সকলং**—বৎস-বালাদি এবং কৃষ্ণ—বস্তুতস্তু 'কলা' কৃষ্ণস্বরূপভূত অর্থাৎ কৃষ্ণই যে সব বৎস-

৪১। যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ॥
৪২। ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্॥

৪১-৪২। **অন্বয়** ঃ গোকুলে যাবন্তঃ বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্বে হি মে (মম) মায়াশয়ে (মায়া শয্যায়াং) শয়ানা অদ্য অপি পুনঃ ন উত্থিতাঃ।

ইতঃ মন্মায়ামোহিতেতরে (মম মায়ামোহিত বালেভ্যঃ ভিন্নাঃ) তাবন্ত এব (তাবৎ সংখ্যকা এব) বিষ্ণুনা সমং (কৃষ্ণেন সহ) তত্র অব্দং (বৎসরং পর্য্যন্তং) ক্রীড়ন্তঃ অত্র এতে কুত্রত্যাঃ (কুতঃ আগতাঃ)।

৪১-৪২। **মূলানুবাদ** ঃ [মায়া শয্যার নিকট দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা চিন্তা করছেন—] গোকুলে সুদামাদি যত রাখাল বালক ছিল তাঁরা সকলেই বাছুর সহ আমার মায়া শয্যায় এই তো শায়িত আছে। আজও তাঁরা জাগরিত হয় নি। তা'হলে এখান থেকে ঐ কিঞ্চিৎ দূরে আমার এই মায়ামোহিতদের থেকে ভিন্ন অপর সুদামাদি বালক কোথা থেকে এসে প্রত্যক্ষ হয়ে, কৃষ্ণের সঙ্গে বৎসর কাল ধরে খেলা করে চলেছে।

বালাদি হয়েছেন, সেই তাঁদের সহিত কৃষ্ণকে **দদৃশে**—দেখলেন। (বলদেবকে পূর্ব বৎসরের মতোই জন্ম-নক্ষত্র দিন বলে শান্তি-স্নানাদির জন্য মা ঘরে রেখে দিলেন—যেমন না-কি পূর্ব বৎসরেও রেখে দিয়েছিলেন॥ বি০ ৪০॥

৪১ ৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ গোকুলে যাবন্তো বালা বৎসপালরূপা আসন্ তাবন্তঃ সর্ব এব বৎসসহিতাঃ সন্তঃ; মায়েত্যাদি যোজ্যম্॥

ইতো হেতোঃ; যদ্বা, এতে মায়াশয়ে শয়ানা ইতো বর্ত্তন্তে। মন্মায়ামোহিতেতরে চাত্র কুত্রত্যা ইতি যোজ্যম্। বিষ্ণুনা ইত্যব্দং ব্যাপ্য তথৈব ক্রীড়নাভিপ্রায়েণ॥ জী০ ৪১-৪২॥

৪১-৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ পূর্বে গোকুলে রাখালরূপী যত **বালাঃ**—বালক ছিল তারা সকলেই, বৎস সহিত আমার মায়া শয্যায় শয়ন করে আছে।

ইতো—এই কারণে। অথবা, এরা সকলেই মায়া শয্যায় শায়িত অবস্থায় **ইতো**—বিরাজ করছে। আমার মায়ায় মোহিত বৎস বালকগণ ভিন্ন অন্য এরা কোথা থেকে এল। **বিষ্ণুণা ইতি**—বিষ্ণুর সহিত পূর্বের মতোই **ক্রীড়ন্তো**—খেলা করার অভিপ্রায়ে কোথা থেকে এল॥ জী০ ৪১-৪২॥

৪১-৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দৃষ্টবাদৈবং ব্যতর্কয়দিত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। মায়াশয়ে মন্মায়াতল্পে॥

মন্মায়ামোহিতাস্তএব কৃষ্ণেনাত্রানীতা বেতি বিভাব্য মায়িকানাং নাতিনিকটে গত্বা তর্জ্জন্যা সাভিনয়মাহ ইতঃ প্রদেশাদত্র কিঞ্চিদ্দূরে এতে বৎসবালা বর্ত্তন্ত এব তত্র বিষ্ণুনা সমং ক্রীড়ন্তঃ কুত্রত্যাস্তে কীদৃশা মন্মায়ামোহিতেভ্য এভ্য ইতরে॥ বি০ ৪১-৪২॥

৪৩। এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভুঃ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন।

৪৩। অন্বয় ঃ সঃ আত্মভুঃ (ব্রহ্মা) এবং এতেষু ভেদেষু কে সত্যাঃ কতরে ন (সত্যাঃ ন) ইতি চিরং ধ্যাত্বা (বহুবিচিন্ত্যাপি) কথঞ্চন জ্ঞাতুং ন ঈষ্টে (ন সমর্থঃ বভূব)।

৪৩। মূলানুবাদ ঃ এই প্রকারে কৃষ্ণ সঙ্গে খেলারত ও মায়ানিদ্রায় শায়িত এই উভয়বিধ সুদামাদি বালকদের দেখে ব্রহ্মা অনুসন্ধানাত্মক চিন্তায় ডুবে গিয়েও কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, এদের মধ্যে কোন্‌গুলি আসল সুদামাদি বালক, আর কোন্‌গুলি মায়া নির্মিত।

৪১-৪২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই রূপ দেখবার পর ব্রহ্মা যে বিতর্ক করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে দুটি শ্লোকে। **মায়াশয়ে**—আমার মায়া-শয্যায়।

তবে এই যে দেখা যাচ্ছে,এই সব বৎস-বালক কোথা থেকে এল—এরা কি আমার মায়ায় মোহিত-গণই; অথবা কৃষ্ণের দ্বারা আনিত অন্য বৎস বালক। এইরূপ মনে করে মায়িকদের অতি নিকট না গিয়ে গোকুলের দিকে তর্জনী দেখিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললেন ব্রহ্মা—**ইতঃ**—এই স্থান থেকে কিঞ্চিৎ দূরে **এতে**—এইসব বৎস-বালকগণ ঐ তো **তত্র**—গোকুল বনে সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করে বেড়াচ্ছে। এখানকার মায়া মোহিতদের থেকে ভিন্ন এই ওরা কোথা থেকে এল ? ওরা কিদৃশ ?॥

৪৩। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবমুক্তপ্রকারেণ ভেদেষু মোহিতানুসন্ধানম্ অমোহিতানুসন্ধানং, তয়োর্বিপর্য্যয়স্তেষু এতেষু মধ্যে কে সত্যাঃ অনারোপিতপূর্ব্ববৎসবালভাবাঃ, কতরে চ ন সত্যাঃ ? কিং নাম সম্মোহিতান্ ভগবতা নীত্বা তৎপরিবর্ত্তে নান্যে তাদৃশা মায়য়া নির্ম্মায়াত্রাপ্যমী স্থাপিতাঃ; কিংবা ভগবতা সহ ক্রীড়ন্ত এতে মায়ানির্ম্মিতাঃ, কিংবা ময়া ভ্রান্ত্যৈব তে দৃশ্যন্তে এতে বেতি চিরং ধ্যাত্বাপি নিজবিচারাদিপ্রয়াসেন নিশ্চেতুং নেষ্টে, ন শক্ত ইত্যর্থঃ। স মায়াবিস্তারকোঽপি আত্মভূঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানোঽপি ভগবন্মায়য়ৈব জ্ঞাতুং নেষ্টে ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দুই দল বৎস-বালক, এক তো মায়াশয্যায় শায়িত, অন্য কৃষ্ণ সঙ্গে খেলারত—এই ভেদের মধ্যে ব্রহ্মার বিচারে উক্ত প্রকারে উল্টা পাল্টা লেগে যাচ্ছে—এদের মধ্যে কারা সত্য অর্থাৎ আসল পূর্ববৎস-বালক স্বরূপ, আর কারা সত্য নয় ? আমার দ্বারা সম্মোহিত বৎস-বালকদিকে শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে গিয়ে তাদৃশ অন্য মায়া দ্বারা নির্মান করিয়ে এখানে স্থাপন করেছেন কি ? কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁরা খেলা করছেন তাঁরা মায়া নির্মিত। কিম্বা মরীচিকায় জল-ভ্রমের মতো এই মায়ামুগ্ধ বৎস-বালকরাই খেলারত বলে দৃশ্য হচ্ছে আমার ভ্রমে। এইরূপে বহুক্ষণ **ধ্যাত্বাপি**—ধ্যান করেও অর্থাৎ নিজ বিচারাদি প্রয়াসেও নিশ্চয় করতে পারলেন না তিনি মায়া বিস্তারক হয়েও, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও ভগবৎ-মায়া জানতে সমর্থ হলেন না॥ জী০ ৪৩॥

৪৪। এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** অজঃ অপি বিমোহং (মোহশূন্যং) বিশ্বমোহনং [ব্রহ্মা] বিষ্ণুং সম্মোহয়ন্ স্বয়া এব মায়য়া (বিষ্ণোর্মায়য়া এব) স্বয়ং এব এবং বিমোহিতঃ [বভূব]।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে মোহরহিত,জগন্মোহন, সর্বব্যাপী কৃষ্ণকে মোহিত করতে ইচ্ছা করে ব্রহ্মা নিজেই এক বিষম মায়ায় বিমোহিত হয়ে পড়লেন।

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** এতেষু ভেদেষ্বিতি কিমেতে ইহ প্রকৃতাস্তত্রাহ—কৃষ্ণসৃষ্টাঃ। কিম্বা অতএব কৃষ্ণসৃষ্টাস্তত্র তে প্রকৃতাঃ কিম্বা উভয়ে এব কৃষ্ণসৃষ্টাঃ প্রকৃতাস্তু কৃষ্ণেনৈব ক্কাপি ব্রহ্মাণ্ডান্তরে চালিতাঃ। কিম্বা কৃষ্ণেন বৎসবালানাং প্রকাশদ্বয়ীকরণাৎ উভয়ে এব প্রকৃতাঃ, কিম্বা ময়িতত্র গত্বা পশ্যতি সতি অত এব কৃষ্ণেন তত্র নীয়ন্তে পুনরত্রাগচ্ছতি ময়ি তে এবাত্র নীয়ন্তে। ভবতু তর্হি যুগপদেবোভয়ত্র দৃষ্টী-র্নিক্ষিপামীতি তথা কৃত্বাপি তানুভয়ত্র দৃষ্ট্বা চিরং ধ্যাত্বেতি ভবতু স্বীয় সর্বজ্ঞতয়ৈবাহমবশ্যং জ্ঞাস্যামীতি বহুসমাধিনাপি জ্ঞাতুং নৈবাশকদিত্যাহ—সত্যা ইতি। এতেষু ভেদেষু মধ্যে সত্যা ভগবৎস্বরূপভূতা ন সত্যা বহিরঙ্গমায়াসৃষ্টা ইতীমং ভেদস্তু কথঞ্চন জ্ঞাতুং সংশয় জ্ঞানবিবরীকর্তুমপি নেষ্টে ন শশাক॥ বি° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপ ব্রহ্মার অনুসন্ধানাত্মক চিন্তাধারা—মায়ামোহিত ও কৃষ্ণসঙ্গে খেলায় রত, এই উভয়বিধ বৎস-বালকের মধ্যে কে আসল কে নকল—এই এখানে যারা মায়া মোহিত হয়ে আছে এরাই আসল কি কৃষ্ণসৃষ্ট, কিম্বা ঐ কিঞ্চিৎ দূরে যারা খেলায় রত তারাই কৃষ্ণসৃষ্ট কি আসল। অথবা উভয়েই কৃষ্ণসৃষ্ট, আসলদের কৃষ্ণই অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সরিয়ে দিয়েছেন, কিম্বা আমি ঐ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে দেখতে নিলে খেলারতদের কৃষ্ণ ঐ মায়া-শয্যায় নিয়ে আসেন—পুনরায় মায়াশয্যার নিকটে এলে ঐ কিঞ্চিৎদূরে খেলাস্থানে নিয়ে যান—আচ্ছা বেশ তো আমি দুদিকে যুগপৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছি—এরূপ করেও উভয় স্থানেই বৎস-বালকদের দেখে মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়ে **চিরং ধ্যাত্বা**—আচ্ছা বেশ তো আমি নিজের সর্বজ্ঞতা শক্তিতে অবশ্য জেনে নিচ্ছি, কিন্তু বহু সমাধি দ্বারাও জানতে পারলেন না ব্রহ্মা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্যা ইতি। **এতেষু ভেদেষু**—উভয় স্থানে স্থিত বৎস-বালকদের মধ্যে কোনগুলি **সত্যাঃ**—সত্য অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপভূত, আর কোনগুলি অসত্য অর্থাৎ বহিরঙ্গ-মায়াসৃষ্ট, এই ভেদ কোন প্রকারেই **জ্ঞাতুং**—জানতে অর্থাৎ সংশয়-নিরসনে সঠিক ভাবে জানতে পারলেন না॥ বি° ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** সম্মোহয়ন্ স্বমায়য়া বৎসাদ্যাচ্ছাদনাৎ সম্মোহিতুমিচ্ছন্নি-ত্যর্থঃ; এবং তদভিপ্রায়ানুসারেণৈব সং-শব্দঃ; বিষ্ণুমিতি—সর্ব্বব্যাপকত্বান্মায়য়া তস্য দৃষ্ট্যাচ্ছাদনং ন ঘটেতেতি ভাবঃ। ততো বিমোহং মোহয়িতুমশক্যমপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বিশ্বমোহনমপি অজঃ স্বয়ম্ভূরিতি পূর্ব্ববৎ; এব-শব্দাভ্যাম্—ন তু ভগবন্মায়য়া, ন তু ভগবান্ বেতি বোধ্যতে॥ জী° ৪৪॥

৪৫। তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥

৪৫। অন্বয় ঃ তম্যাং (গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্নরজন্যাং) নৈহারং (হিমকণপ্রভবং) তমোবৎ (অন্ধকার ইব) [যথা] অহণি (দিবালোকে) খদ্যোতার্চ্চি [পৃথক্ প্রকাশং ন করোতি, পরন্তু সূর্য্যালোকে লীন ভবতি] [তথা] মহতি (মহামায়িনি) যুঞ্জতঃ (স্বমায়াং বিস্তারয়তো জনস্য) আত্মনি (স্বস্মিন্নেব) ইতর মায়া ঐশ্যং (সামর্থ্যং) নিহন্তি।

৪৫। মূলানুবাদ ঃ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে যেমন কুয়াশার অন্ধকার স্বয়ংই আবৃত হয়ে পড়ে এবং দিবালোকে যেমন জোনাকির দীপ্তি স্বয়ংই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে সেইরূপ মহাপুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে অধমজনের মায়া অসমর্থ তো হয়ই, উপরন্তু ঐ অধমের ক্ষুদ্র যে সামর্থ্য, তাও বিনাশ করে থাকে।

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সম্মোহয়ন্ স্বমায়য়া**—বাল-বৎসাদি আচ্ছাদন পূর্বক নিজ মায়ার প্রভাব বিস্তারে সম্মোহিত করার জন্য ইচ্ছা করে। সম্যক্ প্রকারে মোহিত করাই ব্রহ্মার ইচ্ছা ছিল, তাই 'সম্' শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। **বিষ্ণুম্ ইতি**—কৃষ্ণের সর্বব্যাপকতা বুঝানোর জন্য 'বিষ্ণু' পদে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে—কৃষ্ণ সর্বব্যাপক বলে মায়াদ্বারা তাঁর দৃষ্টি আচ্ছাদন সম্ভব নয়, এইরূপ ভাব। অতএব **বিষ্ণুং বিমোহং**—বিমোহ বিষ্ণুকে, অন্যের দ্বারা মোহিত হওয়ার যোগ্য না হলেও তাঁকে। আরও, তিনি বিশ্বমোহন হলেও তাঁকে। **অজঃ**—ব্রহ্মা, পুত্র হয়েও; 'অ' বিষ্ণু, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জন্ম, তাই তাঁকে বলা হল অজ। **স্বয়ৈব**—নিজেরই মায়া দ্বারা **স্বয়মেব**—নিজেই বিমোহিত—এখানে দুবার 'এব' শব্দ দিয়ে বুঝানো হল, ব্রহ্মার এই মোহন শ্রীভগবৎ মায়া দ্বারা হয় নি, আর ভগবানও মোহিত হন নি॥ জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ততশ্চ ব্রহ্মা মোহসমুদ্রাবর্ত্তে নিপপাতেত্যাহ—এবমিতি। সম্মোহয়ন্ বৎসবালস্তেয়েন মোহয়িতুমুপক্রমমাণঃ অজো ব্রহ্মাপি স্বয়ৈবমায়য়া স্বয়মেব বিষ্ণৌ প্রযুক্তয়া হেতুনা বিমোহিতঃ ভগবন্মায়য়া বিশেষেণৈব মোহিতঃ। মোহিতস্যাপি ব্রহ্মণ এবং বিহ্বলীকরণরূপে বিমোহনে ভগবতি মায়াপ্রয়োগরূপোঽপরাধ এব কারণমিত্যর্থঃ। নতু স্বমায়য়ৈব ব্রহ্মা বিমোহিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাসম্ভবাৎ উত্তরশ্লোকে দৃষ্টান্তবিরোধাচ্চ॥ বি০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর ব্রহ্মা মোহসমুদ্র-আবর্তে নিপতিত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবম ইতি। **সম্মোহয়ন্**-বৎস বালক চুরি দ্বারা মোহিত করতে প্রবৃত্ত হয়ে **অজোঽপি**-ব্রহ্মা হয়েও **স্বয়ৈব মায়য়া স্বয়মেব**-বিষ্ণুর প্রতি মায়া বিস্তার করতে যাওয়া হেতু, **বিমোহিতঃ**-ভগবৎ মায়ায় বিশেষ রূপেই মোহিত—এবং মোহিত ব্রহ্মার এইরূপ বিহ্বলীকরণরূপ বিমোহনে কারণ হল, ভগবানে মায়া-প্রয়োগরূপ অপরাধই। নিজ মায়া দ্বারাই ব্রহ্মা বিমোহিত হল, এরূপ কিন্তু ব্যাখ্যা করা যাবে না—কারণ

মায়ার নিজ আশ্রয়-বিমোহক শক্তি থাকা অসম্ভব। এবং এর পরবর্তী শ্লোকে এ সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাঁর সঙ্গেও বিরোধ এসে যাবে॥ বি॰ ৪৪॥

৪৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তচ্চোচিতমেবেত্যাহ—তম্যামিতি। যদত্র টীকায়ামাবরণবিক্ষেপক্রমঃ সম্মতঃ, তদনুসৃত্য ব্যাখ্যায়তে। তম্যাং নৈহারং তমো যথা তমীং নাবৃণোতি, কিঞ্চ, তচ্চ স্বয়মেব তত্র লীনং সৎ তমীতমঃ সান্দ্রীকৃত্য নীহারমেবাবৃণোতি; যথা চাহন্যহঃস্থিতস্য পূর্ণস্য চন্দ্রস্যার্চ্চিরপি সূর্য্যার্চ্চিঃ স্বতয়া প্রত্যায়য়তি, তথা খদ্যোতার্চ্চিকর্ত্তৃ-সূর্য্যার্চ্চিরপি স্বতয়া প্রত্যায়য়িতুং ন শক্নোতি, কিন্তু খদ্যোতমেব প্রতিহতপ্রভাবত্বেন জ্ঞাপয়তি, তদ্বৎ মহতি মায়াং প্রযুঞ্জানস্যেতরস্য মায়া মহচ্ছক্তিমাবরীতুং ভাবান্তরঞ্চ বিক্ষেপ্তুমসমর্থা সতী স্বাশ্রয়তয়াত্মত্বেন ব্যপদিশ্য তস্মিন্নিতরত্র যদৈশ্যম্, তদেব নিহন্তীত্যর্থঃ। অব্যয়মপি বচ্ছব্দোঽস্তি; যদ্বা, 'যথা তথৈবৈবং সাম্যে' ইত্যমরঃ॥ জী॰ ৪৫॥

৪৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বশ্লোকে যা বলা হল, তা তো উচিতই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তম্যামিতি। স্বামিপাদের টীকাতে যে আবরণ-বিক্ষেপ ক্রম, তা মান্য করে সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—**তম্যাং**—সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রিতে হিমকণা-জাত অন্ধকার যেমন রাত্রিকে ঢেকে ফেলে না, উপরন্তু উহা নিজেই ঐ রাত্রিতে লীন হয়ে রাত্রির অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলে তুষারকেই ঢেকে ফেলে। এবং যথা দিনের বেলায় দিনস্থিত পূর্ণচন্দ্রের কিরণকেও সূর্যকিরণ স্বতঃ প্রকাশ করে থাকে, তথা জোনাকির আলো সূর্যকিরণকে স্বতঃ প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না, কিন্তু খদ্যোতকেই সূর্যকিরণ নিষ্প্রভ করে ফেলে—সেইরূপ মহতের উপর মায়া-প্রয়োগকারী অধমজনের মায়া মহৎ শক্তিকে আচ্ছন্ন ও ভাবান্তরে নিক্ষেপ করতে অসমর্থ হয়, উপরন্তু স্বাবলম্বী স্বরূপে বাহানা করতে গিয়ে ঐ অধম জনের তুচ্ছ যা ক্ষমতা তাও নাশ করে॥ জী॰ ৪৫॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মহামায়াবিনি-ভগবত্যন্যমায়া আবরণবিক্ষেপৌ কর্ত্তুমশক্নুবতী স্বাশ্রয়মেব তিরস্করোতীতি দৃষ্টান্তাভ্যামাহ, তম্যাং তামস্যাং রাত্রৌ নৈহারং তমোবৎ নীহারসম্বন্ধিতম ইব। ইবার্থেঽত্র বচ্ছব্দঃ। "ইব বদ্বা চ সাদৃশ্যে" ইত্যভিধানাৎ। নৈহারং তমো যথা তমীমাবরীতুমসমর্থং তমীতমঃ সান্দ্রীকৃত্য তেন স্বমেবাবৃণোতি নীহারঞ্চ তিরস্করোতি তথৈব ব্রহ্মমায়য়া ভগবন্তং মোহয়িতুমসমর্থা ভগবদৈশ্বর্য্যমেব বিপুলীকৃত্য স্বমাবৃতবতী ব্রহ্মাণমেব তিরশ্চকারেতি। দৃষ্টান্তেঽস্মিন্নংশেন ব্রহ্মমায়য়া অপি হেতুত্বমস্তীত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ—খদ্যোতেতি। রাত্রৌ যথা প্রদ্যোততে তথা দিবসেঽপি মৎপ্রভা প্রদ্যোততামিতি খদ্যোতেন প্রযুক্তাপি প্রভা দিবসে উদ্ভবিতুমেব ন শক্নোতি, প্রত্যুত তমেব ভ্রষ্টতেজসং সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়তি তথৈবান্যত্রৈশ্বর্য্যবানপি ব্রহ্মা ভগবত্যপি মায়য়া নিজৈশ্বর্য্যং প্রকটয়িতুকামোভ্রষ্টতেজা এবাভূদিত্যতো মহতি পুরুষো ইতরমায়া কর্ত্রী আত্মনি আত্মানং যুঞ্জতঃ স্বং প্রযুঞ্জানস্য পুংসঃ ঐশ্যমৈশ্বর্য্যং নিহন্তি॥ বি॰ ৪৫॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহামায়াবী শ্রীভগবানে অন্যমায়া আবরণ বিক্ষেপ ঘটাতে অসমর্থ হয়ে নিজ আশ্রয়কেই তুচ্ছ করে দেয়—এই সম্বন্ধে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—তম্যাং ইতি। গাঢ়

৪৬। তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥

৪৭। চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্র গদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥

৪৮। শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন-কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ॥

৪৬-৪৮। অন্বয় ঃ তৎক্ষণাৎ অজস্য পশ্যতঃ সর্ব্বে বৎসপালাঃ (বৎসাশ্চ পালকাশ্চ) ঘনশ্যামাঃ (মেঘবর্ণাঃ) পীতকৌশেয়বাসসঃ (পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রধারিণঃ) ব্যদৃশ্যন্ত (তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ স্বয়মেবাভূবন্ স্বপ্রকাশত্বাৎ)।

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ হারিণঃ বনমালিনঃ শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন-কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ (শ্রীবৎস লক্ষ্মী রেখা তদ্যুক্তানি বক্ষাংসি যেষাং তে। অঙ্গদযুক্তা বাহবো যেষাং তে, রত্নং কৌস্তুভস্তদ্যুক্তাঃ ত্রিরেখাঙ্কিতাঃ কণ্ঠা যেষাং তে, কঙ্কণ যুক্তা পাণয়ঃ যেষাং তে,) নূপুরৈঃ কটকৈঃ (পাদ-বলয়ৈঃ) কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ভাতাঃ (শোভিতাঃ) [ব্যদৃশ্যন্ত]।

৪৬-৪৮। মূলানুবাদ ঃ ব্রহ্মা যতক্ষণ এইরূপে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করছেন, এরই মধ্যে গোবৎস ও রাখাল বালকগণ সকলে, ব্রহ্মা চেয়ে দেখতে দেখতেই তাঁকে অনাদর করত তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাঁর নয়নে প্রকাশিত হলেন, ঘনশ্যাম, পীতকৌশেয়বাস শঙ্খচক্রগদাপদ্মকর, কিরীট-কুণ্ডল-হার-বনমালাধর চতুর্ভুজরূপে।

এই চতুর্ভুজ বিগ্রহ সকলের বক্ষে শ্রীবৎস, বাহুযুগলে অঙ্গদ, কম্বুকণ্ঠে কৌস্তুভ, করে কঙ্কণ, পদে নূপুর ও বলয়, কটিতে সূত্র এবং অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি শোভা পাচ্ছে।

অন্ধকার রাত্রিতে **নৈহারং তমোবৎ**—তুষার সম্বন্ধী অর্থাৎ কুয়াশার অন্ধকারের মতো—এখানে 'ইব' অর্থে বৎ শব্দ প্রয়োগ—"ইব যদ্বা চ সাদৃশ্যে" অভিধান। কুয়াশা-অন্ধকার যেমন রাত্রির ঘন অন্ধকারকে ঢেকে দিতে অসমর্থ হয়; উপরন্তু রাত্রির ঘন অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করত তার দ্বারা নিজেকেই ঢেকে ফেলে এবং কুয়াশাকে তুচ্ছিকৃত করে দেয়—সেইরূপই ব্রহ্মমায়া শ্রীভগবানকে মোহিত করতে অসমর্থ হল, উপরন্তু ভগবৎ-ঐশ্বর্যকেই বিপুল করে নিজেকে তার দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং ব্রহ্মাকেও তুচ্ছ করে দিল।

এই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মমায়ারও তার মোহন বিষয়ে আংশিক কারণত্ব দেখা যায়, তাই পরিতুষ্টির অভাবে অন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—খদ্যোত ইতি। 'রাত্রিতে যেমন আমার আলো দীপ্ত হয়ে উঠে তেমনই দিনের বেলায়ও হোক' এইরূপ ইচ্ছায় জোনাকির আলো প্রেরিত হলেও দিবসে উৎপন্নই হতে পারে না, প্রত্যুত

নিজেকেই ভ্রষ্টতেজা বলে সকলের নিকট প্রতিপন্ন করে, সেইরূপই অন্যত্র ঐশ্বর্যবান হয়েও ব্রহ্মা ভগবানেও মায়া বিস্তার করত নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলে ভ্রষ্ট তেজাই হলেন, অতএব মহৎ পুরুষের উপর ইতর মায়া প্রযুক্ত হলে সে নিজ প্রয়োগকারীর ঐশ্বর্যই নাশ করে থাকে ॥ বি॰ ৪৫ ॥

৪৬-৪৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ এবং মোহেন দীনতাং গতে ব্রহ্মণি শ্রীভগবানপ্য-চিরাৎ দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি যদিতি তদভিপ্রায়ানুসারেণৈব কৃপাং ব্যতনোদিত্যাহ—তাবদিত্যাদিনবকেন। অঙ্কাস্তু পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে। পশ্যন্তমজমনাদৃত্য তদ্দৃষ্টিশক্তিমনপেক্ষ্য অদৃশ্যন্ত, স্বয়মেব তদ্দৃষ্টৌ ব্যক্তীভূতাঃ, স্বশক্তিমাত্রেণাভিব্যক্তেঃ, কর্ম্মকর্তৃত্বম্। চতুর্ভুজা ইত্যত্র চতুর্ভুজত্বাদিনা বিষ্ণুত্বমবগম্যতে, মায়াদ্যধিষ্ঠাতৃত্বেন তু প্রথম-দ্বিতীয়পুরুষত্বমবগংস্যতে, তস্মাৎ 'সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্' ॥ (শ্রীভা॰ ২।৬।৩২) ইতি। ব্রহ্মবাক্যাং ব্রহ্মাণং প্রতি চ তত্তৎকার্য্যায় সর্ব্বশক্তি-ব্যঞ্জকতয়া প্রায়ো বিষ্ণোরেবাবির্ভাবশ্রবণাত্রয়াণামভেদজ্ঞাপনার্থমেব ব্যামিশ্রত্বেনাবির্ভাবোঽয়ং জ্ঞেয়ঃ ॥

শ্রীবৎসো নাম দক্ষিণস্তনোর্দ্ধে সূক্ষ্মরোম্ণাং দক্ষিণাবর্ত্তঃ শ্রীভগবতোঽসাধারণ লক্ষণম্; যদ্বা, শ্রীযুক্তং বৎসং বক্ষঃ তৎপ্রভাযুক্তমিত্যাদি; যদ্বা, শ্রীযুক্তং বৎসং বক্ষো যেষামিত্যাদি যোজ্যম্। 'উরো বৎসঞ্চ বক্ষশ্চ' ইত্যমরঃ। 'কটকৈঃ পাদবলয়ৈঃ'—পারিশেষ্যাৎ। অন্যত্তৈঃ। তত্র কম্বোর্মুখাগ্রভাগে ত্রিধারত্বাত্তথোক্তম্; যদ্বা, কম্ববো বলয়াঃ কঙ্কণানি মণিবন্ধবন্ধনানি হস্তসূত্রাণি, 'কম্বুঃ স্যাদ্বলয়ে শঙ্খে' ইত্যমরস্য নানার্থাৎ। 'কঙ্কণং করভূষণম্' ইতি নূবর্গাৎ। তত্র তত্র ক্ষীরস্বামিনা তথা তথা ব্যাখ্যানাচ্চ ॥ জী॰ ৪৬-৪৮ ॥

৪৬-৪৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে মোহসমুদ্রে পড়ে ব্রহ্মাতে দৈন্যের উদয় হলে ব্রহ্মার মনে পূর্বে যে শ্রীভগবানের মঞ্জুমহিমা দেখবার অভিলাষ জেগেছিল, সেই অনুসারেই কৃপা বিস্তার করলেন শ্রীভগবানও তার উপরে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাবৎ ইত্যাদি নয়টি শ্লোক। অঙ্ক (দৃশ্য কাব্যের বিভাগ বিশেষ) পৃথক্ পৃথক্ করা হয়েছে। **পশ্যতোঽজস্য**—দর্শনে রত ব্রহ্মাকে অনা-দর করে—তাঁর দৃষ্টিশক্তির কোনও অপেক্ষা না করে **ব্যদৃশ্যন্ত**—নিজে নিজেই তার চক্ষুতে প্রকাশ পেলেন—একমাত্র নিজের শক্তিতেই স্ফুরিত হলেন।

চতুর্ভুজা ইতি—এখানে এই 'চতুর্ভুজ'প্রভৃতি পদের দ্বারা এঁরা যে বিষ্ণু, তাই অবগত হওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মায়াদির অধিষ্ঠাতৃ হওয়া হেতু এঁরা যে প্রথম-দ্বিতীয় পুরুষোত্তমস্বরূপ, তা বুঝা যাচ্ছে। [প্রথম পুরুষ—কারণাব্ধিশায়ী, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, মায়ার আশ্রয়।] শ্রীভাগবতের ২।৬।৩২ শ্লোকে ব্রহ্মা বলছেন—"শ্রীহরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁর অধীন ভাবে শিব এই বিশ্বের সংহার করেন, আর ত্রিগুণ মায়াশক্তিধর সেই হরি পরমাত্মা রূপে বিশ্বকে পালন করেন।" এই সৃষ্টি-সংহার-পালনের জন্য সর্বশক্তি ব্যঞ্জক রূপে প্রায় বিষ্ণুরই আবির্ভাব শোনা যাওয়া হেতু এই তিনের অভেদ জ্ঞানের জন্যই বিশেষরূপে মিশ্রিত ভাবের আবির্ভাব এইটি, এইরূপ বুঝতে হবে।

শ্রীবৎস—দক্ষিণ স্তনের ঊর্ধ্বে সূক্ষ্মরোমাবলীর দক্ষিণাবর্ত শ্রীভগবানের অসাধারণ লক্ষণ; অথবা শ্রীযুক্ত 'বৎস' অর্থাৎ বক্ষ—বক্ষ-প্রভাযুক্ত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহগণ; অথবা শ্রীযুক্তবক্ষ যাঁদের সেই শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহগণ।—[উর, বৎস এবং বক্ষ একই অর্থবাচক—অমর]। **কটকৈঃ**—পাদবলয়।—[শ্রীধর—শ্রীবৎস প্রভাযুক্ত অঙ্গদাদি বাহুতে যাঁদের সেই শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহগণ, শঙ্খের মত ত্রিবলি রেখাযুক্ত রত্নময় কঙ্কণ পাণিতে যাঁদের]। এখানে শঙ্খের মুখাগ্রভাগে ত্রিবলিরেখা থাকায় এরূপ বলা হল। অথবা, গোলাকৃতি কঙ্কণ—হাতের কবজিবন্ধন—হস্তসূত্র [কম্বু, বলয়, শঙ্খ ইত্যাদি একই অর্থবাচক—অমর]। কঙ্কণ—করভূষণ [নৃবর্গ]। ক্ষীরতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ নির্মাতা ক্ষীর স্বামীও এইরূপই ব্যাখ্যা করছেন ॥ জী০ ৪৬ ৪৮ ॥

৪৬-৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তাবদিতি। যাবদেবং ব্রহ্মা মীমাংসমানো ব্যামুহ্যতি স্মেত্যর্থঃ। বৎসাপালাশ্চ পশ্যতোঽজস্য পশ্যন্তমপ্যজননাদৃত্যেতি। ভোঃ সত্যলোকবাসিন্ অজ, সত্যং ত্বমজ এবাসি ঈদৃশ্যৈব বুদ্ধ্যা বিশ্বং সৃজসি অস্মান্মায়য়া মোহয়িতুমিচ্ছসি কথঞ্চিৎ জ্ঞাতুমপি তাবন্ন শক্নোসি। পশ্যেতি ব্যদৃশ্যন্ত বয়ং বৃন্দাবনীয়া স্তৃণং চরন্তো বৎসা অপি বৎসাংশ্চারয়ন্তো গোপবালা অপি এবং ভবামেতি জ্ঞাপয়ন্ত ইব তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ স্বয়মেবাভূবন্ স্বপ্রকাশত্বাদিতি ভাবঃ ॥

শ্রীর্লক্ষ্মী রেখা তদ্যুক্তানি বৎসানি বক্ষাংসি যেষাং তে চ। অঙ্গদযুক্তা দোষো বাহবো যেষাং তেচ রত্নং কৌস্তুভস্তদ্যুক্তাঃ কম্ববঃ অতিশয়োক্ত্যা ত্রিরেখাঙ্কিতাঃ কণ্ঠা যেষাং তেচ। কঙ্কণযুক্তা পাণয়ো যেষাং তেচ তে। কটকৈঃ পাদবলয়ৈঃ ॥ বি০ ৪৬-৪৮ ॥

৪৬-৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপে যতক্ষণ ব্রহ্মা ব্যাপারটির মিমাংসায় ব্যস্ত **তাবৎ**—তার মধ্যেই **বৎসপালাঃ**—গোবৎস সমূহ এবং রাখাল বালকগণ সকলে। **পশ্যতোঽজস্য**—ব্রহ্মা দেখতে থাকলেও তাকে অনাদর করত—এর ধ্বনি হল, রে সত্যলোকবাসি অজ! সত্যই তুমি একটি অজই (ছাগলই) বটে। অহো, ঈদৃশী বুদ্ধি দ্বারাই কি তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর—যেহেতু আমাদিগকেও মায়া দ্বারা মোহিত করতে চাইছ। আমরা কে,তা কি তুমি একটুও বুঝতে পারছ না; এই দেখাচ্ছি, দেখ—এই সম্মুখের এরা সব বৃন্দাবনীয় তৃণে চরে বেড়ানো বৎস হলেও এবং বৎসকুলকে চরিয়ে বেড়ানো গোপবালক হলেও আমাদের সকলের স্বরূপ কিন্তু এইরূপই বটে—এইরূপে ব্রহ্মাকে যেন সম্বিৎ দান করতে করতে নিজে নিজেই তার দৃষ্টিগোচর হলেন, স্বপ্রকাশতা হেতু ॥

শ্রীঃ—লক্ষ্মীরেখা যুক্ত **বৎস**—বক্ষ যাঁদের, সেই শ্রীবিগ্রহশ্রেণী। অঙ্গদযুক্ত **দো**—বাহুযুগল যাঁদের। **রত্নকম্বু**—কৌস্তুভযুক্ত 'কম্বু' অর্থাৎ শঙ্খের মতো ত্রিবলি রেখা যুক্ত কণ্ঠ যাঁদের। **কঙ্কণ**—কঙ্কণযুক্ত পানি যাঁদের।—কম্বু, বলয় ও শঙ্খ ইত্যাদি একই অর্থবাচক-অমর। **কটকৈঃ**—পাদবলয়ে ॥ বি০ ৪৮ ॥

৪৯। আঙ্ঘ্রি মস্তকমাপূর্ণাস্তুলসী নবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভুরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ॥
৫০। চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা॥

৪৯। **অন্বয়** ঃ ভুরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ (বহুপুণ্যশালি জনপ্রদত্তৈঃ) আঙ্ঘ্রি মস্তকং (পদাৎ আরভ্য মস্তকং যাবৎ) সর্ব্বগাত্রেষু কোমলৈঃ তুলসী-নব-দামভিঃ (নব তুলসীমাল্যৈঃ) আপূর্ণাঃ (ব্যাপ্তাঃ)।

৫০। **অন্বয়** ঃ চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ (জ্যোৎস্নাশুভ্র হাসৈঃ) সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ রজঃসত্ত্বাভ্যাং (গুণাভ্যাং) স্বকার্থানাং (স্বকীয়জনমনোরথানাং) স্রষ্টৃপালকাঃ ইব ব্যদৃশ্যন্ত]।

৪৯। **মূলানুবাদ** ঃ ব্রহ্মার নয়নে আরও প্রকাশিত হল—এই চতুর্ভুজ বিগ্রহ সকলের আপাদ মস্তক সর্বাঙ্গ ঢেকে আছে, এই জগতের শ্রবণ কীর্তনাদি ভজনপরায়ণ ভক্তগণ কর্তৃক অর্পিত কোমল তুলসীর নবমালিকায়।

৫০। **মূলানুবাদ** ঃ আরও, তাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্নাবিনিন্দিত নির্মল হাসিতে উজ্জ্বল অরুণ-নয়ন-কোণের কটাক্ষ দেখে মনে হচ্ছিল যেন রজঃ ও সত্ত্বগুণে স্বীয় ভক্তগণের মনোরথ সমূহের সৃজন ও পালন করছেন।

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ ভূরিপুণ্যবদ্ভিঃ সাধকৈস্তত্তৎপ্রতিমাদিষু মনসা কর্ম্মণা চার্পিতৈরিতি প্রীত্যা তেষাং ধারণং বহুকরণঞ্চ সূচিতম্॥ জী॰ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **ভূরিপুণ্যবদ্ভিঃ**—সাধকের দ্বারা **অর্পিতৈঃ**—সেই সেই বিগ্রহে মনে মনে এবং পূজা-অনুষ্ঠানের দ্বারা অর্পিত—এতে এই সব বিগ্রহের প্রীতিতে ধারণ এবং বহুমানন-করণ সূচিত হচ্ছে॥ জী॰ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ভূরিপুণ্যানি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনানি তদ্বতা ভক্তসহস্রেণার্পিতৈঃ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ**—শ্রবণকীর্তনাদিভজনযুক্ত ভক্তসহস্রের দ্বারা অর্পিত॥ বি॰ ৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ স্মেরৈরন্তঃস্মিতবাহুল্যেন স্বয়মেব চন্দ্রিকানিভবিশদীভূতৈশ্চ তৈরিত্যর্থঃ। টীকায়ান্তু স্মিত এব বিশদতাবিশেষণং তাৎপর্য্যবশাৎ দত্তমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, চন্দ্রিকাবদ্বিশদং যথা স্যাত্তথা, স্মেরৈঃ স্ময়মানৈঃ, মৃদুপাচক ইতিবৎ ক্রিয়াবিশেষণেন সমাসঃ। 'স্বকার্থানাং স্রষ্টৃপালকাঃ' ইতি—তাদৃক্কটাক্ষৈরেব তদৈকসাধ্যবতাং স্বক-শব্দোক্তানামেকান্তিভক্তানাং তাদৃশাভীষ্টসিদ্ধেঃ। তত্রারুণকটাক্ষৈঃ স্রষ্টার ইতি তত্রস্থস্যারুণগুণস্য স্বকচিত্তমাদকত্বাত্তেনৈব তদ্বিষয়কবিচিত্রকামানামুৎপাদনাৎ। স্মিতযুক্তকটাক্ষৈঃ পালকা ইতি—নিজাযোগ্যত্বাদিবিচারেণ ক্ষীয়মাণানামপি তেষাং তেনৈব রক্ষণাৎ পোষণাচ্চ। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াম্, অরুণবিষদগুণস্থানীয়াভ্যাং রজঃসত্ত্বাভ্যামিবেতি॥ জী॰ ৫০॥

৫১। আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ

৫১। অন্বয় ঃ আত্মাদি (ব্রহ্মাদি)স্তম্বপর্যন্তৈ মূর্তিমদ্ভিঃ চরাচরৈঃ নৃত্যগীতাদিনৈকার্হৈঃ (নৃত্য-গীতাদি বহুবিধোপচারৈঃ) পৃথক্ পৃথক্ উপাসিতাঃ [ব্যাদৃশ্যন্ত]।

৫১। মূলানুবাদ ঃ ব্রহ্মার নয়নে আরও প্রকাশ পেল—ব্রহ্মা থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল চরাচরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ নৃত্যগীতাদি নানাবিধ উপহারে তাঁদিকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করছেন।

৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ [স্বামিপাদ—চন্দ্রিকাশুভ্রস্মিতযুক্ত এবং অরুণ গুণ সহ বর্তমান কটাক্ষ দ্বারা 'স্বকার্থানাং' স্বভক্ত মনোরথের সৃজনকারী ও পালক সম প্রকাশ পেলেন রজসত্ত্বগুণে, অর্থাৎ সত্ত্ববৎ শুভ্র হাসিদ্বারা পালকের মতো এবং রজোবৎ অরুণগুণের দ্বারা সৃজনকারীর মতো তাদৃক কটাক্ষের দ্বারা দ্যোতমানা হলেন]। **স্মেরৈঃ**—অন্তরের হাসির বাহুল্যে নিজে নিজেই চন্দ্রিকার মত শুভ্রতা প্রাপ্ত যে মৃদুহাসি, তার দ্বারা উজ্জ্বল কটাক্ষ। স্বামিপাদের টীকায় যে অপাঙ্গের স্মিতরূপ বিশদতা (শুভ্রতা) বিশেষণ দেওয়া হল, তা কিন্তু দেওয়া হল তাৎপর্যবশে অর্থাৎ নিজ ভক্তের অনুকূলতায়, এরূপ বুঝতে হবে। অথবা, চন্দ্রিকাবৎ শুভ্র যেরূপে হয় সেইরূপ স্ময়মান (মৃদু হাস্যোজ্জ্বল) অপাঙ্গ। স্বামিপাদ যে বললেন তাদৃশ অপাঙ্গই স্বভক্ত-মনোরথ সৃজন পালনকারী, তার কারণ, যাদের কৃষ্ণই একমাত্র সাধ্য, সেই 'স্বক' শব্দে উক্ত একান্তি ভক্তদের ইহাই তাদৃশ অভীষ্ট সিদ্ধ করে থাকে। সেখানে যে বলা হল 'অরুণ গুণের দ্বারা সৃজনকারীর মত', তার কারণ অরুণগুণের নিজজনচিত্ত মাদকতা হেতু,তার দ্বারাই কৃষ্ণবিষয়ক কামনা জাত হয়। আর যে বলা হল, 'স্মিত যুক্ত কটাক্ষের দ্বারা পালক', তার কারণ নিজ অযোগ্যতা বিচারে ক্ষীয়মান সেই ভক্তের রক্ষণ পোষণ তার দ্বারাই হয়ে থাকে। 'ইব' পদটি এখানে উৎপ্রেক্ষায়; রজোগুণ সদৃশ অরুণ বর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা এবং সত্ত্বগুণ সদৃশ শুভ্র হাসিযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা॥ জী০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ চন্দ্রিকাবৎ বিশদং যথাস্যাত্তথা স্মেরয়ন্ত ইতি চন্দ্রিকাবিশদস্মেরাণি মৃদুপাচক ইতিবৎ সমাসঃ। অরুণাপাঙ্গেন সহ বর্ত্তমানানি যানি সম্মুখবীক্ষিতানি তৈঃ স্বকার্থানাং অনুকম্প-নীয় স্বভক্তমনোরথানাং রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইব ব্যদৃশ্যন্ত। রজসেবারুণ গুণেন স্রষ্টারইব সত্ত্বেনেব বিশদস্মিতেন পালকা ইব॥ বি০ ৫০॥

৫০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ জ্যোৎস্নার মতো বিশদ যাতে হয় সেই ভাবে হাস্যোজ্জ্বল। অরুণ কটাক্ষের সহিত বর্তমান সম্মুখের দিকে নিরীক্ষণ—তার দ্বারা **স্বকার্থানাম্**—অনুকম্পনীয় স্বভক্ত-মনোরথের রজঃসত্ত্বগুণে স্রষ্টা ও পালকের মত প্রকাশ পেলেন—রজো তুল্য অরুণগুণে স্রষ্টার মতো, সত্ত্ব তুল্য বিশদস্মিতে পালকের মতো॥ বি০ ৫০॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ চরাচরৈস্তত্তল্লক্ষণযুক্তৈঃ তত্তদধিষ্ঠাতৃভিঃ; নৃত্যগীতাদয়ো যেনৈকার্হা অনেকার্হণোপকরণানি, তৈঃ পৃথক্ পৃথগিতি—স্বস্বাধিকারানুসারেণ উপাসনাসামগ্রীভেদাৎ।

৫২। অণিমাদ্যৈর্মহিমাভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ॥

৫২। অন্বয় ঃ অনিমাদ্যৈঃ মহিমভিঃ (ঐশ্বর্য্যৈঃ) অজাদ্যাভিঃ বিভূতিভিঃ (মায়াবিদ্যাদিভিঃ শক্তিভিঃ) মহদাদিভিঃ চতুর্বিংশতিভিঃ তত্ত্বৈঃ পরীতা (বেষ্টিতাঃ)।

৫২। মূলানুবাদ ঃ আরও প্রকাশ পেল—অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য, মায়াদি শক্তি এবং মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সকলের দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন।

ইত্থং বালকাদীনাং তেষাং প্রত্যেকমেকৈক-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরত্বমুক্তম্। তথা চাগ্রে ব্রহ্মস্তুতৌ 'তাবন্ত্যেব জগন্ত্যাভূঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮) ইতি॥ জী০ ৫১॥

৫১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ চরাচরৈঃ—যার যা লক্ষণ সেই লক্ষণযুক্ত স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের অধিষ্ঠাতৃগণের দ্বারা। নৃত্য গীতাদি **নৈকার্হাঃ**—যা একার্হা নয় অর্থাৎ অনেক 'অর্হনো উপকরণে দ্বারা **পৃথক্ পৃথক্**—নিজ নিজ অধিকার অনুসারে উপাসনা সামগ্রীর ভেদ হেতু। এইরূপে বলা হল, এইসব বালকরা প্রত্যেকে এক এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। এইরূপই অগ্রে ব্রহ্মার স্তবে বলা আছে, যথা—"তদন্তর আমার সহিত নিখিল তত্ত্বাদি কর্তৃক উপাসিত হয়ে তাবৎ সংখ্যক চতুর্ভুজ মূর্তিও হয়েছিলেন, অতঃপর তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডও দেখিয়েছিলেন"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮ ॥ জী০ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আত্মাত্র ব্রহ্মা। নৈকার্হৈঃ অনেকার্হণৈঃ॥ বি০ ৫১॥

৫১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আত্মা—এখানে ব্রহ্মা। **নৈকার্হৈঃ**—অনেক উপকরণে॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ মহিমভিরৈশ্বর্য্যরূপৈঃ ন জায়তে ইত্যজা, নিত্যসিদ্ধা ভগবতী লক্ষ্মীঃ, যোগমায়াখ্যা শক্তির্বা, আদ্য-শব্দেন মায়া বিদ্যাবিদ্যাদয়ঃ॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মহিমভিঃ—ঐশ্বর্যরূপা, অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য দ্বারা। **অজাদ্যাভিঃ**—'অজা' যা জাত নয়, নিত্যসিদ্ধা ভগবতী লক্ষ্মী, বা যোগমায়াখ্যা শক্তি— আদি' শব্দে বিদ্যা-অবিদ্যাদি॥ জী০ ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মহিমভিরৈশ্বর্য্যৈঃ। অজা মায়া তদাদ্যাভিঃ শক্তিভিঃ। চতুর্বিংশতি-ভিরিতি মহত্তত্ত্বসূত্রতত্ত্বয়োঃ পার্থক্যবিবক্ষয়া। তত্ত্বৈর্জগৎকারণৈঃ॥ বি০ ৫২॥

৫২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহিমভিঃ—(অনিমাদি) অষ্ট ঐশ্বর্য দ্বারা। **অজাদ্যাভি**—'অজা'—মায়া, মায়াদি **বিভূতিভিঃ**—শক্তিগণের দ্বারা। **চতুর্বিংশতিভিঃ**—মহত্তত্ত্ব এবং সূত্রতত্ত্বের পার্থক্য বলবার ইচ্ছায় এখানে এই সংখ্যার উল্লেখ করা হল। **তত্ত্বৈঃ**—জগৎ কারণের দ্বারা। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হল, প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি থেকে মুখ-পায়ু-লিঙ্গ পর্যন্ত॥ বি০ ৫২॥

৫৩। কালস্বভাবসংস্কার-কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ॥
৫৪। সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥

৫৩। অন্বয় ঃ স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ (ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈঃ) মূর্তিমদ্ভিঃ কালস্বভাব সংস্কার কামকর্মগুণাদিভিঃ উপাসিতাঃ [বভূবুঃ]।

৫৪। অন্বয় ঃ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ—মাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ অপি উপনিষদ্ দৃশাং অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ (অলব্ধানি বহূনি মাহাত্ম্যানি যেষাং তে তাদৃশাঃ)।

৫৩। মূলানুবাদ ঃ শ্রীভগবৎমহিমা দ্বারা যাঁদের স্বাতন্ত্র্য আচ্ছাদিত, সেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম ও গুণাদি সকলে মূর্তিমন্ত হয়ে তাঁদিকে উপাসনা করছে।

৫৪। মূলানুবাদ ঃ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র ও সদা একমূর্তিধারী বৎস-বালক সকলের যে ভূরি মাহাত্ম্য, তা আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুষ্মানগণেরও স্পর্শের অযোগ্যরূপে প্রকাশিত হল।

৫৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, আদি-শব্দেন জাতি নামাদয়ঃ। স্বমহিম্না ধ্বস্তোঽন্যেষাং মহিমা যৈস্তৈঃ অণিমাদ্যাদিভিঃ, অণিমাদীনাং তত্রাসমোর্দ্ধত্বাৎ, অন্যাণিমাদিকরণত্বাচ্চ, তত্ত্বাদীনাঞ্চ জগৎকারণত্বাৎ॥ জী০ ৫৩॥

৫৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গুণাদিভিঃ—সত্ত্বাদি গুণ সমূহের দ্বারা (উপাসিত)। আদি শব্দে জাতি-নাম প্রভৃতি। **স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ**—নিজ মহিমায় তুচ্ছিকৃত অন্যদের মহিমা যার দ্বারা, সেই অনিমা প্রভৃতি দ্বারা (উপাসিতা)—অনিমাদির সেখানে অসমোর্ধ্বতা হেতু এবং অনিমাদি অন্যের করণ স্বরূপ হওয়া হেতু অন্যের মহিমা এর কাছে তুচ্ছিকৃত হয়। তত্ত্বাদিরও জগৎ-কারণ হেতু অসমোর্ধ্বতা॥ জী০ ৫৩॥

৫৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কালাদিভিশ্চ তৎসহকারিভিঃ। অত্র স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ। সংস্কার উদ্বোধকঃ। স্বমহিধ্বস্তমহিভির্ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈঃ॥ বি০ ৫৩॥

৫৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কালাদি এবং তার সহকারীগণের (স্বভাবাদির) দ্বারা পূজিত। সেখানে **কাল**—গুণ ক্ষোভাদির হেতু। **স্বভাব**—পরিণাম হেতু অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তির কারণ। **সংস্কার**-উদ্বোধক অর্থাৎ প্রকাশক বা জ্ঞাপক—বাসনার উদ্বোধক শক্তি বিশেষ। [**কাম**—বিষয়াভিলাষ **কর্ম**—চতুবর্গের সাধন পুণ্যাদিরূপ। **গুণ**—সত্ত্ব রজঃ-তমঃ গুণঃ]। **স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ**—শ্রীভগবৎমহিমাদ্বারা তুচ্ছিকৃত স্বাতন্ত্র্য কালাদি॥ বি০ ৫৩॥

৫৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবং মূর্তত্বেঽপি বিবিধত্বেঽপি পরব্রহ্মৈকরূপত্বেন বৈশিষ্ট্যমেকত্বমপ্যাহ—সত্যেতি। তত্র সত্যা একরসাশ্চ, কালস্যাপি কারণত্বেনাশ্রয়ত্বেন চ অক্ষুণ্ণত্বাৎ।

তদুক্তম্—'কালঃ স্বভাবঃ' ইত্যাদি। 'সর্ব্বেঽনিমিষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি' (শ্রীম না উ ১।৮) ইতি শ্রুতেঃ। বিশেষেণ বিবিধং বা দ্যোততে দীপ্তিং করোতীতি বিদ্যুৎ, নিমেষাস্তন্নিমেষোন্মেষপ্রভবাঃ কালাবয়বা ইত্যর্থঃ। 'যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো, চেষ্টামাহুঃ' (শ্রীভা০ ১০।৩।২৬) ইত্যাদুক্তত্বাৎ; জ্ঞানরূপাঃ, স্বপ্রকাশত্বেনাজড়ত্বাৎ; তদুক্তম্—'পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ ব্যদৃশ্যন্ত' ইতি 'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য' (শ্রীকঠ ২।৩।৯), 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্', (শ্রীকঠ ১।২।২৩) 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' (শ্রীশ্বে ৩।৮) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 'নিত্যব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ' ইতি নারায়ণাধ্যাত্ম্যাচ্চ। অনন্তাঃ পরিচ্ছন্ন-প্রায়ত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বাৎ। 'যস্ত্বেতমেব প্রাদেশমাত্রমভিবিমান-মাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে' (শ্রীছা ৫।১৮।১) ইতি শ্রুতেঃ। 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' ইত্যুক্তত্বাচ্চ। আনন্দমাত্রাঃ নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদসর্ব্বাংশত্বাৎ; তদুক্তম্—'কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৩৬) ইত্যাদি, 'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্' ইতি শ্রুতেঃ। 'বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ' (শ্রীভা০ ১০।৩।১৩) ইত্যাদ্যুক্ত ত্বাচ্চ বহুত্বং চৈকস্যাবির্ভাবাভেদ বিবক্ষয়া; 'আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্' ইতি শ্রুতেঃ। যুগপদনন্তগুণরূপস্যৈব সতস্তস্যেচ্ছানুসারেণ বিশেষদর্শনাৎ। অতো বালবৎসাদিরূপঞ্চ তত্র নাগন্তুকম্; তদুক্তম্ —'মণির্যথা বিভাগেন' ইত্যাদি। অতএবৈকত্ব-বিবক্ষয়া টীকায়ামাহ—যদ্বেতি। বক্ষ্যতে চ শ্রীমতাক্রূরেণ 'বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকম্' (শ্রীভা০ ১০।৪০।৭) ইতি; এবং শ্রুতিপ্রমাণকত্বাৎ, অস্য চ সত্যেত্যাদিবাক্যস্য পঞ্চম-বেদত্বাৎ। 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি' (শ্রীভা০ ১২।১৩।১৫) ইতি; সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্' (শ্রীভা০ ১।৩।৪১) ইতি ন্যায়েন তৎসাররূপত্বাচ্চ। তৈরপ্যুপনিষচ্ছব্দেন বেদান্তো ন ব্যাখ্যাতঃ। বক্ষ্যতে চ —'অতন্নিরসনমুখব্রহ্মাক্রমিতো' ইতি; সদের্গত্যর্থত্বাজ্জ্ঞানার্থকত্বম্। তচ্চেশ্বরজ্ঞানাদবরম্ আত্মজ্ঞানমেব; 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' (শ্রীতৈঃ ২।৪।১) ইত্যাদিরীত্যা বা তথোক্তম্, আনন্ত্যানাদিত্বাৎ। ভূরিমাহাত্ম্য-শব্দেন নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতিপাদনং চ নিরস্তম্; মাত্রপদেন চ জ্যোতিরাদিধর্ম্মাণাং শুক্লাদিগুণানামিব তদ্ধর্ম্মাণাং তৎস্বরূপান্তঃপাতিত্বং বিবক্ষিতং, প্রাকৃতাগন্তুকত্বঞ্চ নিষিদ্ধম্; যথা—'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ-সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥' (শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ। অতএব প্রকৃতিক্ষোভাৎ পূর্ব্বং 'স ঐক্ষত, স আসীৎ' ইত্যাদি॥ জী০ ৫৪॥

৫৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে বিগ্রহবান্ হলেও, বিবিধরূপ হলেও এই সব বৎস-বালকগণের পরব্রহ্মৈকরূপতা হেতু 'একত্ব' রূপ অর্থাৎ অদ্বিতীয়তা রূপ বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাই বলা হচ্ছে—সত্যেতি। এখানে **সত্য**—শ্রীহরির মায়ায় ত্রিগুণের দ্বারা বিরচিত নয়, তাই বলা হল সত্য এরা সত্য এবং 'একরসা' অর্থাৎ সদা একবপুধারী, কারণ কালেরও কারণ এবং আশ্রয় বলে অবিরচিত। তাই বলা হল—"কালঃ স্বভাবঃ" ইত্যাদি।—"যে কালের দ্বারা এই বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই কাল আপনারই ক্রিয়া শক্তি"।—(শ্রীভা০ ১০।৩।২৬)। ইত্যাদি উক্তি থাকা হেতু। **জ্ঞানঃ**—এঁরা সব জ্ঞানরূপা, স্বপ্রকা-শতা গুণ থাকায় জড় নয়, তাই জ্ঞানরূপা। তাই বলা হল, "ব্রহ্মা চেয়ে দেখতে দেখতেই তার নয়ন-

সম্মুখে প্রকাশিত হল, নয়নের অপেক্ষা না করে।" মাংসচক্ষুর শক্তিতে শ্রীভগবানের রূপ দেখা যায় না।" —(কঠ ২।৩।৯), যে সেই ভগবান্‌কে বরণ করে নেয়, আশ্রয় গ্রহণ করে তার নয়নেই শ্রীভগবান্ কৃপা করে তাঁর শ্রীঅঙ্গ প্রকাশ করেন।"—(শ্রীকঠ ১।২।২৩)। 'শ্রীভগবান্ নিত্যব্যক্ত হলেও তিনি নিজ শক্তিতেই নয়নগোচর হন'।—নারায়ণ-আধ্যাত্ম। **অনন্ত**—এঁরা সব অনন্ত। সীমিত মধুর মধ্যমাকার-প্রায় হলেও অচিন্ত্য শক্তিতে তার মধ্যেই বিভুত্ব বিদ্যমান হেতু 'অনন্ত'। আরও,—'যার ভিতর-বাইর নেই' ইত্যাদি উক্তি থাকা হেতু 'অনন্ত'। **আনন্দমাত্রঃ**—এঁরা সব আনন্দমাত্র। দেহ-দেহী ভেদ নেই সর্বাংশই নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ, তাই আনন্দমাত্র। তাই বলা হল—"কি আশ্চর্য, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা সর্বাশ্রয় বাসুদেবে পূর্বে যেমন প্রীতি ছিল এখন গোবৎস ও রাখালবালক সকলের প্রতিও সেইরূপই দেখা যাচ্ছে"। —(শ্রীভা০ ১০।১৩ ৩৬)। আরও, 'আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ' শ্রুতিতে এরূপ থাকা হেতু আনন্দমাত্র বলা হল। "আপনিই প্রকৃতিস্রষ্টা পুরুষ, পরব্রহ্মাখ্য নির্বিশেষ আত্মা এবং সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা—স্বয়ং ভগবান্ বলে আপনাকে জানলাম।"—(শ্রীভা০ ১০।৩।১৩)। ইত্যাদি উক্তি থাকা হেতু এই আনন্দমাত্র একেরই বহুত্ব —আবির্ভাব অভেদের মধ্যে গণ্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত থাকা হেতু, "আনন্দমাত্র অজর পুরাণ পুরুষ শ্রীভগবান্ এক অদ্বিতীয় হয়েও বহুরূপে দৃশ্যমান।"—শ্রুতিতে এরূপ থাকা হেতু, যুগপৎ অনন্ত গুণ-রূপেরই শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ দর্শন হেতু। অতএব রাখাল বালক ও গোবৎসাদিরূপও সেখানে বাইরে কোথাও থেকে আগন্তুক নয়। তাই বলা হয়েছে—"বৈদূর্যমণি যেরূপ নীলপীতাদি পাত্র সম্বন্ধে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হয়ে রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তের ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুত পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিলক্ষিত হন।" অতএব 'একত্ব' বলবার ইচ্ছায় শ্রীস্বামিপাদের টীকাতে বলা হল,—অথবা, 'সত্যজ্ঞানাদি মাত্রৈকরস যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই বৎস বালকাদি রূপে সম্মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই উপনিষৎ-জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ চক্ষুষ্মানগণও সেই রূপের স্পর্শযোগ্য নয়' শ্রীমৎ অক্রুরও বলেছেন —"বহুমূর্তি হয়েও একমূর্তিতে বিরাজমান আপনার ইত্যাদি।"—(শ্রীভা০ ১০।৪।৭)। এইরূপে সত্যজ্ঞানাদি বাক্য শ্রুতি (বেদ) ও শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি সিদ্ধ হল।

সত্য-জ্ঞানাদি স্বরূপ সদা একমূর্তিধারী এই সব বৎস-বালকাদিরূপ উপনিষৎজ্ঞানিগণেরও অস্পৃষ্ট —এই কথার ব্যাখ্যা যথাশ্রুত করা যাবে না, কারণ তাতে শাস্ত্র সঙ্গতি হয় না—কারণ শ্রুতিতে শ্রীভগবানকে উপনিষৎ-বেদ্য বলা হয়েছে - যথা,—"নমো বেদান্ত বেদ্যায়ৌপনিষদঃ পুরুষঃ"। আরও, এইসব সত্যাদি বাক্য শ্রুতি প্রমানকতা স্বরূপ ও সর্ববেদের সাররূপ শ্রীমদ্ভাগবত স্বরূপও বটে। কাজেই এখানে 'উপনিষৎ' শব্দে 'আত্মজ্ঞান' অর্থ করতে হবে; শ্রীস্বামিপাদও তাই করেছেন। [অথবা, "কার্ৎস্নেন নাজো-ঽপ্যভিধাতমীশ" এই স্মৃতি বাক্যানুসারে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদান্তজ্ঞানিগণের 'অস্পৃষ্টং' শব্দের অর্থ আসবে সাকল্যে গ্রহণ অসামর্থ্যতা]।

কাজেই"যেখান থেকে বাক্য ফিরে আসে"—(শ্রীতৈঃ ২।৪।১) ইত্যাদি অনুসারে বলা হল এখানে —এইসব বৎস-বালকদের মাহাত্ম্য এইরূপ উপনিষৎ জ্ঞানীরাও সাকল্যে গ্রহণ করতে পারে না।— আনন্ত্য—অনাদিতা হেতু। 'ভূরিমাহাত্ম্য' শব্দে নির্বিশেষতা প্রতিপাদনও নিরস্ত হল। 'মাত্র' পদে সূর্যালোকাদি প্রভৃতি বস্তুর নিজস্ব ধর্মের অন্তর্গত ভাবেই যেমন শুক্লাদি সপ্তবর্ণাদি থাকে তেমনই সত্য-জ্ঞানাদি এই বৎস বালকাদি স্বরূপের অন্তর্গত ভাবেই থাকে, ইহাই বক্তব্য। জড়জগত থেকে আগত হয়েছে, এরূপ কথা নিষিদ্ধ হল, যথা—"শ্রীভগবানের কার্য কারণ দেখা যায় না, তাঁর সমান বা অধিক কেউ নেই, তার শক্তি বিবিধ বলে শোনা যায়, যথা—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া—শ্রীশ্বে ৬।৮)। অতএব 'প্রকৃতি-ক্ষোভকালের পূর্বে শ্রীভগবান্ প্রকৃতিতে দৃষ্টি আধান করলেন, তিনি বিরাজমান ছিলেন' ইত্যাদি।—"সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান। প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্যের আধান" ॥—চৈ০ চ০ ॥ জী০ ৫৪ ॥

৫৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নচৈতৎ সর্ব্বং ভগবতা মায়য়া দর্শিতমিতি মন্তব্যমিত্যাহ সত্যেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্রা বিজাতীয়-সম্ভেদরহিতাঃ তত্রাপ্যেকরসাঃ কালপরিচ্ছেদাভাবাৎ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো বপূংষি যেষাং তে। যদ্বা, "সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি, সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি, আনন্দং ব্রহ্মণো রূপ"-মিত্যাদি শ্রুত্যুক্তং সত্যাদিরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। নন্থ দৃশ্যত্ব বহুত্ব বিবিধত্বাদিকং ব্রহ্মণো নৈব ব্রুবতে বেদান্তদর্শিনস্তত্রাহ অস্পৃষ্টেতি। উপনিষদঃ পশ্যন্তি ভক্ত্যভাবান্নতু তদর্থং জানন্তীত্যুপনিষদ্দৃশো দার্শনিকা স্তেষাং তৈর্ন স্পৃষ্টমপি ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি। "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বা"মিতি। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা" দিতি "আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমান" মিতি "বহুমূর্ত্তেকমূর্ত্তিক" মিতি। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহা স্তস্যপরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ। পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞান-মাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ" ॥ ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধং ব্রহ্মণোঽপ্যপ্রাকৃতরূপ গুণাদিমত্ত্বং তদিচ্ছয়া ভক্তিমচ্চক্ষুর্গম্য মস্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ৫৪ ॥

৫৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এবং এইসব কিছু শ্রীভগবানের মায়ায় দর্শিত এরূপ মন্তব্যও করা যাবে না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে সত্যেতি। সত্য, জ্ঞানরূপ, অনন্ত এবং আনন্দরূপ—তার মধ্যেও আবার তদেকমাত্র—বিজাতীয় মিলন রহিত, তার মধ্যেও আবার **একরসাঃ**—কাল ব্যবধান নেই বলে সদা একরূপ মূর্তি অর্থাৎ শরীর সমূহ, যাঁদের সেই বৎস-বালকগণ। অথবা, "সত্য, বিজ্ঞান আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ। সত্য, বিজ্ঞান, অনন্তই ব্রহ্মের স্বরূপ। আনন্দই ব্রহ্মের রূপ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সত্যাদিরূপ যে ব্রহ্ম তারই মূর্তিমন্তরূপ হল, এই সব বৎস-বালকগণ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা বেদান্ত জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তো এ কথা বলেন না যে ব্রহ্মকে দেখা যায়, ইহা বহু ও বিবিধ। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—অস্পৃষ্টেতি। **উপনিষদ্দৃশাম্** —উপনিষৎ পাঠে রত যোগী ভক্তির অভাব হেতু উপনিষদের তত্ত্ব বিষয় অজ্ঞ—এইরূপ উপনিষৎ চক্ষু

৫৫। এবং সকৃদ্দর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্॥

৫৫। অন্বয়ঃ যস্য ভাসা ইদং স চরাচরং সর্বং বিভাতি অজঃ (ব্রহ্মা) এবং অখিলান্ আত্মনঃ (নিখিলান্ বৎসান্ বৎসপান্) পরং ব্রহ্ম সকৃৎ (একবারং) দদর্শ।

৫৫। মূলানুবাদঃ যে পরব্রহ্মের সর্বপ্রকাশক শক্তিতে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সেই তারই পরব্রহ্মাত্মক বৎস বালকগণকে ব্রহ্মা এইরূপে একই সময়ে দেখতে পেলেন কৃষ্ণ কৃপায়।

দার্শনিকগণ এই বৎস বালকদের রূপের স্পর্শও পায় না। এই দার্শনিকগণ স্পর্শ করতে না পারলেও এই বৎস-বালকগণ অতিশয় মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, একমাত্র ভক্তিমৎ চক্ষুগম্য।—"একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য।" —"আমি যেরূপ সর্বব্যাপি সচ্চিদানন্দ পুরুষ তা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই স্বরূপতঃ জানা যায়।"—"মাংস চক্ষুর বলে শ্রীভগবানের রূপ দৃশ্য হয় না; যে এঁকে হৃদয়ে বরণ করে নেয় তার দ্বারাই লভ্য হয়,তারই নয়নে শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হন।"—"আনন্দমাত্র, অজঃ, পুরাণ পুরুষ এক অদ্বিতীয় থেকেই বহুরূপে দৃশ্যমান।" —"বহুমূর্তি হয়েও একমূর্তিতে বিরাজমান্"—"সেই শ্রীভগবানের সকল দেহই নিত্য ও শাশ্বত,ক্ষয়শীল উপাদান রহিত, কোনও প্রকৃতি জাত নয়, পরমানন্দ বারিধি এবং সর্বতোভাবে জ্ঞানমাত্র।" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম অপ্রাকৃতরূপগুণাদিমত্ব হলেও তাঁর ইচ্ছায় ভক্তিমৎ-চক্ষুগম্য হয়ে থাকেন, এইরূপ বুঝতে হবে॥ বি॰ ৫৪॥

৫৫। শ্রীজীব-বৈ॰তোষণী টীকাঃ সকৃদ্‌যুগপদিত্যর্থঃ, পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানাদিরূপং, তর্হি কথং দৃষ্টিবিষয়ত্বম্? তত্রাহ—যস্যেতি। অতঃ স্বয়ংপ্রকাশ্যত্বাৎ সর্ব্বপ্রকাশকত্বাচ্চ তদিন্দ্রিয়াণি স্বশক্ত্যা প্রকাশ্য স্বয়মপি প্রকাশতে ইতি ভাবঃ। অতএব ব্যদৃশ্যন্ত ইতি কর্ত্তারং বিনৈবোক্তমিতি দিক্। কিন্ত্বনেন প্রকারেণ পূর্ব্ববৎসবালকানাং মহিমৈব দর্শ্যতে স্ম। মম লীলেয়মেতাদৃশ্যেব সিধ্যতি, অন্যথা মায়িকসৃষ্টিরেবাকরিষ্যত ইতি জ্ঞাপনায় ইতি গম্যতে॥ জী॰ ৫৫॥

৫৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ সকৃৎ—যুগপৎ। পরব্রহ্ম হল, সত্য জ্ঞানাদিরূপা --তা হলে কি করে দৃষ্টি বিষয়িভূত হল, এরই উত্তরে—যস্যেতি। **যস্য**—যে ব্রহ্মের **ভাসা**—প্রকাশে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে সেই পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের পরব্রহ্মাত্মক নিখিল বৎস-বালক; অতএব কৃষ্ণ স্বয়ং প্রকাশ ও সর্বপ্রকাশক বলে তার ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ শক্তিদ্বারা নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়, এইরূপ ভাব। অতএব 'ব্যদৃশন্ত' বৎস-বালকগণ ঘনশ্যাম চতুর্ভুজরূপে প্রকাশ পেল, এইরূপে অন্য কোন কর্তা বিনাই ক্রিয়া পদের ব্যবহার হল। কিন্তু এই প্রকারে একবৎসর ধরে যে সব বৎস-বালক ব্রহ্মমোহনের জন্য খেলা করে বেড়াচ্ছিল তাদের মহিমাই দেখান হল। এ আমার লীলা,তাই এতাদৃশ ব্যাপার সিদ্ধ হল,অন্যথা

৫৬ · ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্য স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা॥

৫৬। অন্বয় ঃ ততঃ অতিকুতুকোদ্বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ (অতিকুতুকেন উদ্ধৃতানি স্তব্ধানি আনন্দ একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) অজঃ [তেষাং] ধাম্না (তেজসা) পূর্দেব্যন্তি (বহুলোকৈঃ পূজমানা গ্রাম্য-দেবতা তস্যা সমীপে) পুত্রিকা (পুত্তলিকা) ইব তূষ্ণীং অভূৎ।

৫৬। মূলানুবাদ ঃ উহাই-না দেখে অতি আশ্চর্যে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় মথিত হয়ে আনন্দ জড়তা লাভ করল। উহাদের তেজে ব্রহ্মার বাক্‌শক্তি রহিত হল—পূজ্যমানা গ্রাম্যদেবতার নিকট অনাদরে পড়ে থাকা মাটির পুতুলের মতো অবস্থা হল তার॥

মায়িকসৃষ্টিই করা হত, এরূপ জগতে জানাবার জন্য এরূপ বুঝতে হবে। [ক্রমসন্দর্ভ—এইরূপ হলে ব্রহ্মা কি করে দেখল? এরই উত্তরে—এই পরব্রহ্মেরই সর্বপ্রকাশতা এবং স্বপ্রকাশতা গুণ থাকা হেতু।]॥জী৫৫॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যস্য পরব্রহ্মণঃ॥ বি০ ৫৫॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যস্য—পরব্রহ্মের। [শ্রীবলদেব—**অখিলান্**—বৎস-বালক-গণকে ও এদের তত্ত্বপর্যন্ত অর্থাৎ এরা যে পরব্রহ্মাত্মক, তা ব্রহ্মা যুগপৎ দেখলেন কৃষ্ণ কৃপায়। **এবং**—সংখ্যায় এবং নামাদিতে পূর্বতুল্য।]॥ বি০ ৫৫॥

৫৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথ তস্য মোহমাহ—তত ইতি। তদ্ধাম্না তেষাং প্রভা-বেণ অন্তি তেষামন্তিকে স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ো নিশ্চেষ্টঃ সন্ তূষ্ণীমভূৎ, কিঞ্চিদ্বক্তুমপি ন শক্তবানিত্যর্থঃ। তত্র কিরীটাদিশোভস্য স্তব্ধস্য চ তস্য উপমা পূর্দেবী নানাপরিচ্ছদৈঃ পুরজনারাধ্যা প্রতিমেবেতি। অন্তস্তৈঃ। তত্র দৃষ্টীঃ পরাবর্ত্য তদ্দৃষ্টীনাং চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতত্বাত্তাভিঃ পর্য্যায়েণ দৃষ্টৈরেত্যর্থঃ। তস্মিন্নিতি—হংসপৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ। সপরত্বাদবিসর্গলোপঃ॥ জী০ ৫৬॥

৫৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অত পর ব্রহ্মার মোহ বলা হচ্ছে—তত ইতি। সেই কিরীটকুণ্ডলধারী চতুর্ভুজ বিগ্রহগণের প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় স্তিমিত হয়ে গেল তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে মৌন ধরে থাকলেন অর্থাৎ কিছুই বলতে সমর্থ হলেন না। সেখানে কিরীটাদি শোভ ও স্তব্ধ ব্রহ্মার উপমা দেওয়া হচ্ছে, নানা পরিচ্ছদে শোভনা পুরজনের আরাধ্যা পুরদেবীর প্রতিমার সঙ্গে। ব্রহ্মা এই প্রতিমার মতো মৌন ধারণ করলেন। [শ্রীস্বামিপাদ—উদ্ধৃত্য ইত্যাদি-অতি আশ্চর্যে 'দৃষ্টীঃ পরাবৃত্য' চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখে ইন্দ্রিয় সকল স্তিমিত হয়ে গেল তার, তিনি হংসপৃষ্ঠে পড়ে গেলেন—] স্বামি-পাদের টীকার 'দৃষ্টীঃ পরাবর্ত্য'—ব্রহ্মার স্বাভাবিক ভাবেই চতুর্দিকে চক্ষু থাকা হেতু, ঐসব চক্ষুদ্বারা পর্যায়-ক্রমে দেখলেন, এইরূপ অর্থ করতে হবে॥ জী০ ৫৬॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অতিকৌতুকেন উদ্ধৃত্যানি বিলোড্যানি স্তিমিতানি আনন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। উদ্ধৃত্ত ইতি পাঠে অতি কুতুকেন ক্ষুভিতঃ তেষাং ধাম্না তেজসা তূষ্ণীং কিমপি

৫৭। ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্॥

৫৭। অন্বয় ঃ ইতি অতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে (স্বপ্রকাশসুখস্বরূপে) অতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ (অস্থূলং অননূ অহ্রস্বমিত্যাদিভিঃ শ্রুতিশিরোভিঃ মিতি জ্ঞানং যস্মিন্ তস্মিন্ স্বরূপে) অজাতঃ পরত্র ঈরেশে (ব্রহ্মণি) ইদম্ কিম্ ইতি দ্রষ্টুম্ অপি অনীশে (অসমর্থে) মুহ্যতি পরমঃ অজঃ জ্ঞাত্বা অজা জবনিকাং (মায়ারূপঃ তিরস্করণীং) চচ্ছাদ [অপনীতবান্]।

৫৭। মূলানুবাদ ঃ তর্কাতীত, মহৈশ্বর্যময়, স্বপ্রকাশ, সুখস্বরূপ, প্রকৃতির অতীত এবং অতন্নিরসন মুখে উপনিষদ্ সমূহের দ্বারা প্রমানীকৃত ঘনশ্যাম চতুর্ভুজাদি রূপে সর্ববিদ্যাপতি ব্রহ্মা 'অহো এ কি' এইরূপে মোহপ্রাপ্ত হলে এবং শ্রীমূর্তি সকলও আর দেখতে অসমর্থ হয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার ঐশ্বর্যরসানুভবে অযোগ্যতা জানতে পেরে যোগমায়ারূপ যবনিকা, যার প্রভাবে পরম অদ্ভুত দর্শন হচ্ছিল, তা অপসারণ করলেন।

বক্তুং চেষ্টিতুঞ্চাশক্তোঽভূৎ। অত্র দৃষ্টান্তঃ পূর্দেবী বহুলোকৈঃ পূজ্যমানা গ্রাম্যদেবতা তস্যা অন্তি নিকটে পুত্রিকা বালকেন খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা মৃন্ময়ী পঞ্চালিকেব॥ বি॰ ৫৬॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতি কৌতুকে **উদ্ধৃত্য**—মথিত, **স্তিমিত**—আনন্দস্তব্ধ একাদশ ইন্দ্রিয় যাঁর সেই ব্রহ্মা। 'উদ্ধৃত' পাঠে—অতি আশ্চর্যে ক্ষুভিত। ঐ সব চতুর্ভুজ বিগ্রহের **ধাম্না**—তেজে,বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে পড়লেন। কিছুই বলতে বা করতে সমর্থ হলেন না। এখানে দৃষ্টান্ত **পূর্দেবী**—বহুলোকের দ্বারা পূজ্যমানা গ্রাম্যদেবতা—তার **অন্তি**—নিকটে **পুত্রিকা**—বালকের খেলার অপূজিতা মাটির পুতুল, যেমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ আনাদৃত,সেইরূপ ঐসব বিগ্রহের নিকট ব্রহ্মার অবস্থা॥ বি॰ ৫৬॥

৫৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ইতি পূর্ব্বরীত্যা বালবৎসাদিরূপমেকমদ্ভুতং দৃষ্টম্। ইদং বা কিমিতি বা শব্দার্থঃ। জ্ঞাত্বা—তন্মোহাদিকমবধায়। অন্যত্তৈঃ। অত্র প্রথমপক্ষে মায়য়া অবিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকত্বাৎ অবিদ্যারূপেণ তিরস্করিণীং ব্রহ্মণো দৃষ্টিং প্রতি শ্রীকৃষ্ণরূপস্য ব্যবধায়িকাম্, তথা যয়াবিদ্যারূপয়াঽতর্ক্য ইত্যাদি পঞ্চবিশেষণকত্বাদন্যাদৃশ্যং তদদ্ভুতং দর্শিতং তদ্রূপেণ প্রকাশিকামপি তামপসারিতবানিতি তমেতং পক্ষনবৈষ্ণবমযুক্তঞ্চাশঙ্ক্যপক্ষান্তরমাহ—অথবা ইতি। অত্র তস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ স্বপ্রকাশতাশক্তিরেব দর্শনে হেতুঃ; মায়াত্বিদ্যাবৃত্ত্যাবরণধর্ম্মৈব, বিদ্যাবৃত্ত্যা চ, ন তস্যা অপি প্রকাশকস্য তস্য প্রকাশনসমর্থা ইত্যুক্তম্। তদেবাহ—পরত্রাজাত ইতি। অতস্তাদৃশবৈভবং প্রতি ব্রহ্মদৃষ্টিতো মায়াপসারণেন তদ্দর্শিতম্। তত্র প্রসারণেন ত্বাচ্ছাদিতমিতি, প্রসারিতমপি প্রসারিতবানিতি, ছদেরন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ। মায়ায়াশ্চানন্ত্যকর্ম্ম-

ত্বাৎ ইতি-শব্দঃ, অথবেতি পক্ষসমাপ্ত্যর্থঃ, উত্তরগ্রন্থস্য উভয়ত্রান্বিতত্বাৎ। ক্ব মুহ্যতি ইতি কুত্র তস্য মোহ ইত্যর্থঃ। স্বরূপে ঘনশ্যামাদিরূপে নিজমহিমনি ইতি বহুব্রীহিঃ; যদ্বা, নিজমহিমনীত্যেব বিশেষ্যং কর্ম্মধারয়াৎ; তাদৃশচতুর্ভুজবৃন্দে, তদ্বৈভব ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ জী০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইতি—পূর্ব্বরীতিতে বাল-বৎসাদিরূপ এক অদ্ভুত দৃষ্ট হল, এ আবার কি? এইরূপ বা শব্দের অর্থ। **জ্ঞাত্বা**—ব্রহ্মার মোহাদি জেনে। [শ্রীধর—এইরূপ মোহমগ্ন ব্রহ্মাকে উদ্ধার করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ইতীতি। **ইরেশে**—'ইরা' সরস্বতী তাঁর প্রভুতে অর্থাৎ সর্ববিদ্যাপতি ব্রহ্মা—অহো, এ কি? এইরূপে মোহপ্রাপ্ত হলে, এমন কি পরে ঐ শ্রীমূর্তি সকলও আর দেখতে অসমর্থ হয়ে পড়লে **পরমোহজঃ**—শ্রীকৃষ্ণ, **সপদি**—তৎক্ষণাৎ-ই **অজাজবনিকাং**—'মায়ারূপাং তিরস্করণীং' মায়ারূপা যবনিকা 'যয়া অদ্ভুত দর্শিতং তাচছাদ' যার দরুণ অদ্ভুত দর্শন হচ্ছিল তা সরিয়ে দিলেন। অথবা, এই ব্রহ্মা লোকপালাভিমানী, আমার ঐশ্বর্য দর্শনে অযোগ্য, এই মনে করে তাঁর উপরে মায়া বিস্তার করলেন। মোহপ্রাপ্ত হলেন কেন? **অতর্কে**—তর্ক-অগোচর নিজ অসাধারণ মহিমা যাঁর, সেই শ্রীভগবানে—শ্রীভগবানের মহিমা বিচারের অগোচর কিনা তাই মোহ প্রাপ্ত হলেন। এইরূপে মোহের কারণ বলা হল। দর্শন অযোগ্যতার কারণরূপে তিনটি বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে—**স্বপ্রমিতিকে**—স্বপ্রকাশসুখ বিরাজমান্ যাতে, অতএব **পরব্রাজাতৌ**—প্রকৃতির অতীত পরস্বরূপে, চিৎব্যতিরিক্ত বস্তু নিরসন মুখে **ব্রহ্মকমিতৌ**—'ব্রহ্মকৈঃ' শ্রুতিশির সমূহের দ্বারা 'মিতি' জ্ঞান হয় যার সম্বন্ধে সেই স্বরূপে মোহপ্রাপ্ত হলেন। স্বামিপাদ তার প্রথম ব্যাখ্যায় কৃষ্ণের মায়া অপসারণের কথা এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় মায়া বিস্তারের কথা বললেন। প্রথম ব্যাখ্যা—মায়ার দুইটি বৃত্তি—অবিদ্যা ও বিদ্যা। মায়া অবিদ্যারূপে ব্রহ্মার দৃষ্টি পথে শ্রীকৃষ্ণরূপের আবরণকারিণী। তথা বিদ্যারূপা মায়া অতর্ক' ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণে বিশেষিত হওয়া হেতু, যা অন্যের অদৃশ্য সেই অদ্ভুত দর্শন চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যমূর্তি প্রকাশিকা হলেও তাকে অপসারিত করলেন। এইরূপে প্রথম ব্যাখ্যার সিদ্ধান্ত দাড়াচ্ছে মায়ার বিদ্যাবৃত্তিতে চতুর্ভুজমূর্তি সকলের প্রকাশ আর উহার অপসারণে অপ্রকাশ। এইরূপে ব্যাখ্যা বৈষ্ণবমতে স্বীকার-যোগ্য নয় এবং অযুক্তও বটে কারণ পরব্রহ্মের প্রকাশিকা মায়া হতে পারে না। তাই স্বামিপাদ 'অথবা' দিয়ে অন্য একটি ব্যাখ্যা সংযুক্ত করছেন, যথা—"মমৈশ্বর্যং দ্রষ্টুমযোগ্য ইতি তস্যোপরি মায়াং প্রসারিতবান্।" এই ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত হল, কৃষ্ণ স্বপ্রকাশরূপ ধর্মী, তাঁর প্রকাশিকা শক্তিই কৃষ্ণদর্শনে হেতু। মায়া কিন্তু অবিদ্যাবৃত্তিতে আবরণ ধর্মস্বরূপ, আর বিদ্যাবৃত্তি দ্বারাও তার নিজের প্রকাশক কৃষ্ণের প্রকাশনে অসমর্থ—তাই বলা হচ্ছে, কৃষ্ণের তাদৃশ বৈভব যা এই শ্লোকে পাঁচটি বিশেষণে বলা হল তার ও ব্রহ্মার দৃষ্টিপথের মাঝখানে যে আবরণ ধর্মী মায়া, তার কৃষ্ণকর্তৃক অপসারণের দ্বারাই ঐ অদ্ভুত চতুর্ভুজ রূপ ব্রহ্মার দর্শন হয়েছিল—এখন আবরণধর্মী মায়ার বিস্তারে আর দর্শন হল না। (শ্রীধর) 'ক্ব মুহ্যতি'—কোন্ রূপে ব্রহ্মার মোহ হল? এরই উত্তরে (শ্রীধর) স্বরূপে, অর্থাৎ ঘনশ্যাম চতুর্ভুজাদিরূপে সকল বৎস-বালকাদির যে প্রকাশ, তাতে মোহ হল ॥ জী০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তাবন্মাত্রএব মঞ্জুমহিমনি নিমজ্জন্তমনুভবাসমর্থং ব্রহ্মাণমালোক্য ততঃ পরঃসহস্রেষু দর্শয়িতব্যেষসাধারণেষু নিজমহামঞ্জুমহিমসু তমনাধিকারিণমভিমৃষ্য মঞ্জুমহিমদর্শনাং সমাপয়ামাসেত্যাহ - ইতীতি। ইরেশে ব্রহ্মণি ইরা সরস্বতী তস্যা ঈশে মহাবুদ্ধিমত্যপীত্যর্থঃ। কিমিদমিতি মুহ্যতি সতি পশ্চাদ্দ্রষ্টুমপ্যনীশে সতি পরমোইজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জ্ঞাত্বা স্বৈশ্বর্য্যরসানুভবে তদ্‌যোগ্যতাং বীক্ষ্য সপদি অজাজবনিকাং যোগমায়ারূপাং তিরস্কারিণীং চছাদ যয়া পুলিনে ভুঞ্জানান্ শ্রীদামাদিবালকান্ তৃণং চরতো বৎসান্ বৎসান্বেষকং স্বঞ্চাচ্ছাদ্য স্বরূপভূতান্ বৎসবালকাদীন্ পুনস্তানেব চতুর্ভুজাদিত্বেন দর্শয়ামাস তামন্তরধাপয়দিত্যর্থঃ। যা বাস্তবং বস্ত্বাবৃণোতি অবাস্তববস্ত্বেব দর্শয়তি সা মায়া, যাতু বাস্তববস্তূনামপি মধ্যে কিমপ্যাবৃণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়েতি, মায়া যোগমায়য়োর্ভেদাদজাশব্দেনাত্র বহিরঙ্গা মায়া ন ব্যাখ্যেয়া। ক মুহ্যতি ? নিজমহিমনি দর্শিতচতুর্ভুজাদিরূপস্বমহৈশ্বর্য্যে। কীদৃশে অতর্ক্যে যতঃ স্বপ্রমিতি স্বপ্রকাশঞ্চ তৎ কং সুখরূপঞ্চ তস্মিন্। অতএব অজাতঃ প্রকৃতেঃ পরত্র পরস্মিন্। অতন্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ "অস্থূলং অনণু অহ্রস্ব" মিত্যাদিকৈঃ শ্রুতিশিরোভির্ব্রহ্মাভিব্যঞ্জকৈ র্মিতিজ্ঞানং যত্র তস্মিন্ স্বরূপে ॥ বি০৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মঞ্জুমহিমা যতদূর দেখানো হল তাতেই ব্রহ্মা ডুবে গেলেন, অনুভবে অসমর্থ হলেন. তাঁকে এই অবস্থায় দেখে—এরপরও পরসহস্র দেখানোর যোগ্য অসাধারণ নিজ মহামঞ্জুমহিমা যা কিছু আছে,তাতে ব্রহ্মার অনধিকার মনে করে কৃষ্ণ মঞ্জুমহিমা দেখানো সমাপন করলেন, তাই বলা হচ্ছে—ইতি। **ইরেশে**—সরস্বতিপতি ব্রহ্মা এই কথার ধ্বনি ব্রহ্মা মহাবুদ্ধিমান্ হলেও—অহো এ কি আশ্চর্য দেখছি, এইরূপে মোহপ্রাপ্ত হলে ও পরে আর শ্রীমূর্তি সকল দেখতেও অসমর্থ হয়ে পড়লে **পরমোইজঃ**—শ্রীকৃষ্ণ, **জ্ঞাত্বা**—নিজের ঐশ্বর্য অনুভবে ব্রহ্মার যোগ্যতা 'বীক্ষ্য' বিচার করে তৎক্ষণাৎ **অজাজবনিকাং**—যোগমায়ারূপ আচ্ছাদন **চছাদ**—অপসারিত করে দিলেন। [শ্রীবলদেব ঃ কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনে ও অনুভবে ব্রহ্মা অযোগ্য, ইহা জেনে অপসারিত করলেন]। পুলিনে ভোজনরত শ্রীদামাদি বালকদের, তৃণে চরে বেড়ানো গোবৎসদের এবং গোবৎস অন্বেষণকারী নিজেকেও আচ্ছাদিত করত পরব্রহ্মাত্মক বৎস-বালকদের দেখিয়ে পুনরায় তাদিকেই চতুর্ভুজরূপে যাঁর দ্বারা দেখালেন, সেই যোগমায়াকে অন্তর্ধান করিয়ে দিলেন, এরূপ অর্থ যিনি বাস্তব বস্তুকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে অবাস্তব বস্তু দেখান, তিনি হলেন মায়া, আর যিনি বাস্তব বস্তুর মধ্যেও কোনও কিছু আচ্ছাদিত করেন, কোনও কিছু দেখান, তিনিই হলেন যোগমায়া। মায়া এবং যোগমায়ার মধ্যে ভেদ থাকা হেতু 'অজা' শব্দে এখানে বহিরঙ্গা মায়া ব্যাখ্যা করা যাবে না। কোন্ লীলাময়ে মোহিত হলেন ব্রহ্মা ? এরই উত্তরে—**নিজমহিমণি**—দর্শিত-চতুর্ভুজাদিরূপ নিজ মহা ঐশ্বর্যময়ে। কিদৃশে ? **স্বপ্রমিতিকে**—তর্কের অতীত বস্তু বিষয়ে, যেহেতু 'সপ্রমিতি স্বপ্রকাশ এবং **কং**—সুখস্বরূপ। তিনি নিজে না-প্রকাশ হলে শাস্ত্র বিচারাদি বা অন্য কোন উপায়ে তাকে প্রকাশ করা যাবে না, তাই অতর্ক বস্তু তিনি। অতএব **পরত্রাজাতো**—প্রকৃতির অতীত পরস্বরূপে। 'এ নয়, এ নয়' এইরূপ নিরসন মুখে **ব্রহ্মকৈঃ**—'অস্থূলমনণু অহ্রস্বম্' ইত্যাদি ব্রহ্ম অভিব্যঞ্জক শ্রুতিশির

৫৮। ততোঽর্ব্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা॥
৫৯। সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃ স্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্॥

৫৮। অন্বয় ঃ ততঃ কঃ (ব্রহ্মা) অর্বাক্ (বহিঃ) প্রতিলব্ধাক্ষঃ (প্রাপ্তদৃষ্টিঃ) পরেতবৎ (মৃতবৎ) উত্থিতঃ কৃচ্ছ্রাৎ দৃষ্টিঃ উন্মীল্য বৈ আত্মনা সহ ইদং (জগৎ) আচষ্ট (দদর্শ)।

৫৯। অন্বয় ঃ সপদি এব (তৎক্ষণমেব) অভিতঃ সর্ব্বতঃ দিশ পশ্যন্ পুরঃস্থিতং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং (জনানাং জীবনোপায়রূপৈঃ ফলবদ্ভিরুক্ষৈঃ ব্যাপ্তং) সমাপ্রিয়ং (সম্যক্ আ সমন্তাৎ পরস্পরং প্রিয়াণ্যেব যৎতৎ) বৃন্দাবনং অপশ্যৎ।

৫৮। মূলানুবাদ ঃ যোগমায়া অপসারিত হলে ব্রহ্মা বহির্দৃষ্টি লাভ করে হংসপৃষ্ঠে মৃতব্যক্তির মতো উঠে বসে অতি কষ্টে চোখ মেলে অহঙ্কারাস্পদ দেহের সহিত মমতাস্পদ বিশ্ব দর্শন করলেন।

৫৯। মূলানুবাদ ঃ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতেই ব্রহ্মা সম্মুখে তৎক্ষণাৎ জীবের জীবনোপায় ফলবন্ত বৃক্ষ সমাকীর্ণ, রাধাপ্রিয় বৃন্দাবন দেখতে পেলেন।

সমূহের দ্বারা **মিতিঃ**—যার সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, সেই স্বরূপে অর্থাৎ সেই স্বরূপ সম্বন্ধে (ব্রহ্মা মোহিত হলেন)॥ বি॰ ৫৭॥

৫৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ উত্থিত ইতি মোহেন হংসপৃষ্ঠে পতনং বোধয়তি। ইদং মমতাস্পদং বিশ্বম্ আত্মনা দেহেনাহংতাস্পদেন সহিতং, তস্যাপি বিস্মৃতত্বাৎ॥ জী॰ ৫৮॥

৫৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ উত্থিত—এই বাক্যে বুঝা যাচ্ছে ব্রহ্মা মোহ বশতঃ হংসপৃষ্ঠে পড়ে গিয়েছিলেন। (ব্রহ্মা নয়ন মেলে দেখতে লাগলেন—) **ইদং**—মমতাস্পদ বিশ্ব। **সহ+আত্মনা**—অহঙ্কারাস্পদ দেহের সহিত, এরও বিস্মরণ হয়ে যাওয়া হেতু॥ জী॰ ৫৮॥

৫৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অর্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি যেন সঃ। পরেতবৎ মৃতো যদি কথঞ্চিৎ পুনরুত্তিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ ইদং জগৎ মমতাস্পদং আত্মনা অহন্তাস্পদেন সহ অপশ্যৎ। তয়োরপি বিস্মৃতপূর্ব্বত্বাৎ॥ বি॰ ৫৮॥

৫৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অর্বাক্ অক্ষঃ—বহির্দৃষ্টি, **প্রতিলব্ধ**—ফিরে পাওয়া **কঃ**—ব্রহ্মা। **পরেতবৎ**—মৃতবৎ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি কোনও প্রকারে পুনরায় উঠে বসে সেইরূপ—বিস্ময়রস-মহাভার-মর্দিত হওয়া হেতু, এইরূপ ভাব। **ইদং**—এই মমতাস্পদ জগৎ **আত্মনা**—অহন্তাস্পদ দেহের সহিত নয়ন মেলে দেখতে লাগলেন—দেহ গেহ সবকিছু পূর্বে ভুল হয়ে গিয়েছিলেন বলে॥ বি॰ ৫৮॥

৫৯ শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চ পরমকৃপয়া শ্রীকৃষ্ণস্তস্মৈ স্বান্তরঙ্গবৈভবং প্রকাশিতবান্ ইত্যাহ—সপদীতি ত্রিভিঃ। যদ্বা, পূর্ব্বং বৃন্দাবনাধিষ্ঠানক শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমস্বরূপং যয়া মায়াজবনিকয়া আচ্ছাদ্যস্বশক্তিবিশেষেণ স্বরূপবৈভবান্তরং দর্শিতবান্, তামপসারিতবানিতি প্রাচীন-তৃতীয়শ্লোকার্থঃ। ততশ্চ স্বতেজোভিঃ সর্ব্বাচ্ছাদকেন অপ্রাকৃতেন পরমস্বরূপেণৈব প্রকাশিত ইত্যাহ—তত ইতি চতুর্ভিঃ। অর্ব্বাচি সংপ্রত্যবতীর্ণে শ্রীকৃষ্ণাখ্যপরমস্বরূপে পুনর্লব্ধদৃষ্টিঃ সন্ ইদং শ্রীবৃন্দাবনমাত্মনা সহ ব্যচষ্ট। তদেব বিবৃণোতি—**সপদীতি**; অভিতো দিশঃ পশ্যন্ সপদ্যেব বৃন্দাবনমপশ্যৎ। স ব্রহ্মা, মায়ালক্ষ্ম্যাঃ শ্রীরাধারূপায়াঃ প্রিয়ং, 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি মাৎস্যপাদ্মাদিভ্যঃ; যদ্বা, ময়া তয়ৈব লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্ততে ইতি সমঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য আ সম্যক্ প্রিয়ম্; 'বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনম্' (শ্রীভা॰ ১০।১১।৩৬) ইত্যাদ্যুক্তম্; যদ্বা, মায়াস্তস্যা এব প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন সহ বর্ত্তমানমিতি, এবং চেৎ, সমানাম্ আত্মারামাণামপি আপ্রিয়মিতি কিয়ৎ॥ জী॰ ৫৯॥

৫৯। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর ব্রহ্মার প্রতি পরম কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নয়নে নিজের অন্তরঙ্গবৈভব অর্থাৎ মাধুর্যমহিমা প্রকাশিত করলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সপদি ইতি তিনটি শ্লোক। অথবা. পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণ নামক পরম স্বরূপ যে মায়াযবনিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করত স্বশক্তিবিশেষের দ্বারা অন্য স্বরূপবৈভব অর্থাৎ চতুর্ভুজাদি ঐশ্বর্য মূর্তি সকল দেখালেন ব্রহ্মাকে, তাকে অপসারিত করে দিলেন—পূর্বের তিনটি শ্লোকের এইরূপ অর্থ। অতঃপর নিজ প্রভাবের সহিত সর্বাচ্ছাদক অপ্রাকৃত পরমস্বরূপ প্রকাশিত হল ব্রহ্মার নয়নে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তত ইতি চারটি শ্লোক। **অর্বাক্**—'অর্বাচি' অর্থাৎ সম্প্রতি সম্মুখে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমস্বরূপে লব্ধদৃষ্টি হয়ে অহঙ্কারাস্পদ নিজ দেহের সহিত **ইদং**—শ্রীবৃন্দাবন **আচষ্ট**—দেখলেন ব্রহ্মা। সেই কথাই বিবৃত করা হচ্ছে—সপদি ইতি। চতুর্দিকে নয়ন মেলে চাইতে তৎক্ষণাৎ-ই **সমাপ্রিয়ম্ বৃন্দাবনম্**—সমাপ্রিয় বৃন্দাবন দেখতে পেলেন। (স+মা) **স**—ব্রহ্মা, **মা**—মায়া=শ্রীরাধারূপা মহালক্ষ্মীর **প্রিয়ং**—প্রিয় শ্রীবৃন্দাবন দেখলেন—"রাধা বৃন্দাবনে বনে" এইরূপ মাৎস্য-পদ্মাদিতে থাকা হেতু, এরূপ অর্থ করা হল। অথবা, **সমা**—'ময়া' লক্ষ্মী সহ বিরাজমান—এইরূপে পাওয়া গেল **সমঃ**—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের 'আ' সম্যক্ প্রিয় শ্রীবৃন্দাবন—"বৃন্দাবন গোবর্ধন দর্শনের রামকৃষ্ণ অতীব প্রীত হয়েছিলেন"—(ভা ১০।১১।৩৬) শ্লোকে এইরূপ বলা আছে। অথবা, **স+মা+প্রিয়ম**—মায়ার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণ সহ বর্তমান শ্রীবৃন্দাবন—এরূপ হলে 'সমানাম্' আত্মারামগণেরও অতিশয় প্রিয় শ্রীবৃন্দাবন॥ জী॰ ৫৯॥

৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ পরমকৃপয়া কৃষ্ণস্তস্মৈ স্বমাধুর্য্যবৈভবং প্রকাশিতবানিত্যাহ—সপদ্যেবেতি। সম্যগাসমন্তাৎ পরস্পরং প্রিয়াণ্যেব যত্র তৎ॥ বি॰ ৫৯॥

৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর কৃষ্ণ ব্রহ্মার নিকট স্বমাধুর্যবৈভব প্রকাশ করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সপদি এব ইতি। **সমাপ্রিয়ম্**—সম্যক্—সমন্তাৎ অর্থাৎ চতুর্দিকে প্রাণীগণ পরস্পর প্রিয়রূপে বাস করছে যেখানে, সেই বৃন্দাবন॥ বি॰ ৫৯॥

৬০। যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুটতর্ষকাদিকম্॥

৬১। তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্বদেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট॥

৬০। অন্বয় ঃ যত্র (বৃন্দাবনে) নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভাবত এব শত্রুভাবপরায়ণাঃ) নৃমৃগাদয়ঃ মিত্রাণি ইব সহ (একত্র মিলিতা এব) আসন্ অজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকং (শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসেন পলায়িতা ক্রোধ-লোভাদয়শ্চ যস্মাৎ তথাভূতং বৃন্দাবনমপশ্যদিতি শেষঃ)।

৬১। অন্বয় ঃ তত্র (শ্রীবৃন্দাবনে)পরমেষ্ঠি (ব্রহ্মা) পুরা ইব (পূর্ব্ববৎ এব) পশুপবংশ শিশুত্বনাট্যং (গোপবালকত্বেন লীলাং) উদ্বহৎ (দধৎ) পরিতঃ বৎসান্ সখীন্ (গোবৎসান্ গোপবালকাশ্চ) বিচিন্বৎ (অন্বিষ্যৎ) একং সপাণিকবলং অদ্বয়ং অনন্তং অগাধবোধং পরং ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম) অচষ্ট (অপশ্যৎ)।

৬০। মূলানুবাদ ঃ শ্রীকৃষ্ণের নিবাস হেতু ক্রোধ-লোভাদিমুক্ত যে স্থানে পরস্পর স্বাভাবিক শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য-ব্যাঘ্র্যাদি প্রাণীগণ বন্ধুর ন্যায় মিলেমিশে বাস করছে।

৬১। মূলানুবাদ ঃ অনন্ত-অগাধবোধ-অদ্বয় পরব্রহ্ম গোপরাজকুমারলীলা-নাটুয়া যশোদা-নন্দনকে পূর্বের মতো দধিমাখা অন্নহাতে শ্রীবৃন্দাবনে বৎস-বালকদের খোঁজায় রত দেখতে পেলেন ব্রহ্মা।

৬০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তল্লক্ষণমাহ—যত্রেতি। তৈর্ব্যঞ্জিতমেব। যদ্বা, নিসর্গ-দুর্ব্বৈরা অহি-নকুলাদয়ঃ সহৈবাসন্, ততঃ সুতরাং নৃমৃগাদয়শ্চ মিত্রাণীবাসন্ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—অজিতস্য যোগাদিনা মহাপ্রয়াসেন হৃদ্যপি বশীকর্ত্তুমশক্যস্য শ্রীভগবতঃ আবাসঃ সদাবস্থিতিঃ, তেন তদ্রূপেণ নিজমহিম্না দ্রুতং রুট্‌তর্ষাদিকং যস্মাৎ তৎ॥ জী০ ৬০॥

৬০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীধর টীকা—'তদাহ' অর্থাৎ 'তৎ' মাধুর্যভূমি বৃন্দাবনের লক্ষণ বলা হচ্ছে, যত্র ইতি। এই সব লক্ষণের দ্বারা বৃন্দাবনকে প্রকাশ করা হল। অথবা, স্বভাব-শত্রু অহি-নকুলাদিই মিলেমিশে বাস করছে, অতঃপর সুতরাং মনুষ্য-পশুরাও বন্ধুর মতো একসঙ্গে বাস করছে, এইরূপ অর্থ। এ সম্বন্ধে হেতু—**অজিতস্য**—যোগাদি দ্বারা মহা প্রয়াসে হৃদয়েও বশীভূত করার অতীত শ্রীভগবানের **আবাসঃ**—সদা অবস্থিতি, তার দ্বারা অর্থাৎ তদ্রূপ নিজ মহিমা দ্বারা **দ্রুতং**—পলায়িত **রুট্**—লোভ মোহাদি **তর্ষ**—তৃষ্ণা॥ জী০ ৬০।

৬০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদেবাহ—নৈসর্গং নিসর্গোত্থং মিথো দুর্ব্বৈরং যেষাং তেঽপি মনুজ-ব্যাঘ্র্যাদয়ো মিত্রাণীব সহৈবাসন্। অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্‌তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাৎ তস্মিন্॥ বি০ ৬০॥

৬০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেহ মাধুর্যই বলা হচ্ছে—স্বভাবোত্থ পরস্পর অতিশয় শত্রু-ভাব যাদের সেই মনুষ্য-ব্যাঘ্র্যাদিও বন্ধুর মতো একসঙ্গে মিলেমেশে বাস করছে। অজিত শ্রীকৃষ্ণের আবাস হেতু দ্রুতাঃ—পলায়িত **রুট্তর্ষকাদয়**—ক্রোধ-লোভাদি যেখান থেকে সেই বৃন্দাবন॥ বি০ ৬০॥

৬১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ততশ্চ তত্তৎ সর্ব্বফলং সাক্ষাৎ চকারেত্যাহ—তত্রেতি। ব্রহ্মেতি—প্রাপঞ্চিকানাং তেষাং তেনৈবাবির্ভাবাদিদর্শনেন তদাদ্যন্তয়োরেক-স্বরূপোদয়েন চ তত্তল্লক্ষণাক্রান্ত-ত্বাৎ। নন্বু সম্প্রতি দৃশ্যমানপ্রপঞ্চস্যান্যৎ কারণমস্তু, তত্রাহ—অদ্বয়ম্ 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' (ত্রি ম তা ৩।৩) ইতি শ্রুতেঃ সজাতীয়ভেদরহিতং, ততো দৃষ্টং পরিত্যজ্য কিমর্থমদৃষ্টং কল্প্যেত? তত্রেদমপ্যেকং তত্র তত্র স্বশক্ত্যেকমাত্রসহায়ং পূর্ব্বযুক্ত্যা বহুমূর্ত্তিত্বেঽপি সত্যজ্ঞানাদিস্বরূপৈকমূর্ত্তিকমিত্যর্থঃ। অনেন বিজাতীয়-সংভেদশ্চ নিষিদ্ধঃ। কেষাঞ্চিৎ স্বগতভেদনিষেধশ্চ শক্তি শক্তিমতোরভেদ-বিবক্ষয়া। এবং সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বপরত্বমনন্তত্বং, তথা সর্ব্বজ্ঞত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব সর্ব্বাতর্ক্যস্বরূপ-তচ্ছক্তিত্বাদিভিরগাধবোধত্বঞ্চ প্রসিদ্ধম্। মহা পুরুষাদিকারণনরাকৃতিত্বেনৈব সর্ব্ববৃহত্তমত্বাৎ ব্রহ্মত্বং সাধয়িত্বা 'নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম অপশ্যৎ' ইত্যুক্তম্। বক্ষ্যতে চ—'অন্যৈব তদৃতে' ইত্যাদি, তদেবমনুভূত-পারমৈশ্বর্য্যস্য 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' (শ্রীব্র সূ ২।১।৩) ইতি ন্যায়েন সর্ব্বলীলানিধানস্য তাদৃশনরাকৃতিত্বোচিতপরমলীলামাধুর্য্যমপ্যনুভূতবান্ ইত্যাহ—তত্র তাদৃশে শ্রীবৃন্দাবনে পশুপবংশশিশুত্বং শ্রীগোপরাজকুমারলীলত্বমেব নাট্যং, বৈচিত্রীভিস্তদ্বৎ পরমচমৎকার-কারকম্ উৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া বহৎ যত্নেন বিভ্রদিতি তত্র চ তাদৃশ-ব্রহ্মত্বাদি-ধর্ম্মাণামপ্যুপসর্জ্জনতা-জননীং ব্রহ্মাদি-চণ্ডালপর্য্যন্তজনমনোহরাং নিজজনপ্রেমবশতাময়ীং কামপি লীলামনুভূতবানিত্যাহ—বৎসানিতি। 'সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ' (শ্রীভা০ ১০।১৩।১৭) ইতি তেষাং জ্ঞাতত্বাৎ পুরেব বিচিন্বদিত্যর্থঃ। অন্যত্তদ্ব্যাখ্যাবৎ, এবং বৎসরং যাবত্তেনৈব রূপেণ বৎসবালকতয়া তৎপরোক্ষমবস্থিতিস্তস্য গম্যতে। ব্রজে গমনঞ্চ স্বস্বরূপপ্রকাশদ্বৈতেন জনক শ্রুত-দেবগৃহগমনবৎ। তৎপ্রকাশে কালগমনঞ্চ সখীনামিব তস্যাপি সংক্ষেপেণৈব জাতং, কবলাদীনাং তথৈব স্থিতেরিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ৬১॥

৬১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর সেই সেই সুন্দর মধুর বন, বৃক্ষ, লতা, পশু, পাখী প্রভৃতি যার সম্পদ সেই মাধুর্যধুর্য শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করলেন ব্রহ্মা, সেই কথা বলা হচ্ছে—তত্র ইতি। **ব্রহ্ম ইতি**—সেই মায়িক বৎস-বালকদের সেই আবির্ভাব দর্শন সম্বন্ধে এবং আদি-অন্ত সব কিছুর পূর্ণস্বরূপ উদয় সম্বন্ধে ব্রহ্মই কারণ—অদ্বয়াদি সেই সেই লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়া হেতু। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সম্প্রতি যা দেখা যাচ্ছে সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের অন্য কারণ হউক। এরই উত্তরে, **অদ্বয়ং**—ব্রহ্ম দ্বিতীয় রহিত এক অখণ্ড বস্তু—(ত্রিমতা ৩।৩ শ্রুতি) সজাতীয় ভেদরহিত (আম ও কাঠাল গাছে সজাতীয় ভেদ); অতএব দৃষ্টবস্তু পরিত্যাগ করে অদৃষ্টের কল্পনা কেন করছ? এই লীলায় ব্রহ্মার দৃষ্ট 'সপানি কবল' এক হলেও সেই **একম্**—একই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে বৎস-বালকরূপে বহুমূর্তি হলেও স্বশক্ত্যেকমাত্র সহায় সত্যজ্ঞানাদিস্বরূপ একমূর্তিই, এইরূপ অর্থ। এর দ্বারা বিজাতীয় ভেদও নিরস্ত হল—(বৃক্ষ পর্বতে বিজাতীয়

ভেদ)। কেউ কেউ বলেন স্বগত ভেদ নিষেধও এসে যাচ্ছে শক্তি-শক্তিমানের অভেদ বিচারে। এইরূপে সর্বকারণ স্বরূপে এই এক মধুর রূপ **পরম অনন্তম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত, তথা সর্বজ্ঞতা, সত্যসঙ্কল্পতা, সর্ব-অতর্ক স্বরূপ শ্রীভগবৎশক্তি প্রভৃতি দ্বারা **অগাধবোধ**—মহাপুরুষাদি কারণ নরাকৃতি স্বরূপেই সর্ববৃহত্তম হওয়া হেতু এই মধুর রূপের ব্রহ্মত্ব প্রমাণ করত ব্রহ্মা যে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' মধুর কৃষ্ণকে দেখলেন, তাই বলা হল। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে—অনুভূত পরমৈশ্বর্য পরব্রহ্মের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"— শ্রীব্র সূ ২।১।৩)—এই অনুসারে সর্বলীলা-নিধান পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ নরাকৃতি স্বরূপোচিত পরমলীলামাধুর্যও ব্রহ্মার অনুভবের বিষয় হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাদৃশ বৃন্দাবনে **পশুপবংশশিশুত্বং**—শ্রীগোপরাজ-কুমার লীলতারূপ **নাট্যং**—বৈচিত্রীর দ্বারা সেইরূপ পরমচমৎকারক কলাবিদ্যা, **উদ্বহৎ**—'উৎ' সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে 'বহৎ' যত্নে ধারণ করলেন—আরও, এইরূপে তাদৃশ বৃন্দাবনে তাদৃশ ব্রহ্মাদি ধর্মসমূহেরও পরি-ত্যাগের ভাব জন্মানো, ব্রহ্মাদি চণ্ডাল পর্যন্ত মনোহরা, নিজজন প্রেমবশতাময়ী কোনও অনির্বচনীয় লীলা ব্রহ্মা অনুভব করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বৎসান্ ইতি। 'কৃষ্ণ চুরি করার সময়েই জানলেন যে ইহা ব্রহ্মার কর্ম'—(ভা০ ১০।১৩।১৭)। এইরূপে বৎস বালকরা কৃষ্ণের জ্ঞানের মধ্যে থাকলেও ব্রহ্মার মিথ্যা অভিমান জন্মাবার জন্য পূর্বের মতোই বৎস-বালকদের খোঁজায় রত অবস্থায় দেখতে পেলেন ব্রহ্মা। এইরূপে যাবৎ কৃষ্ণের 'সপাণি কবল' অবস্থায় খুঁজে বেড়ানো এবং বৎস বালক রূপে অপ্রত্যক্ষ অবস্থিতি, তার মধ্যে একবৎসর কেটে গেল (মনুষ্যমানে) এরূপ বুঝতে হবে। এর মধ্যে নিত্য ব্রজে গমনও হয়েছে কৃষ্ণের নিজের স্বরূপপ্রকাশ দ্বিতীয় মূর্তিতে, মনুষ্যমানের একবৎসর ধরে—জনক শ্রুত গৃহে গমনবৎ—(ভা০ ১০।৮৬।২৬)। আর 'সপাণি কবল' প্রকাশে সখাগণের ও কৃষ্ণেরও ধারণায় এই একবৎসর সময় চলে গেল অতি সংক্ষেপে (দেবমানে) পূর্বের বনভোজন স্থানেই—কবলাদি তেমনি হাতে ধরা অবস্থায়॥ জী০ ৬১॥

৬১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ততশ্চ স্বস্বরূপভূতানি চতুর্ভুজত্বাদীনি যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদ্য "এক-মেবাদ্বয়ং ব্রহ্মেতি" শ্রুত্যুক্তং স্বদর্শিতসর্ব্বস্বরূপমূলভূতং স্বরূপং তং দর্শয়ামাসেত্যাহ—তত্র বৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্রহ্ম অচষ্ট অপশ্যৎ। কীদৃশং? পশুপবংশশিশুত্বেইপি প্রৌঢ়পরমচতুরোচিত নাট্যং মৎপ্রভুর্ম্ময়া মোহিত এবেতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুং শাদ্বলে বৎসান্দৃষ্ট্বাপি পুলিনেইপি সখীন্দৃষ্ট্বাপ্যাদর্শনাভিনয়ং নটানাং কর্ম্ম উদ্বহৎ। দর্শিতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানাং যোগমায়য়াচ্ছাদনাদদ্বয়ং সর্ব্বমূলভূতস্বরূপত্বাৎ পরং দর্শিতেভ্যশ্চিদ্বৈভবেভ্যোইপ্যপরেষাং চিদানন্দময়পরঃসহস্রমহাবৈভবানাং বিদ্যামানত্বাদনন্তং পরমেষ্ঠিনো বরাকস্য কা গণনা শ্রীবলদেবাদ্যৈরবতারৈরপি দুষ্প্রবেশত্বাদগাধ বোধম্। উক্তলক্ষণান্নাট্যাৎ বৎসান্ সখীংশ্চ পুরৈব পরিত ইতস্ততো বিচিন্বদিতি বৎসবালান্বেষণং পূর্ব্ববর্ষে ব্রহ্মণা মায়ামোহিতত্বাৎ যথার্থমেবাবগতম্। অধুনাতু মায়ানির্ম্মুক্তত্বাৎ শাদ্বলে তৃণং চরতো বৎসান্ পুলিনে চ ভুঞ্জানান্ বালান্ পশ্যতাম্বাপহৃতান্মায়িক বৎসবালকাংশ্চ অপশ্যতা তেন মন্মোহনার্থমভিনয়মাত্রমিদমিত্যবগতম্। অতএব "নৌমীড্য তে" ইত্যগ্রিম স্তুতিবাক্যেন বৎসবালান বিচিন্বতে ইতি বিশেষণং নোপন্যস্তম্। স্বরূপভূতানাং বাসুদেবমূর্ত্তীনাং স্বাংশানাং

যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদনাদেকং ভক্তমনোহরমহামধুরলীলাময়ত্বাৎ সপাণিকবলম্। অত্র কস্মিংশ্চিদধিকারিণি নিকৃষ্টে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরহিতং নিরাকারং জ্ঞানমাত্রং যদ্ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং তদপি যোগমায়য়ৈব তদ্দৃষ্টীঃ প্রতি চিদানন্দময়ানামপি রূপগুণনামলীলাপরিকরধামাদীনামাচ্ছাদনাজ্জ্ঞানমাত্রস্যৈব প্রকাশনাৎ সঙ্গতমিত্যেবমেব মিথোবিরুদ্ধার্থা অপি শ্রুতয়ো নির্বিরোধমেব সঙ্গময়িতব্যা ইতি দিক্। তত্র 'পশুপবংশশিশুত্বং নাট্যমেবোদ্বহন্নতু স্বরূপ' মিতি ব্যাখ্যানং শ্রীভাগবতস্য মোহিনীত্বপ্রতিপাদকমেব। "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে" ইতুত্তরত্র নৌমীত্যুক্ত্বা প্রস্তুতস্য ভগবতঃ কর্ম্মত্বে জ্ঞাতে প্রয়োজনাপেক্ষায়ামেবম্ভূতো ভগবানেব প্রয়োজনমিতি ব্যাচক্ষাণানাং স্বামিচরণানামপি নাভিমতমিত্যবসীয়তে। নহ্যবাস্তবীভূতং বস্তু স্তুতিপ্রয়োজনীক্রিয়তে ইত্যবধেয়ম্॥ বি০ ৬১॥

৬১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অতঃপর স্বস্বরূপভূত চতুর্ভুজস্বরূপাদি যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়ে"অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"এইরূপ শ্রুতি-কথিত স্বদর্শিত-সর্বস্বরূপের মূলভূতস্বরূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মাকে দেখালেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে-তত্র ইতি। **তত্র**-বৃন্দাবনে **পরমেষ্ঠী**—ব্রহ্মা ব্রহ্মকে **অচষ্ট**—দেখলেন। কিদৃশ? **পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং**—গোপবংশ-শিশুভাবের মধ্যেও প্রৌঢ় পরমচতুরোচিত **নাট্যং**—'আমার প্রভু আমার দ্বারা মোহিত' ব্রহ্মাকে এইরূপ মিথ্যাভিমান গ্রহণ করাবার জন্য তৃণময় মাঠে গোবৎসদের দেখেও, পুলিনেও সখাগণকে দেখেও যেন দেখেন নি, এরূপ অভিনয়—নটদের কর্ম ধারণ করেছিলেন যিনি, সেই ব্রহ্মকে দেখলেন। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত যা দেখান হল তা যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদন হেতু **অদ্বয়ং**—দ্বিতীয় রহিত সর্বমূলভূতস্বরূপ হওয়া হেতু **পরং**—সর্বশ্রেষ্ঠ। দর্শিত চিৎবৈভব থেকেও আমার চিদানন্দময় পরমসহস্র মহাবৈভবের বিদ্যমানতা হেতু **অনন্ত**—ক্ষুদ্র ব্রহ্মা তো গণনার মধ্যেই নয়, শ্রীবলদেবাদি অবতারগণেরও দুষ্প্রবেশ্যতা হেতু **অগাধবোধ**—উক্তলক্ষণ 'নাট্য' হেতু বৎস ও সখাদের পূর্বে চতুর্দিকে ইতস্তত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—একবৎসর পূর্বে ব্রহ্মা মায়ামোহিত থাকা হেতু এই বৎস-বালক অন্বেষণ, ব্যাপার যথার্থ বলেই অবগত হয়েছিলেন। এখন কিন্তু মায়ানির্মুক্ত হওয়া হেতু তৃণময় মাঠে চরে বেড়ানো বৎসগুলিকে এবং পুলিনে ভোজনরত বালকদের দেখতে পেয়ে এবং নিজে চুরি করা মায়িক বৎস-বালকদের আর দেখতে না পেয়ে বুঝতে পারলেন, আমাকে মোহিত করার জন্য এ কৃষ্ণের অভিনয় মাত্র। অতএব 'নৌমীড্য তে' ইত্যাদি ১৪ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'বৎস-বালক খুঁজে বেড়াচ্ছেন' এরূপ বিশেষণ কৃষ্ণের দেওয়া হয় নি। বিভিন্ন স্বরূপভূত চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তিদের যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদন হেতু **একং**—ভক্তমনোহর-মহামধুর লীলাময়তা হেতু অদ্বিতীয় 'সপাণি কবল' রূপ যশোদানন্দন কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন ব্রহ্মা। এখানে আরও বলবার কথা—কোনও নিকৃষ্ট অধিকারীর প্রতি ধর্মধর্মিভাবরহিত নিরাকার জ্ঞানমাত্র যে ব্রহ্ম তিনিই প্রকাশ পান।—সেই নিকৃষ্ট অধিকারীর নিকট প্রসিদ্ধ মধুর চিদানন্দময় রূপগুণলীলাধাম পরিকরাদির যোগমায়ার আচ্ছাদন ও জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের প্রকাশন হেতু ইহা সঙ্গতই। এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ ফল হলেও শ্রুতিসমূহ বিরোধ রহিতই, এরূপ বুঝে নেওয়া উচিত। এখানে গোপবংশ শিশুভাব-নাট্য ধারণ করলেন, ইহা স্বরূপ নয়,এরূপ ব্যাখ্যা শ্রীভাগবতের মোহিনী ধর্ম প্রতিপাদকই। ব্রহ্মার 'নৌমিড্য তে

৬২। দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্॥

৬২। অন্বয় ঃ দৃষ্ট্বা ত্বরেণ (বেগেন) নিজধোরণতঃ (স্ববাহনাৎ) অবতীর্য্য, বপুঃ কনকদণ্ডমিব পৃথ্ব্যাং (ভূমৌ) অভিপাত্য (পাতয়িত্বা) চতুর্মুকুটকোটিভিঃ (চতুর্মস্তকস্থিতানাং চতুর্ণাং মুকুটানামগ্রভাগৈঃ) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং (শ্রীকৃষ্ণস্য চরণযুগলং) স্পৃষ্ট্বা, নত্বা, মুদশ্রুসুজলৈঃ (প্রেমাশ্রুভিঃ) অভিষেকং অকৃত (কৃতবান্)।

৬২। মূলানুবাদ ঃ ইনিই নরাকৃতি পরব্রহ্ম সর্বমূল স্বরূপ, এইরূপ বুঝতে পেরে ব্রহ্মা টক্ করে হংসপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে স্বর্ণ দণ্ডের মতো দেহ নিক্ষেপ করত চতুর্মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা চরণ যুগল স্পর্শ করে প্রণাম পূর্বক আনন্দাশ্রুজলে অভিষেক করতে লাগলেন কৃষ্ণকে।

অভ্র' ইত্যাদি স্তবের প্রয়োজনে এইরূপ একটি রূপের প্রয়োজন ছিল বলেই ভগবান তা গ্রহণ করলেন, এরূপ যারা বলেন শ্রীস্বামিপাদ তাদের সঙ্গে একমত নন। অবাস্তব তত্ত্ব স্তুতির বিষয় হতে পারে না, এরূপ বুঝতে হবে। 'সপাণিকবল' যশোদানন্দনের স্বরপানুবন্ধীরূপ, যা নিত্যকালই আছে॥ বি০ ৬১॥

৬২। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা ঃ কথং নত্বা? ইত্যেতদাহ—পৃথ্ব্যামিত পাদদ্বয়েন। তেন দেবাভিমানাপগমমপি বোধয়তি, অন্যথা 'ন হি দেবা ভুবং স্পৃশন্তি' ইতি ন সিধ্যেৎ কিয়দ্ভেদং 'তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম' (শ্রীভা০ ১০।১৪ ৩৪) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ; কনকেতি তদ্বপুষ ঈষদ্রক্তপীতবর্ণত্বাৎ। চতুর্মুকুটাগ্রৈঃ স্পৃষ্ট্বা ইতি—চতুর্দিক্ষু স্থিতানাং চতুর্ণামপি কৃতার্থতায়ৈ ক্রমেণ পরিবৃত্ত্যা ভূমৌ ললাটপাতনাৎ, পশ্চাদনন্দোদয়েন চুম্বন্নিবাঙ্ঘ্রি স্পর্শনং মুখৈরপি কৃতবানিতি জ্ঞেয়ম্, অকৃতাভিষেকমিত্যাপপত্ত্যৈ; অনেনাশ্রূণামত্যন্তবাহুল্যং বোধ্যতে॥ জী০ ৬২॥

৬২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কি প্রকারে নত হয়ে প্রণাম করলেন ব্রহ্মা? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—পৃথ্ব্যা ইতি পাদদ্বয়ে। ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম। এর দ্বারা দেবতা বলে ব্রহ্মার যে অভিমান, তার বিনাশ বুঝানো হল। অন্যথা এরূপ প্রণাম সিদ্ধ হত না কারণ 'দেবতাগণ ভুমি স্পর্শ করে না—ভূমি স্পর্শ করা আর এমন কি? আরও অধিক দৈন্য বাক্য, যথা—"এই ব্রজ বিপিনে জন্ম কোনও মহাভাগ্যেই হয়ে থাকে।" **কনক ইতি**—কনক দণ্ডের মত ভূলুলিণ্ঠত হয়ে - ব্রহ্মার গায়ের রং ঈষৎ রক্তপীত বর্ণ হওয়া হেতু; এই উপমা। ব্রহ্মার চার মাথার চারটি মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা শ্রীচরণ স্পর্শ করে। চারদিকে অবস্থিত চারটি মস্তকেই কৃতার্থতা দান করবার জন্য ক্রমে মাথা ঘুরিয়ে ভূমিতে ললাট স্থাপন হেতু (চারটি মুকুটেরই চরণ স্পর্শ)। পরে আনন্দ উদয়ে যেন চুম্বন করছেন, এই ভাবে চরণ স্পর্শ করা হল মুখদ্বারাও, এইরূপ বুঝতে হবে—নয়নজলে সুষ্ঠুভাবে অভিষেক করার জন্য, এতে অশ্রুর অত্যন্ত বাহুল্য অর্থাৎ অঝোরে অশ্রু বর্ষণ বুঝা যাচ্ছে॥ জী০ ৬২॥

৬৩। উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ॥

৬৩। অন্বয় ঃ প্রাগ্‌দৃষ্টং কৃষ্ণস্য মহিত্বং পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা উত্থায়োত্থায় চিরস্য (চিরায়) পাদয়োঃ পতন্ আস্তে।

৬৩। মূলানুবাদ ঃ আর পূর্বদৃষ্ট কৃষ্ণমহিমা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে করে একবার শ্রীকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়েন, একবার উঠেন—এইরূপে বহুবার প্রণাম করবার পর শেষে জাড্য বশতঃ পড়েই রইলেন বহুক্ষণ।

৬২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দৃষ্টেতি। ইদমেব নরাকৃতি পরংব্রহ্ম সর্ব্বমূলভূতমিত্যবগম্য। ত্বরেণ ত্বরয়া নিজধোরণতঃ স্ববাহনাৎ পৃথ্যাং বপুরভিপাত্যেতি "নহি দেবা ভুবং স্পৃশন্তী"তি নিয়মোল্লঙ্ঘনাদ্ব্রহ্মণো-ইস্য দেবত্বাভিমানাপগমো জ্ঞেয়ঃ। চতুর্ণাং মুকুটানামগ্রৈরঙ্ঘ্রিযুগ্মং স্পৃষ্টমেবেতি চতুর্দ্দিক্‌স্থিতানাং চতুর্ণামপি মুখানাং বলেন কৃষ্ণাভিমুখীকরণাৎ অভিষেকমর্থাদঙ্ঘ্রিযুগ্মস্যাকরোদিত্যুত্থায়োত্থায় ভূমৌ দ্রুতপতনে অশ্রূণাং বাহুল্যেন পুরোবেগাচ্চরণয়ো র্নিপাতো জ্ঞেয়ঃ। অশ্রূণাং ভক্ত্যনুভাবরূপত্বেন পাবিত্র্যাৎ সুপদপ্রয়োগঃ॥

৬২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দৃষ্টবা ইতি—ইনিই নরাকৃতি পরব্রহ্ম সর্বমূলস্বরূপ, এইরূপ বুঝতে পেরে **ত্বরেণ**—চট্‌জলদি **নিজধোরণতঃ**—নিজ বাহন হংসপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে দেহ নিক্ষেপ করে—"দেবতারা ভূমি স্পর্শ করে না।" এই নিয়ম লঙ্ঘণ হেতু বুঝা যাচ্ছে, এঁর দেবত্ব-অভিমান চলে গিয়েছে। **অভিষেকম্**—পদযুগলের অভিষেক **অকৃত**—'অ' সর্বতো ভাবে করলেন—এতে বুঝা যাচ্ছে, বার বার উঠে বার বার ভূমিতে দ্রুত পতনে প্রচুর ভাবে বেগের সহিত সম্মুখে চরণ যুগলে অশ্রু ধারার পতন। এই অশ্রু ভক্তির অনুভাব স্বরূপে পবিত্র হওয়ায় 'সু' পদের প্রয়োগ॥ বি০ ৬২॥

৬৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ উত্থায়োত্থায় পতন্ পুনঃ পুনশ্চিরমাস্তে আসীৎ, লকার-ব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। সাক্ষাৎ পশ্যত ইবোক্তেরৌপচারিকো বা। তত্র পতনে হেতুঃ—মহিত্বমিতি। উত্থানে হেতুস্তু তচ্ছ্রীমুখদিদৃক্ষৈব জ্ঞেয়ঃ॥ জী০ ৬৩॥

৬৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ উত্থায়োত্থায় ইত্যাদি—একবার উঠেন একবার কৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়েন—এইরূপে পুনঃ পুনঃ পড়তে পড়তে এক সময় জাড্য বশতঃ **পতন আস্তে**—পড়েই থাকলেন **চিরং**—বহুক্ষণ, শ্রীশুকমুনি যেন সাক্ষাৎ দেখছেন, এই ভাবে কথাগুলি বলছেন—অথবা, কবির কল্পনা নেত্রে রচনা। এখানে চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে যাওয়ার হেতু কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা। আর উত্থানে হেতু শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য দর্শন অভিলাষ, এইরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ৬৩॥

৬৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পতন্নাস্তে ইতি বহুতরপ্রণামান্তে আনন্দজাড্যোদয়াৎ বর্ত্তমান প্রয়োগো মুনে স্তদানীং তৎসাক্ষাৎকারানুভবাৎ॥ বি০ ৬৩॥

৬৪। শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

৬৪। অন্বয় ঃ অথ শনৈঃ উত্থায় লোচনে (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) বিমৃজ্য মুকুন্দং (নিজমুক্তিপ্রদং শ্রীকৃষ্ণং) উদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ (অপরাধভয়লজ্জাদিনা বিশেষেণ নত কন্ধরোভূত্বা) কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ (সাবধানঃ) সবেপথুঃ (সকম্পঃ) গদ্গদয়া ইলয়া (বাক্যেন) ঐলত (অস্তৌৎ)।

৬৪। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সজল নয়নদ্বয় মুছে নিয়ে মুকুন্দকে পিপাসিত নয়নে দর্শন পূর্বক অপরাধ-ভয় ও লজ্জাদি বশতঃ আনত স্কন্ধে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হয়ে স্তব করতে লাগলেন—সবিনয়ে, কম্পিত কলেবরে ও গদ্গদ বচনে।

৬৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পতন্ আস্তে—পড়ে রইলেন (শ্রীচরণে)—বহুবার প্রণামের পর আনন্দ-জাড্য হেতু। এখানে বর্তমান প্রয়োগ—শ্রীশুকমুনির তখন এই লীলা সাক্ষাৎকার অনুভব হেতু॥ বি॰ ৬৩॥

৬৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ শনৈরিতি ভক্ত্যুদ্রেকেণ প্রণামপরিত্যাগাশক্তেঃ; কিংবা প্রেমভরাক্রান্ত্যা স্বভাবত এব জাড্যাপত্তেঃ লোচনে বিমৃজ্যেতি—গলদশ্রুধারয়া সম্যগ্দর্শনাশক্তেঃ। অষ্ট-লোচনত্বেঽপি লোচনদ্বয়োক্তিঃ শ্রীভগবদভিমুখবর্ত্ত্যপেক্ষয়া। মুকুন্দমিতি মুক্তিদাতৃতার্থত্বেঽপি মুক্তি-শব্দস্য ভক্তাবপি সম্মতত্বাৎ। যথা পঞ্চমে (১৯।১৮) 'যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি' ইত্যারভ্য 'অনন্যভক্তিযোগ-লক্ষণঃ' (১৯।১৯) ইতি। উদ্বীক্ষ্য উচ্চৈর্বিলোক্য পশ্চাদ্বিশেষতো নম্রকন্ধরঃ সন্ অপরাধভয়লজ্জাদিনা ইতি শ্রীব্রহ্মাণো ভক্তিবিশেষেণ বৎসাদিমার্গণপ্রায়ার্থং ভ্রমণং বিহায় স্থিরীভূতোঽসাবিতি গম্যতে। সমাহিত ইত্য-নেন সবেপথুর্গদ্গদয়েতি প্রেমসম্পল্লক্ষণেন চ স্তোত্রস্য পরমসম্যক্ত্বং সূচিতম্। ঐলত ঐট্। লকারোচ্চারণং গদ্গদ-ভাবানুকরণেনৈব॥ জী॰ ৬৪॥

অন্যোঽন্যং পূর্ব্ব-পূর্ব্বং চোত্তরোত্তরমপি স্ফুটম্।
সর্ব্বমেতন্মহাশ্চর্য্যং বিলোকয়তি মন্মনঃ॥

৬৪। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শনৈঃ ইতি—ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে—ভক্তির উদ্রেকে প্রণাম পরিত্যাগ-অসামর্থ্যতা হেতু ধীরে ধীরে। অথবা, প্রেমাতিশয্য আবিষ্টতার স্বভাব বশতঃই জাড্য প্রাপ্তি হেতু ধীরে ধীরে। **লোচনে বিমৃজ্য ইতি**—লোচনদ্বয় ঘর্ষণ করত, গলদশ্রু ধারায় ভাল করে শ্রীকৃষ্ণমুখ দর্শন অসামর্থতা হেতু। ব্রহ্মার অষ্টলোচন হলেও 'লোচনদ্বয়' বলার কারণ, যে দুটি নয়ন শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ছিল, তারই উল্লেখ। **মুকুন্দম্ ইতি**—সাধারণ অর্থে এই নামের ধ্বনি মুক্তি দাতা হলেও—মুক্তি শব্দের অর্থ ভক্তিতেই পর্যাবসান হেতু এই নামের উল্লেখ এখানে, যথা—পঞ্চমে (১৯।১৮)

"স্বস্ববর্ণআশ্রমোচিত ধর্ম বিষ্ণুতে সমর্পিত হলে ক্রমে অপবর্গ অর্থাৎ অবিদ্যা ধ্বংসে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে"—(ভা॰ ৫।১৯।১৯) "এই অপবর্গ হল, ভক্তিযোগ স্বরূপ, যা সুকৃতি ফলে ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গ প্রভাবে যথাকালে সিদ্ধ হয়।" **উদ্বীক্ষ্য**—পিপাসার্ত ভাবে দর্শন পূর্বক। **বিনম্রকন্ধর**—পরে বিশেষ ভাবে আনত স্কন্ধ হয়ে, অপরাধভয়-লজ্জা প্রভৃতি দ্বারা। শ্রীব্রহ্মার ভক্তিবিশেষ হেতু কৃষ্ণ বৎসাদি খোঁজ করার জন্য যে ভ্রমণ, তা ত্যাগ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এইরূপে বুঝতে হবে। **সমাহিত ইতি**—সবিনয়, কম্পিত কলেবর ও গদগদ বচন এবং প্রেম-সম্পদ লক্ষণের সহিত—এই সব বাক্যে সূচিত হচ্ছে যে ব্রহ্মার স্তব পরম মনোজ্ঞ ভাবেই হয়েছিল। **ঐলত**—শব্দটি হল 'ঐট্ট' কিন্তু এখানে 'ল' কার উচ্চারণ এসে গেল গদ্গদ ভাবানুকরণের দ্বারাই। "আমার মন অনুভব করছে, পরস্পর আগের আগের এবং পরের পরেরও সবকিছু স্পষ্ট মহা আশ্চর্য"—(শ্রীজীবচরণের অনুভব) ॥ জী॰ ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ লোচনে ইতি দ্বিত্বং পাণিদ্বয়েন লোচনদ্বয়স্যৈব যুগপন্মার্জ্জনোপপত্তেঃ। গদ্গদয়া গদ্গদভাববত্যা ইলয়া বাচা ঐলত ঐট্ট অস্তৌৎ ॥ বি॰ ৬৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

৬৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ লোচনে ইতি—(ক্লী) এই লোচন পদে দ্বিতীয়া প্রয়োগের কারণ অষ্ট লোচনই ব্রহ্মার অঝোরে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল—তার মধ্যে দুই পাণিতলে সম্মুখের দুটি নয়নই মাত্র যুগপৎ মুছে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন **গদ্গদয়া**—গদ্গদ ভাবে অভিভূত হয়ে। (ইলয়া)—বাক্যের দ্বারা। **ঐলত**—'ঐট্ট' স্তুতি করতে লাগলেন ॥ বি॰ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।